কুড়ানো-ছেলে

শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

শান্তিনিকেতন, বীরভূম

[মূল্য—৸৹ বার আনা ।

শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, (বীরভূম)।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

নিবেদন

কুড়ানো-ছেলে বিদেশী গল্প। প্রথম উহা রচিত হয় প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে ফরাশী দেশে। ফরাশী ভাষায় ইহার নাম San Famille (স্বজনহীন)। ইহার রচয়িতা Henri Hector Mallot এই একখানা বই লিখেই ফরাশী সাহিত্যে অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করেছেন। ইহার দুখানা ইংরেজি অনুবাদ চোখে পড়েছে। ফরাশী ভাষায় ইহা একখানা বৃহৎ গ্রন্থ—প্রায় হাজার পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইংরেজি অনুবাদের বহু অংশ বাদসাদ দিয়ে ছেলেদের উপযোগী ক'রে 'কুড়ানো-ছেলে' নাম দিয়ে বাংলায় প্রকাশ করা গেল। ইহার ছবি মূল ফরাশী সংস্করণ হ'তে গ্রহণ করা হয়েছে।

শান্তিনিকেতন,
১২ই চৈত্র, ১৩৪১ সন। } শ্রীতেজেশচন্দ্র সেন

কুড়ানো-ছেলে।

১

আমি পথে কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে। কিন্তু আমি যে মাতৃহীন আট বৎসর পর্য্যন্ত আমি এ-কথা এক দিনের জন্যেও জানতে পারিনি। কারণ একটু কাঁদলেই দেখতে পেতাম দুটি স্নেহ কোমল হাত আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে; আমাকে তার দুই বাহুর উপর দুলিয়ে দুলিয়ে আমার কান্না থামাচ্ছেন। শীতের রাত্রিতে ঠাণ্ডায় যখন আমার ঘুম আসত না, তখন দেখতে পেতাম তিনি দু'হাতে ঘ'সে ঘ'সে আমার পা গরম ক'রে দিচ্ছেন। রাত্রিতে ঘুমোবার পূর্ব্বে তিনি গান না গাইলে কিছুতেই আমার ঘুম আসত না। আজও সে-সব গান আমি ভুলতে পারিনি।

আমি যে-গ্রামে বাস করতাম তার নাম শোভান্। গ্রামটি ছোট। জন্ম আমার কোথায় তা আমি ঠিক জানতাম না। শৈশবে শোভানতেই আমি প্রতিপালিত হয়েছি। আমাদের গ্রামের চারিদিকে উঁচু নীচু পাহাড়ে জমি। তার একধার দিয়ে একটি ছোট ঝরণা পাথরের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলেছে। তারই ধারে আমাদের ছোট কুঁড়ে ঘরটি ছিল।

আমার আট বৎসর বয়স পর্য্যন্ত আমাদের বাড়িতে কোন পুরুষ মানুষ আসতে দেখিনি। অথচ আমি যাকে মা ব'লে ডাকতাম তিনি বিধবা নয়। তার স্বামী প্যারী সহরে পাথরের খনিতে কাজ করতেন। আমি বড় হ'য়ে অবধি কখনো তাঁকে আমাদের বাড়ি আসতে দেখি নি। মাঝে মাঝে তিনি লোকের মুখে সংবাদ পাঠাতেন; মাঝে মাঝে কখনো কিছু খরচের টাকা পাঠিয়ে দিতেন।

একদিন সন্ধ্যার সময় একজন অপরিচিত লোক আমাদের বাড়ি এসে উপস্থিত হ'ল। আমি তখন ঝরণার ধারে খেলা করছিলাম। আমাকে ডেকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন মা-বারবেঁরে বাড়ি আছেন কিনা। তাকে দেখেই মনে হ'ল তিনি অনেক দূর থেকে এসেছেন। সর্ব্বাঙ্গ তার ধূলো-মাখা। তার কথা শুনেই মা-বারবেঁরে ঘর থেকে বের হ'য়ে এলেন। সেই লোকটি বলল—"আমি প্যারী থেকে এসেছি।"

এ-কথা শুনে মা-বারবেঁরে কেমন একটু শঙ্কিত হ'লেন। তিনি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলেন—"কোন দুঃসংবাদ নয় তো?"

সেই লোকটি বলল—"সে-কথাই বলতে এসেছি। খবর ভালো নয়। কাজ করবার সময় পাথর প'ড়ে তোমার স্বামীর একটা পা ভেঙ্গে গেছে। আঘাত খুব গুরুতর না হ'লেও সে আর সোজা হ'য়ে চলতে পারবে না, চিরজীবন তাকে খুঁড়িয়ে হাঁটতে হবে। আমরা দুজন এক ঘরেই থাকি। আমি বাড়ি আসছি শুনে সে তোমাকে খবরটা দিতে বললে। এখন আমি যাই। আমাকে এখনো আরো অনেক দূর যেতে হবে।"

তাও কি হয়? মা-বারবেঁরে তাকে এখনই কি ছাড়তে পারেন? তাঁর স্বামীর সব খবর জানতে হবে তো? আজ রাত্রি তাকে এখানেই থাকতে হবে। সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে, রাস্তায় নাকি

দু'একটা নেকড়েও বেরিয়েছে। এমন সময় কি কেউ ঘর ছেড়ে দূরে যায়? কাল খুব সকালে রওনা হলেই হবে।

তাই ঠিক হ'ল। হাত পা ধুয়ে, সেই লোকটি আহারে বসলেন। মা-বারবেঁরে তাকে তাঁর স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সে ব্যক্তি বললেন "জেরম্ (তাঁর স্বামীর নাম) রাজমিস্ত্রীর সঙ্গে কাজ করছিল, এমন সময় হঠাৎ একটা পাথর উপর থেকে তার পায়ের উপর এসে পড়ে। মাথায় পড়লে তখনি সে মরে যেত। পায়ে পড়ায় প্রাণে বাঁচল বটে কিন্তু চিরকালের মত তাকে অকর্ম্মণ্য হয়ে থাকতে হবে। সে-সময় তার সেখানে থাকবার কোন প্রয়োজন ছিল না। সেইজন্য তার মনিব পা ভাঙ্গবার দরুণ ক্ষতি পূরণ দিতে রাজি নয়। আমি তাকে আদালতে নালিশ করতে বলেছি।"

মা-বারবেঁরে এ কথায় অত্যন্ত ভীত হয়ে বললেন—"আদালতে নালিশ? তাতে যে খরচ অনেক?"

"হাঁ, প্রথম কিছু খরচ হবে। কিন্তু জিতলে সব পুষিয়ে যাবে।"

মা-বারবেঁরের ইচ্ছে তখনই তিনি তাঁর স্বামীকে দেখতে যান। কিন্তু তা নিতান্ত সহজ নয়। একে তো যেতে হবে অনেক দূর, তাতে আবার খরচও অনেক।

পরদিন সকালেই তিনি পরামর্শের জন্য গির্জ্জার পাদ্রি মহাশয়ের নিকট গিয়ে উপস্থিত হ'লেন। পাদ্রিমহাশয় তার নিকট সমস্ত কথা শুনে তখনই তাকে প্যারী যেতে নিষেধ করলেন। আগে চিঠি লিখে খবর জেনে পরে সেখানে গেলেই হবে। তিনি নিজেই হাঁসপাতালের কর্ত্তৃপক্ষের নামে একখানা চিঠি লিখে দিলেন।

কয়েক দিন পরে উত্তর আসল। জেরম্ তাকে প্যারী আসতে বারণ করেছে। মা-বারবেঁরে যেন অবিলম্বে তাকে কিছু টাকা পাঠিয়ে দেন। সে তার মনিবের নামে ক্ষতিপূরণের দাবিতে নালিশ করবে স্থির করেছে।

প্যারী হ'তে মা-বারবেঁরের নামে ঘন ঘন চিঠি আসতে লাগল। প্রতি-চিঠিতেই টাকার কথা। শেষের চিঠিতে জেরম্ লিখলে, টাকা যেন তাকে অবিলম্বে পাঠানো হয়। হাতে টাকা না থাকলে গাইটা বিক্রি ক'রে যেন টাকা পাঠায়।

এতদিনের গাইটা অবশেষে আমাদের বিক্রি করতে হবে? আমা-দের দুজনেরই চোখ জলে ভ'রে এল। গাইটা থাকায় এতদিন আমরা একদিনের জন্যও আহারের কষ্ট অনুভব করিনি। গাইটাকে আমরা দুজনেই কত ভালবাসতাম। সেও আমাদের কত ভালবাসত। কিন্তু জেরমের চিঠির তাড়ায় অবশেষে গাইটা বিক্রি করতে হ'ল। বেচারা তার নূতন মনিবের সঙ্গে চ'লে যাবার সময় কী করুণ দৃষ্টিতেই না আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। সে-দৃষ্টি আজও আমি ভুলতে পারিনি।

একদিন মা-বারবেঁরে কিছু ময়দা, চিনি, মাখন সংগ্রহ ক'রে উনুনে পিঠে ভাজছিলেন। সেদিন একটা পরব ছিল। আমি মা-বারবেঁরের পাশে বসে গরম গরম পিঠে দু'একটা মুখে পুরে দিচ্ছিলাম। হঠাৎ উঠানে একটা ভারি পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটু পরেই একজন লোক দুয়ার ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল। তার চেহারা দেখে ভয়ে আমার পিঠে-খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। লোকটির চেহারা ডাকাতের মত; এক হাতে একটা পুঁটুলি,অন্য হাতে একটা মোটা লাঠি। আমি ভয়ে মা-বারবেঁরের আরো কাছ-ঘেঁসে বসলাম। মা-বারবেঁরে পিঠে ভাজতে ভাজতে কড়াই থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলেন—"কে ঘরে?"

কিন্তু পরক্ষণেই কড়াই থেকে মুখ তুলে ফিরে তাকিয়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। কী আশ্চর্য্য! এ যে তাঁরি স্বামী জেরম্! তাড়াতাড়ি উনুন হ'তে কড়াই নামিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"জেরম্, এখন তুমি কি ক'রে এলে?" তারপর আমাকে বললেন,—"রেমি, এই তোমার পিতা।"

২

এই আমার পিতা? এতদিন পর দেখা তবু তিনি আমাকে একটুও আদর করলেন না? বরং আমার দিকে কেমন বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন।

সেই লোকটি মা-বারবেঁরেকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ কে?"

"রিমি।"

"রিমি? আমি না তোমাকে বলেছিলেম……"

"হাঁ। কিন্তু আমি তোমার আদেশ পালন করতে পারিনি।"

আমি একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমাব পিতাকে দেখতে লাগলাম। এই আমার পিতা? এমন গুণ্ডার মত তাঁর চেহারা? তাঁর প্রাণে স্নেহ, ভালবাসা, মায়া, মমতা কিছু আছে ব'লে মনে হ'ল না। যদিও এতদিন আমার পিতাকে আমি দেখতে পাইনি, তবু তিনি যে আছেন, একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা হবে, একদিন তাঁর স্নেহ ভালবাসা পাব, একথা মনে ক'রে আমি কত আনন্দ পেতাম। কিন্তু আজ তাঁকে দেখে আমি মনে সে-আনন্দ কিছুই অনুভব করতে পারলাম না।

মা-বারবেঁরে পিঠে-ভাজা রেখে তাড়াতাড়ি স্বামীর আহারের ব্যবস্থা করতে গেলেন। আমি ঘরের এক কোণে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে আমার পিতা আমাকে এক ধমক দিয়ে বললেন— "দাঁড়িয়ে দেখছিস্ কি? তাড়াতাড়ি খাবার-জায়গা কর্ না।"

ধমক খেয়ে ভয়ে ভয়ে আমি খাবারের জায়গা করতে লাগলাম। মা-বারবেঁরে টেবিলের উপর আমাদের দুজনেরই খাবার এনে রাখলেন। জেরম্ তাঁর প্লেটে আমার খাবারও ঢেলে নিলেন। আমি টেবিল থেকে উঠে দূরে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। তাঁর কাছে ব'সে থাকতেও আমার কেমন ভয় হ'তে লাগল।

খেতে খেতে হঠাৎ একবার তিনি মুখ তুলে আমার দিকে তাকালেন। আবার আমাকে ধমক দিয়ে অতিশয় কর্কশস্বরে বললেন—"ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছিস্! শুতে যা না। খেয়ে উঠে যদি দেখি জেগে আছিস তাহ'লে মজা দেখাব।"

আমি মা-বারবেঁরের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি চোখের ইসারায় আমাকে বিছানায় শুতে বললেন। আমি তখনি গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। আমার সেখানে একটুও দাঁড়িয়ে থাকবার ইচ্ছে ছিল না।

আমি বিছানায় শুয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু ঘুম এল না। কেবলি আমার পিতার কথা মনে আসতে লাগল। এই কি আমার পিতা? এক একবার আমার মনে হ'তে লাগল হয়তো তিনি আমার পিতা নন। পিতা হ'লে তিনি আমার প্রতি এমন দুর্ব্যবহার করবেন কেন?

কিন্তু আমাকে যে এখনি ঘুমোতে হবে। তিনি এসে যদি দেখেন আমি এখনো ঘুমোই নি, তা'হলে? আমি প্রাণপণে ঘুমোতে চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু কিছুতেই আমার ঘুম এল না।

হঠাৎ আমার মনে হ'ল কে-যেন আমার বিছানার দিকে আসছে। পায়ের শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম মা-বারবেঁরে নন্। আমি চোখ বুজে ঘুমোবার ভান ক'রে রইলাম। একটু পরেই মুখের উপর কার নাকের গরম নিঃশ্বাস অনুভব করলাম। তারপর একজন মোটা গলায় আমাকে জিজ্ঞাসা করল—"ঘুমিয়েছিস্"?

আমি জেগেছিলাম। সে কথা আমার বলা উচিত ছিল। কিন্তু ভয়ে আমার মুখ থেকে কথা বের হ'ল না।

মা-বারবেঁরে বললেন—"ও কি এখনো জেগে আছে? কখন ঘুমিয়ে পড়েছে। কি বলবে বল না?"

আমার তখনি উচিত ছিল মা-বারবেঁরেকে বলি আমি ঘুমোই নি। কিন্তু আমার পিতার ভয়ে তাকে সে কথা বলতে পারলাম না।

মা-বারবেঁরে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার মকদ্দমার কি হল ?"

"হেরেছি।" এই কথা বলেই সে ব্যক্তি অকথ্য ভাষায় বিচারককে গালাগালি দিতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর সে বলতে লাগল—"মকদ্দমায় হারলাম, কতকগুলি টাকাও গেল, তার উপর একটা পুষ্যি এনে জুটিয়েছ। কেন, তোমাকে না পূর্ব্বেই বলেছিলাম আপদটাকে বিদায় করতে ?"

"হাঁ, বলেছিলে কিন্তু পারলাম কই ?"

"কেন, এ এমন কি আর শক্ত কাজ। অনাথ-আশ্রম তো বেশী দূরেও নয়।"

"বুকের দুধ দিয়ে যাকে মানুষ করেছি তাকে বললেই যে অনাথ-আশ্রমে রাখা যায় না, তা তুমি কি করে বুঝবে ?"

"বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করলেও সে তো আর তোমার নিজের ছেলে নয় ?"

"তা'হলেও সে আমার নিজের ছেলের চেয়েও বেশী। তবু আমি তোমার কথা মত কাজ করতে চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু বেচারা তখনি আবার অসুখে পড়ল। সেও যেমন তেমন অসুখ নয়। বাঁচবার আশাই ছিল না।"

"এখন এর বয়স কত ?"

"আট বৎসর।"

"আর দেরী নয়, এখনই একে অনাথ-আশ্রমে রেখে আসতে হবে।"

"না, জেরম্ তা হবেনা। তুমি অত নিষ্ঠুর হ'য়োনা।"

কিছুক্ষণের জন্য দুজনেই চুপ ক'রে রইল। আমার নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল, আমার জিব যেন কেউ টেনে ধরেছে।

জেরম্ বলল—"তুমি ভেবেছ ওকে আমি বসিয়ে বসিয়ে খাওয়াব? নিজে খোঁড়া হয়েছি, গাইটা ছিল তাও গেছে। এখন নিজে যে কি খাব তারই ঠিক নেই, আবার কিনা একটা পরের ছেলেকে ব'সে ব'সে খাওয়াই!"

"পরের ছেলে কাকে বলছ, ও তো আমারি ছেলে।"

"তোমার ছেলে বই কি? ও গরীবের ঘরে মানুষ হবার ছেলে কিনা? দেখছ না ওর হাত পা। ও-রকম হাত পা বড় লোকের ঘরেই শোভা পায়। তুমি ভেবেছ ও-রকম হাত পা নিয়ে কোনদিন সে খেটে খেতে পারবে"

"কিন্তু ওর নিজের মা বাপ যদি ওকে খুঁজতে আসে?"

"ওর আবার মা বাপ আছে নাকি? তা'হলে এতদিন কি খোঁজ করতে আসত না? সেই আশায়ই তো আমি একে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছিলাম। ভেবেছিলাম মা বাপ খুঁজতে আসলে ওদের কাছ থেকে কিছু আদায় করব।"

"কিন্তু সে আশা তো এখনো যায়নি। হয় তো দেখবে একদিন তার পিতামাতা তাকে খুঁজতে এসেছে।"

"তখন অনাথ-আশ্রম দেখিয়ে দিলেই হবে। আমি কালই আপদটাকে অনাথ-আশ্রমে বিদায় ক'রে দিয়ে আসব।"

তারপর দরজা খোলা ও বন্ধ হবার শব্দ শোনা গেল। বুঝলাম জেরম্ ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। আমি অমনি বিছানায় উঠে ব'সে 'মা', 'মা', ব'লে চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলাম।

মা-বারবেঁরে তাড়াতাড়ি আমার কাছে ছুটে এলেন। আমি তাকে সজোরে দু'হাতে চেপে ধ'রে বলতে লাগলাম—"আমি কখনো অনাথ-আশ্রমে যাব না। তোমরা আমাকে সেখানে পাঠিয়ো না।"

মা-বারবেঁরে আমাকে তার বুকের কাছে টেনে নিয়ে বললেন—

"না, না তোমার কোন ভয় নেই; আমি তোমাকে কখনো সেখানে পাঠাব না।"

তিনি আদর ক'রে আমার গায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করলেন—"তাহলে তুমি সব শুনেছ?"

"হাঁ, আমি সব শুনেছি। কিন্তু আমার কোন দোষ নেই। আমি ঘুমোবার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু আমার কিছুতেই ঘুম এল না।"

"না, তোমার কোন দোষ হয় নি। তুমি যখন শুনেছই তখন তোমার সবই শুনা উচিত। পূর্ব্বেই তোমাকে সব কথা বলা আমার উচিত ছিল। আমার স্বামী তোমাকে প্যারী সহরের একটি রাস্তায় কুড়িয়ে পান। তখন শীতকাল। সে বৎসর আবার শীতও খুব বেশী ক'রে পড়েছিল। আমার স্বামী সকালে কাজে যাচ্ছিলেন। তখনো রাস্তায় অন্ধকার ছিল। হঠাৎ এক জায়গায় এসে তিনি রাস্তার উপর কচি শিশুর কান্না শুনতে পেলেন। সেখানে তখন অন্য কোন লোক ছিল না। তিনি নিকটে গিয়ে দেখেন একটি শিশু রাস্তার উপর প'ড়ে আছে। তার সর্ব্বাঙ্গে গরম কাপড় জড়ানো। ঠিক সেই সময় গাছের আড়াল থেকে একটি লোক দূরে স'রে গেল। তিনি কি করবেন ভাবছেন এমন সময় দু'একটি ক'রে লোক সেখানে আসতে লাগল। তখন ভোর হ'য়ে গেছে। সকলেই তাকে পরামর্শ দিল ছেলেটিকে থানায় নিয়ে যেতে। আমার স্বামী তাদের কথা মত শিশুটিকে থানায় নিয়ে গেলেন। সেখানে থানার লোক আমার স্বামীর নাম, রাস্তার নাম, ও তোমার গায় যে-সব জামা কাপড় ছিল তার তালিকা একটা খাতায় টুকে নিল। এরকম পথে-কুড়িয়ে পাওয়া শিশুদের তারা অনাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তোমার সুন্দর কচি মুখ দেখে তাদেরও কেমন মায়া হ'ল। তাছাড়া তোমার গায় যে জামা কাপড় ছিল, তা দেখে সকলেরই মনে হয়েছিল তুমি কোন বড়লোকের ছেলে। তখন থানার

লোকের কথামত আমার স্বামী তোমাকে বাড়ি নিয়ে এল। সে-সময় আমারও তোমার মত একটি শিশু ছিল। আমি তোমাদের দুজনকেই বুকের দুধ দিয়ে মানুষ করতে লাগলাম। তিনমাস পর হঠাৎ আমার শিশুটি মারা গেল। তখন তুমিই আমার বুক জুড়ে রইলে। তোমাকে বুকে নিয়ে আমি নিজের সন্তানের দুঃখ ভুললাম। আমার স্বামী তোমার পিতামাতার কাছ থেকে অর্থের লোভেই তোমাকে নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু একদিন দুদিন ক'রে তিন মাস কেটে গেলেও যখন কেউ তোমাকে খুঁজতে এল না তখন তিনি স্থির করলেন তোমাকে অনাথ-আশ্রমে বিদায় করে দিবেন। কিন্তু আমি তোমাকে কিছুতেই অনাথ-আশ্রমে পাঠাতে পারলাম না।"

আমি কাতর ভাবে মা-বারবেঁরের দু'হাত ধ'রে ব'লে উঠলাম—"না, না, তোমরা আমাকে সেখানে পাঠিয়ো না।"

তিনি আমার গায় হাত বুলিয়ে সস্নেহে বললেন—"না, কেউ তোমাকে অনাথ-আশ্রমে পাঠাবে না। তোমার কোন ভয় নেই। তুমি এখন ঘুমোও।"

মা-বারবেঁরে আমাকে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। কিন্তু আমার ঘুম এল না। আমি শুয়ে শুয়ে আমার পিতামাতার কথা ভাবতে লাগলাম। তারা এখন কোথায়? তাদের কি আমি কখনো দেখতে পাব? আমার মা কি আমাকে মা-বারবেঁরের মত ভালবাসবেন? মা-বারবেঁরে যে আমার মা নন্ এ কথা মনে করতে আমার কেমন কষ্ট হ'তে লাগল। কিন্তু জেরম্ যে আমার পিতা নয়, এ-কথা জেনে আমার খুবই আনন্দ হ'ল। আমার পিতা কি বেঁচে আছেন? তিনি কি আমাকে ভালবাসবেন?

জেরমের জন্য আমার ভয় হ'তে লাগল। তিনি ফিরে এসে যদি দেখেন আমি তখনো ঘুমোইনি? আমি প্রাণপণে ঘুমোবার চেষ্টা

করতে লাগলাম। অবশেষে নানান্ কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম জানতে পারলাম না।

৩

সকালে ঘুম ভাঙ্গলে প্রথমই আমার মনে পড়ল জেরমের কথা। আমার প্রতি মুহূর্ত্তে ভয় হ'তে লাগল, এখনই হয় তো তার নিকট আমার ডাক পড়বে। আমি তার কাছ থেকে দূরে থাকবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

সমস্ত সকাল কেটে গেল কিন্তু তার নিকট আমার ডাক পড়ল না। ভাবলাম মা-বারবেঁরের কথায় আমাকে আর হয় তো অনাথ-আশ্রমে যেতে হবে না।

কিন্তু ছুপুরে আহার ক'রে উঠতেই আমার ডাক পড়ল। ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। ভয়ে ভয়ে তার নিকটে গেলাম। দেখলাম মা-বারবেঁরেও সেখানে আছেন। তখন আমার একটু ভরসা হ'ল। জেরম্ আমাকে টুপি পরে আসতে বলল। আমি ভয়ে ভয়ে মা-বারবেঁরের মুখের দিকে তাকালাম। তিনি চোখের ইসারায় আমাকে তার কথামত কাজ করতে বললেন। আমি টুপি প'রে আসলে জেরম্ বলল—"চল্, আমার সঙ্গে।" জেরমের যে কী মতলব আমি বুঝতে পারলাম না। মা-বারবেঁরে আমাকে চোখের ইসারায় আশ্বাস দিলেন। তিনি আশ্বাস না দিলেও জেরমের আদেশ অমান্য করবার মত সাহস আমার ছিল না। আমি তার সঙ্গে চললাম।

রাস্তায় এসে সে আগে আগে চলল, আমি তার পিছনে পিছনে চললাম। ছুজনেই নিঃশব্দে চলেছি। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলেছে। এক একবার পিছন ফিরে ফিরে দেখছিল আমি আসছি কিনা। আমার ভয়

হ'তে লাগল। কোথায় আমাকে নিয়ে চললো? অনাথ-আশ্রমে নয় তো? আমি স্থির করলাম পিছন থেকে পালাব। আমি আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম। কিন্তু একটু পিছিয়ে পড়তেই জেরমও দাঁড়িয়ে গেল। আমি কাছে আসলে সে আমার এক হাত শক্ত ক'রে ধরল। আমার আর পালাবার উপায় রইল না। আমি কয়েদির মত তার সঙ্গে সঙ্গে চললাম। রাস্তার লোক হাঁ ক'রে আমাকে দেখতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর জেরম্ একটা সরাইয়ের কাছে এসে থামল। দরজায় একজন লোক দাঁড়িয়ে ছিল। তাকে দেখে মনে হল এ ব্যক্তি সরাইয়ের মালিক। তাদের দুজনে কতক্ষণ ধ'রে কি কথাবার্ত্তা হ'ল। তারপর সরাইয়ের মালিক সরাইয়ের ভিতর ঢুকলে, জেরম্‌ও আমাকে কুকুরের মত টানতে টানতে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল।

জেরম্ ও সরাইওয়ালা ঘরের ভিতর একটা টেবিলের ধারে গিয়ে বসল। আমি একটু দূরে এক কোণে দাঁড়িয়ে রইলাম। সেখানে পাশেই একটা আগুনের কুণ্ড ছিল। তার ধারে একজন লোক বসে আছে দেখতে পেলাম। তার গায় অদ্ভুত ধরণের পোষাক; মুখে লম্বা দাড়ি গোঁফ, মাথায় লম্বা কোঁকড়ান চুল, তার উপর ঝুড়ির মত মস্ত বড় একটা টুপি। টুপির ধারে লাল, নীল, হলদে নানা বর্ণের পালক গোঁজা। গায়ে একটা ভেড়ার চামড়ার লম্বা জামা, সেটা হাঁটু অবধি এসে পড়েছে। জামার হাত দু'টো কাঁধ অবধি ছাঁটা, পায়ে মোটা মোজার উপর লাল, নীল, বেগ্‌নী নানা বর্ণের ফিতে জড়ানো। লোকটির পোষাক যেমনই অদ্ভুত হউক কিন্তু মূর্ত্তি এমনই সৌম্য ও প্রশান্ত যে একবার মুখের দিকে তাকালে চোখ ফিরানো যায় না। গির্জ্জায় সাধু মহাত্মাদের যেরকম ছবি দেখতে পাওয়া যায়, তার মূর্ত্তিও অনেকটা সেই ধরণের। তার পায়ের কাছে আগুনের ধারে তিনটে কুকুর শুয়েছিল। একটা সাদা, একটা কালো ও একটা ধূসর বর্ণের। সাদা কুকুরটার

মাথায় একটা টুপি। টুপিটা ফিতে দিয়ে মাথার সঙ্গে বাঁধা। ধূসর বর্ণের কুকুরটার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। এমন উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ দৃষ্টি আমি অন্য কোন কুকুরে দেখিনি।

আমি অবাক হ'য়ে যখন সেই অদ্ভুত লোকটিকে দেখছি তখন সরাইওয়ালার সঙ্গে জেরমের আমারই সম্বন্ধে কথা হচ্ছিল।

জেরম্ বলল—"আমি ছোঁড়াটাকে নিয়ে থানায় যাব। তাদের কথায়ই তো আমি ছেলেটাকে ঘরে নিয়ে এসেছিলাম। তারা এখন একে পোষবার খরচ দিক্।"

সেই অদ্ভুত লোকটি হঠাৎ তাদের দু'জনের কাছে এসে আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"এ-ছেলেটির সম্বন্ধে কি তোমরা কথা বলছ?"

"জেরম্ বলল—"হাঁ, এরি সম্বন্ধে।"

"এক কাজ কর না, আমাকে এই ছেলেটি দাও না?"

"তুমি ছেলেটিকে নেবে?"

"হাঁ, তুমি তো তাকে নিজের কাছে রাখতে চাও না?"

"এতদিন পুষে, এত বড় ক'রে আজ তোমাকে দিয়ে দেব? দেখ দেখি কেমন সুন্দর ছেলেটি?"

"সুন্দর ব'লেই আমিও ছেলেটিকে নিতে চাচ্ছি। সুন্দর ছেলেরই আমার প্রয়োজন।"

"রিমি, আয়তো বাছা এদিকে।" হঠাৎ তার এই আদরের ডাকে আমার মনে কেমন আতঙ্কের সঞ্চার হ'ল। আমি ভয়ে ভয়ে তার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

সেই বৃদ্ধটি আমাকে তার কাছে বসিয়ে সস্নেহে বললেন—"ভয় নেই, তুমি বস।"

জেরম্ আমার চিবুকে হাত দিয়ে বলল—"দেখ দেখি, কেমন সুন্দর চাঁদপানা মুখখানা।"

"তোমাকে তো পূর্ব্বেই বলেছি সুন্দর বলেই আমি ছেলেটিকে নিতে চাচ্ছি।"

"কেবল কি দেখতেই সুন্দর, এমন কাজের ছেলেও আর একটি খুঁজে পাবে না।"

"তোমার এ-কথা আমি বিশ্বাস করতে পারলাম না। এর হাত পা মোটেই কাজের উপযুক্ত নয়।"

"বল কি ? দেখ দেখি, কেমন শক্ত হাত পা ?"

"এর হাত পা যে শক্ত নয় তা তুমিও জান। এখন কাজের কথায় আসা যাক। আমি বৎসর বৎসর ছেলেটির দরুণ তোমাকে দশটাকা ক'রে দেব। রাজি আছ কিনা বল।"

"দশটাকায় তোমাকে ছেলেটি দিয়ে দেব ?"

"দশটাকা কম নয়। এক বৎসরের টাকা আমি তোমাকে অগ্রিম দিচ্ছি।"

"পঁচিশ টাকার এক পয়সা কমে নয়।"

"পঁচিশ টাকা কেউ তোমাকে দেবে না।"

"এর মা বাপ বড়লোক। তারা খুজতে এলে তাদের কাছ থেকেও তো আমি কিছু পাব ?"

"সে আশা থাকলে একে নিয়ে থানায় যেতে চাইতে না। আর তারা যদি ছেলেটিকে খুঁজতে আসে তাহলে প্রথম তারা তোমার কাছেই আসবে।"

"কিন্তু তার পূর্ব্বেই তুমি যদি তাদের খুঁজে বের কর ?"

"তাহলেও তারা তোমার কাছে আসবে। এখন কত হ'লে তুমি রাজি হবে, বল।"

"আমি তো বলেছি পঁচিশ টাকার কমে হবে না।"

"আচ্ছা, আরো পাঁচটাকা বেশী দিচ্ছি।"

"আরো পাঁচটাকা যদি বেশী দাও তো রাজি আছি।"

"আর একটাকাও নয়।"

"তুমি ছেলেটিকে নিয়ে কি করবে?"

"বিশেষ কিছু নয়। আমার ছেলেপিলে নেই, বুড়ো বয়সে সে আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে।"

"তা সে খুব পারবে। সে খুব হাঁটতে পারে।"

"শুধু হাঁটতে পারলেই হবে না। আমার একটি সার্কাসের দল আছে। তাতে তাকে অভিনয় করতে হবে।"

"তোমার সার্কাসের দল কোথায়?"

সাইনর্ ভিটেলিস্ ও রিমি।

"স্বয়ং সাইনর্ ভিটেলিস্ (বৃদ্ধের নাম) সেই দলের কর্ত্তা। বাকিদের এখনি দেখতে পাবে।" এই ব'লে ভেড়ার চামড়ার কোর্ত্তাটা খুলতেই তার ভিতর থেকে একটা অদ্ভুত ধরণের জন্তু বের হ'য়ে এল। এরকম জন্তু আমি পূর্ব্বে আর কখনো দেখি নি। তার গায় একটা লাল মখ-মলের কোর্ত্তা, তাতে আবার নানা রকমের জরির কাজ করা। হাত

পা ঠিক মানুষেরই মত, মাথাটি ছোট, নাকটা ধনুকের মত উপরের দিকে বাঁকানো, নাকের গর্ত্ত দুটা বড় বড়, ঠোঁট দু'টা হলদে, গায়ের লোম ধূসর বর্ণের। কিন্তু তার চোখের দৃষ্টি কী তীক্ষ্ণ, কী উজ্জ্বল! সর্ব্ব প্রথম সেই দিকেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

জেরম্ নাক মুখ সিঁটকিয়ে ব'লে উঠল—"আরে রাম, এ যে দেখছি একটা বানর।"

এই বানর! আমি অবাক হয়ে জন্তুটার দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমি বানরের নাম পূর্ব্বে শুনেছিলাম, কিন্তু কখনো দেখি নি।

ভিটেলিস্ (বৃদ্ধের নাম) বানরটাকে দেখিয়ে বললেন—"এ হচ্ছে আমার দলের প্রধান অভিনেতা; নাম প্রেটিহার্ট। প্রেটিহার্ট, ভদ্র-লোকদের সেলাম কর।"

বানরটা অমনি ঘাড় কাত ক'রে কপালে হাত ঠেকিয়ে মিলিটারি কায়দায় আমাদের সকলকে সেলাম করল।

তারপর দলের সাদা কুকুরটাকে দেখিয়ে বৃদ্ধ বললেন—"এই যে দেখছেন কুকুরটা, এ একটি রত্ন বিশেষ। লাখ টাকায়ও এর দাম হয় না। এর নাম কাপি। কাপি, তোর বন্ধুদের সঙ্গে ভদ্রলোকদের পরিচয় করিয়ে দে।"

অমনি কুকুরটা একলাফে উঠে দাঁড়াল। প্রথমে সে তার সামনের দু'পা তুলে তার মনিবকে সেলাম করল। তারপর এক একটি পা তুলে তার বন্ধুদের ডাকতে লাগল। অমনি অন্য কুকুর দু'টো একে একে আমাদের কাছে এসে সামনের পা তুলে আমাদের সেলাম করলে।

সাদা কুকুরটাকে দেখিয়ে সাইনর ভিটেলিস্ বললেন—"এ হচ্ছে আমার দলের সর্দ্দার। আমার সব কথাই ও বুঝতে পারে।" কালো কুকুরটাকে দেখিয়ে বললেন—"এটার নাম জারবিনো, বড় বাবু। আর

এই যে ছোট কুকুরটি দেখছেন, ইনি হচ্ছেন মিস্ ডল্সি, ইনি বড় লাজুক। এদের নিয়েই আমি দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াই। কাপি—"

অমনি কুকুরটা তিড়িং করে লাফিয়ে উঠল।

"—ভদ্রলোকদের একবার তোর বিদ্যে দেখিয়ে দে। ঘড়িতে এখন কয়টা বেজেছে বলত?"

অমনি কুকুরটা পিছনের দুপায় দাঁড়িয়ে সামনের একটা পা তার মনিবের কোটের পকেটে ঢুকিয়ে দিল। আমরা অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। একটু পরে সে পকেট থেকে একটি ঘড়ি বার ক'রে ঘড়িটার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। তারপর আমাদের দিকে ফিরে ঘেউ ঘেউ ক'রে তিন ডাক। আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। ঘড়িতে সত্যি সত্যি তখন তিনটে বেজেছে।

ভিটেলিস্ আদর ক'রে তার মাথা চাপড়িয়ে বললেন—"বেশ বলেছিস্। এইবার ডল্সি ঠাকরুণকে তার নাচটা দেখাতে বল।"

আবার কুকুরটা তার মনিবের কোটের পকেটে সামনের একটা পা ঢুকিয়ে দিল। এবার ঘড়ি নয়, পকেট থেকে একটা দড়ি বের হ'য়ে এল। জার্বিনোকে ইসারা ক'রে সে নিজে দড়ির একটা প্রান্ত কামড়িয়ে ধরল ও তাকে অন্য প্রান্তটা কামড়িয়ে ধরতে বলল। তারপর দড়ির দুই প্রান্ত দুজনে কামড়িয়ে ধ'রে দড়িটাকে দোলাতে লাগল। ডল্সি তার উপর দিয়ে লাফাতে লাগল।

ভিটেলিস্ বললেন—"এদের বুদ্ধি দেখে আপনারা অবাক হচ্ছেন। এদের বুদ্ধি আরো বেশী খুলবে যদি আমি একটি ছোট ছেলে পাই। তাকে দিয়ে আমি বোকার অভিনয় করাব। সেই জন্যই আমার এই ছেলেটির প্রয়োজন।" তারপর আমার দিকে তাকিয়ে বল্ল—"কেমন, আমার সঙ্গে যেতে রাজি আছ?"

আমি কি বলব? বৃদ্ধটিকে দেখে আমার খুবই ভাল লেগেছিল।

তার সঙ্গে থাকলে আমি দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে পারব, সে তো আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্য। কিন্তু মা-বারবেঁরে? তাকে ছেড়ে আমি কি ক'রে থাকব? আমি কোন উত্তর না দিয়ে কেঁদে ফেল্লাম।

ভিটেলিস্ আমাকে কাঁদতে দেখে সস্নেহে বললেন—"বেচারা, সব বুঝতে পারছে। কি করবে ঠিক ক'রতে পারছে না। আজ তোমাকে সময় দিলাম। কাল আবার ......"

আমি কাঁদতে কাঁদতে ব'লে উঠলাম—"না, না, আমি আপনার সঙ্গে যাব না। মা-বারবেঁরেকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। আপনি আমাকে তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না।"

হঠাৎ কাপির গর্জ্জনে আমার কান্না থেমে গেল। টেবিলের উপর এক গ্লাস মদ ছিল। বাঁদরটা চুপি চুপি গ্লাস থেকে মদ পান করবার মতলবে যেমন সেদিকে হাত বাড়িয়েছে অমনি কাপি তাকে এক তাড়া দিল। ভিটেলিস্ বাঁদরটার কান ধ'রে চোখ রাঙিয়ে বললেন—"যা, ঐ কোণে গিয়ে ব'সে থাক। একটু নড়বি কি পিঠে লাঠি পড়বে।" বাঁদরটা অমনি সুড় সুড় ক'রে চুপচাপ কোণে গিয়ে ব'সে রইল। কাপিকে আদর ক'রে ভিটেলিস্ বল্‌লেন—"কাপি, তুই বড় ভালো। আয় তোকে একটু আদর করি।" এই ব'লে তিনি তার মুখে দু'তিন বার চুমো খেলেন।

তারপর জেরম্‌কে সম্বোধন ক'রে বৃদ্ধ বললেন—"এস কাজের কথাটা শেষ করে ফেলি। পোনেরো টাকায় রাজি তো?"

"না, কুড়ি টাকার কমে নয়।"

ভিটেলিস্ আমাকে দেখিয়ে বললেন—"একে বাইরে যেতে বল।"

জেরম্ আমাকে ইসারা করতেই আমি ঘর হ'তে বের হ'য়ে গেলাম। পথের ধারে একটা পাথর প'ড়ে ছিল। আমি তার উপর চুপ ক'রে বসে রইলাম।

প্রায় একঘণ্টা পর জেরম্ ঘর হ'তে বের হ'য়ে এল। আমাকে বলল—"চল্, বাড়ি চল্।"

বাড়ি? আমাকে তা হ'লে আর সেই বৃদ্ধটির সঙ্গে যেতে হবে না? আমি আবার মা-বারবেঁরেকে দেখতে পাব? কি আনন্দ! আমার ইচ্ছা হ'ল একবার জেরম্‌কে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু সাহস হ'ল না। দেখলাম জেরমেরও মেজাজটা তেমন ভাল নয়।

পথে আমাদের দু'জনের মধ্যে কোন কথা হ'ল না। বাড়ির কাছাকাছি আসলে জেরম্ হঠাৎ আমার দু'কান শক্ত ক'রে ধ'রে চোখ রাঙিয়ে বললেন—"দেখ, সাবধান ক'রে দিচ্ছি, বাড়ি গিয়ে আজকের কোন কথা তোর মাকে বলতে পারবি নে। যদি আমি টের পাই কোন কথা বলেছিস, তাহ'লে এই লাঠি দিয়ে তোর মাথা গুঁড়ো ক'রব, বুঝেছিস?"

৪

বাড়ি প্রবেশ করতেই মা-বারবেঁরে জেরম্‌কে জিজ্ঞাসা করলেন—"থানায় গিয়ে'ছলে?"

"না।"

"তবে কোথায় গিয়েছিলে? দেরী হ'ল যে?"

"সরাইতে গিয়েছিলেম। সেখানে দু'জন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। তাদের সঙ্গে গল্প ক'রতে ক'রতে দেরী হ'য়ে গেল। কাল আবার তারা যেতে ব'লেছে।"

জেরম্ ভয় দেখালেও মা-বারবেঁরেকে আমি সব কথাই ব'লতাম। কিন্তু সে সমস্তদিন আমাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও চোখের আড়াল ক'রল না। মনে করলাম, কাল কোন এক সময়ে মা-বারবেঁরেকে

সব কথা ব'লব। কিন্তু পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে মা-বারবেঁরেকে বাড়ি দেখতে পেলাম না। এত সকালে তিনি কোথায় গেলেন? আমার কেমন সন্দেহ হ'তে লাগল। আমি এদিক-ওদিক তাঁকে খুঁজতে লাগলাম।

জেরম্ জিজ্ঞাসা ক'রল—"কি খুঁজছিস্?"

"মাকে।"

"তোর মা সহরে গেছেন।"

মা সহরে গেছেন? তিনি তো সে-কথা একবারও আমাকে বলেন নি। আমার আরো বেশী সন্দেহ হ'তে লাগল। বিকেলে আবার আমাদের সরাইয়ে যাবার কথা। মা-বারবেঁরে কি তার পূর্ব্বে বাড়ি ফিরবেন?

আমি আমাদের ঘরের পিছনে ছোট বাগানটিতে চ'লে গেলাম। সেখানে আমি নিজের হাতে কতগুলি গাছ পুঁতেছিলাম। সেগুলিতে আমি প্রতিদিন নিজের হাতে জল দিতাম, তাদের গোড়া খুঁড়ে দিতাম, কোন্ গাছটি কত বড় হ'য়েছে প্রতিদিন কত যত্নের সঙ্গে তা দেখতাম। আজও আমি ঘুরে ঘুরে গাছগুলি দেখছি, এমন সময় জেরমের ডাক আমার কানে এসে পৌছল। আমি তাড়াতাড়ি তার কাছে যেতেই দেখি পূর্ব্বদিনের সেই বৃদ্ধটি দাঁড়িয়ে আছেন।

এবার বুঝতে পারলাম মা-বারবেঁরে কেন এত সকালেই সহরে গেছেন। পাছে তিনি বাড়ি থাকলে গোলমাল করেন, আমাকে ছাড়তে না চান, সেইজন্য জেরম্ সকালেই তাকে সহরে পাঠিয়ে দিয়েছে। হায়, এখন আমাকে কে রক্ষা ক'রবে? জেরমের নিকট দয়া ভিক্ষা করা বৃথা। যদি বৃদ্ধটির মনে কোনরূপ দয়ার উদ্রেক করতে পারি, সেই ভরসায় আমি তার দু'পা জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে কাঁদতে বললাম—

"আপনি আমাকে মা-বারবেঁরের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবেন না। আমি তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারব না।"

বৃদ্ধ আমার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর ক'রতে ক'রতে বললেন—"তোমার কোন ভয় নেই। আমার সঙ্গে গেলে আমি তোমাকে আপন ছেলের মত মানুষ করব। আর আমার এই কুকুরগুলি তুমি দেখছ, এগুলি তোমার সঙ্গী হবে। তখন দু'দিনেই তুমি সকল দুঃখ ভুলে যাবে।"

"না, না আমি মা বারবেঁরেকে ছেড়ে থাকতে পারব না। আপনি দয়া ক'রে........"

জেরম্ আমার দুকান ধ'রে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল—"কী আবদার! উনি মা ছেড়ে থাকতে পারবেন না? চল্, তবে অনাথ-আশ্রমে তোকে রেখে আসি।"

ভিটেলিস্ তাকে বাধা দিয়ে বললেন—"আহা, বেচারার উপর রাগ কর কেন? ছেলেমানুষ, মাকে ছেড়ে যেতে কষ্ট তো হবেই। এস দেনা-পাওনার কাজটা চুকিয়ে ফেলি। এই নাও তোমার টাকা। ছেলেটির জামা কাপড় যা আছে নিয়ে এস।"

জেরম্ টাকা কয়টি গুনে পকেটে ফেলে ঘরে গিয়ে একটা কাপড়ের পুঁটলি নিয়ে এল। ভিটেলিসের হাতে সেটা দিয়ে বলল—"এই নাও জামা কাপড়।"

ভিটেলিস্ পুঁটলিটা হাতে নিয়ে বললেন—"এ যে দেখছি সবই ছেঁড়া।"

"এই সব, আর কিছু নেই।"

"আর কিছু আছে কিনা ছেলেটিকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারব। যাক, আমার আর সময় নেই। এখনই আমাকে রওনা হ'তে হবে।" তারপর আমাকে সম্বোধন ক'রে বললেন—"এসো তো বাছা এদিকে, তোমার নামটি কি বলতো?"

আমি বললাম—"রিমি।"

"রিমি, তোমার কাপড়ের পুঁটলিটা একবার ঘাড়ে তুলে নাও। আমাদের এখনই যাত্রা ক'রতে হবে।"

আমি আর একবার দু'জনেরই পা জড়িয়ে ধরলাম কিন্তু তাদের কারোর আমার প্রতি দয়া হ'ল না। ভিটেলিস্ আমার হাত ধ'রে আমাকে টেনে নিয়ে চললেন।

আমি আমাদের ছোট ঘরটির দিকে তাকিয়ে রইলাম। কতদিনের কত স্মৃতি এর সঙ্গে জড়িত হ'য়ে আছে। আর কি আমি কখনো এখানে ফিরে আসব? মা-বারবেঁরেই বা এখন কোথায়? তিনি কি জানেন আমি তাঁকে চিরদিনের মত ছেড়ে চলেছি? হায়, তাকে যদি আর একটিবারও দেখতে পেতাম! আমি 'মা' 'মা' ব'লে চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলাম। আমার চীৎকার সুদূর আকাশে মিলিয়ে গেল, তার কানে পৌঁছল না।

ভিটেলিস্ আমাকে চল্‌বার জন্য কেবলি তাড়া দিতে লাগলেন। কিন্তু আমার পা কি চল্‌তে চায়? আমি ফিরে ফিরে কেবলি দেখ-ছিলাম মা-বারবেঁরেকে দেখ্‌তে পাই কি না।

পাহাড়ের উপর রাস্তার একটি মোড়ে আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। ভিটেলিস্‌কে বল্লাম—"আমি আর চলতে পারছিনে। এখানে ব'সে কি একটু বিশ্রাম করতে পারি?"

"নিশ্চয়ই। অনেকটা পথ হেঁটেছ, তোমার পা দুটিও বিশেষ বড় নয়। এখানে ব'সে একটু বিশ্রাম ক'রে নাও।"

তিনি আমার হাত ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ইসারায় কাপিকে আমার পাহারায় নিযুক্ত করলেন। বুঝলাম পালাবার চেষ্টা ক'রলেই কাপি আমার পা কামড়িয়ে ধ'রবে। রাস্তার ধারে একটা বড় পাথর প'ড়ে ছিল। আমি তার উপর গিয়ে বসলাম। নীচে সমতল ভূমি, মাঝে মাঝে

গাছপালা, তারি মধ্যে আমাদের ছোট গ্রামটি দেখা যাচ্ছিল। ঐ তো আমাদের ছোট ঘরটি; ঐ তো আমাদের বড় মোরগটা এখনো বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার ছোট বাগানটিও আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু মা-বারবেঁরে কোথায়? তিনি কি এখনো সহর থেকে ফেরেন নি?

হঠাৎ দূরে একটা পরিচিত টুপি দেখতে পেলাম। আমি সেই দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম। মা-বারবেঁরে সহর থেকে ফিরে এসেছেন। তিনি বাড়িতে প্রবেশ করলেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। কাপিও আমার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। কিন্তু তখন সেদিকে আমার দৃষ্টি ছিল না। আমি এক দৃষ্টে মা বারবেঁরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি এঘর-ওঘর ছুটোছুটি করতে লাগলেন। তারপর বাড়ির পিছনে বাগানে এসে কাকে যেন খুঁজতে লাগলেন। আমার বুঝতে বাকি রইল না তিনি কাকে খুঁজছেন। আমি আর থাকতে পারলাম না। পাহাড়ের একেবারে ধারে এসে ঝুঁকে প'ড়ে 'মা' 'মা' বলে চীৎকার ক'রে ডাকতে লাগলাম।

ভিটেলিস্ তাড়াতাড়ি আমার কাছে ছুটে এলেন। ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করলেন—"কি হ'ল তোমার? এমন ক'রে 'মা' 'মা' ক'রে কাকে ডাকছ?"

আমি তার প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে ব্যাকুল দৃষ্টিতে মা-বারবেঁরের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি আমাকে বাড়ির ভিতর কোথাও দেখতে না পেয়ে রাস্তায় ছুটে এলেন। আমি প্রাণপণে চিৎকার ক'রে তাঁকে ডাকতে লাগলাম, কিন্তু অতদূর থেকে তিনি আমার সে-ডাক শুনতে পেলেন না।

এতক্ষণ পর ভিটেলিস্ আমার এই 'মা' 'মা' চিৎকারের কারণ বুঝতে পারলেন। আমার দিকে করুণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজের মনে আস্তে আস্তে বললেন—"বেচারা!"

আমি আর একবার তাঁর জুপা জড়িয়ে ধ'রে কাতরস্বরে বললাম—"আমাকে আপনি মা-বারবেঁরের কাছ থেকে কেড়ে নেবেন না। আমাকে তাঁর কাছে যেতে দিন।"

তিনি কোন কথা না ব'লে আমার হাত ধ'রে বললেন—"চল, তোমার বিশ্রাম হয়েছে। এখনো আমাদের অনেক দূর যেতে হবে।"

আমরা আবার চলতে লাগলাম। আমি পিছন ফিরে ফিরে মা-বারবেঁরেকে দেখতে লাগলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ আর তাকে দেখা গেল না। পাহাড়ের একটা মোড় ফিরতেই তিনি অদৃশ্য হ'য়ে গেলেন।

৫

ভিটেলিসের সঙ্গে আমার প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ। তিনি আমাকে টাকা দিয়ে কিনেছেন অথচ আমার প্রতি তার কি অসীম স্নেহ। পথে চ'লতে চ'লতে প্রতিদিনই তাঁর স্নেহের পরিচয় পেতে লাগলাম। বাড়ির কথা, মা-বারবেঁরের কথা মনে ক'রে আমি চলতে চলতে একবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছিলাম। তা' শুনে তিনি বললেন—"তোমার মনের কষ্ট আমি বুঝতে পারি কিন্তু তুমি দু'দিনেই বুঝতে পারবে আমার সঙ্গে এসে ভুল করনি। তারা তোমার আপন লোক নন। মা-বারবেঁরে তোমাকে ভালবাসেন, মার মতই ভালবাসেন কিন্তু তার স্বামী? সে তো তোমাকে একটুও ভালোবাসে না। আজ না হোক, দু'দিন পরে হ'লেও সে তোমাকে অনাথ-আশ্রমে বিদায় করে দিত। সেখানে তোমাকে কত কষ্ট পেতে হ'ত। মা-বারবেঁরে কি তোমার সে কষ্ট দূর করতে পারতেন?"

জেরম্ যে আমাকে একটুও ভালবাসেনা তা আমি খুবই জানি। আমিও তাকে একটুও ভালবাসিনে। তাকে ছেড়ে আসায় আমার মনে একটুও কষ্ট হয়নি। কিন্তু মা-বারবেঁরে? তাকে যে আমি আর দেখতে পাব না! এ-কষ্ট আমি কি করে ভুলব?

এই প্রথম আমি ঘর ছেড়ে বের হয়েছি। ঘরের বাইরে পৃথিবীটা কেমন সে-সম্বন্ধে আমার কোন জ্ঞানই ছিল না। আমি মনে করতাম বাইরের পৃথিবীটা না জানি কত সুন্দর! আমি নিজের মনে তার কত সুন্দর ছবি এঁকেছি কিন্তু আজ সে-সব কোথায় গেল? আমার কল্পনার সে-সুন্দর পৃথিবী আজ কোথায়? চারিদিকে কেবলি একঘেয়ে পাহাড়; তাও বৃক্ষহীন, শুষ্ক, নীরস।

ভিটেলিস্ এক মনে হেঁটে চলেছেন। বাঁদরটা তার ঘাড়ে, আমি তার পিছনে, কুকুর তিনটে আমার পিছনে। কুকুর তিনটেকে তিনি মাঝে মাঝে কি বলছিলেন। দেখলাম কুকুর তিনটে তাঁর সব কথাই বুঝতে পারে। আমি এই প্রথম ঘর হ'তে বের হ'য়েছি। একসঙ্গে এতটা পথ আমি আর কখনো চলি নি। আমাকে শ্রান্ত দেখে ভিটেলিস্ বললেন—"তোমার পায়ে কাঠের জুতো, তাই তোমার চলতে কষ্ট হচ্ছে। উসেলে গিয়ে আমি তোমাকে একজোড়া ভালো চামড়ার জুতো কিনে দেব।"

চামড়ার জুতো? কতদিন থেকে আমার চামড়ার জুতো পরবার ইচ্ছে। এতদিন পর কি আমার সে ইচ্ছে পূর্ণ হবে? মনের আনন্দ গোপন রাখতে না পেরে আমি তাড়াতাড়ি ভিটেলিস্কে জিজ্ঞাসা কর্‌লাম—"উসেল্ কি অনেক দূরে?"

তিনি আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে হেসে বললেন—"না বেশী দূরে নয়। সেখানে গিয়ে আমি তোমাকে নূতন জামা, টুপি ও একটা পেণ্টও কিনে দেব?"

কী আনন্দ! হায় মা-বারবেঁরে আজ তুমি কোথায়? আমার নূতন জুতো, জামা, টুপি প্রভৃতি দেখলে আজ তুমি কত খুসী হ'তে।

* * * *

এতদিন আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল। কিন্তু আজ ঘুম থেকে উঠেই দেখি মেঘে আকাশ ছেয়ে গেছে। রাস্তায় কিছুক্ষণ চলার পরই দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। ভিটেলিসের গায় একটা ভেড়ার চামড়ার মোটা জামা ছিল। কিন্তু আমার বা কুকুর তিনটের গায় সে-রকম কিছুই ছিল না। বাঁদরটা দু'এক ফোঁটা বৃষ্টি পড়তেই ভিটেলিসের জামার নীচে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই বেশ জোরে বৃষ্টি আরম্ভ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে জোরে হাওয়াও বইতে লাগল। আমাদের পথ-চলতে খুবই কষ্ট হতে লাগল। ভিটেলিস্ বললেন—"আজ আর বেশী দূর চলা যাবেনা। প্রথমে যে-গ্রামে পৌছব সেখানেই বিশ্রাম করব।"

গ্রাম বেশী দূরে ছিল না। গ্রামে পৌঁছে ভিটেলিস্ খোঁজ নিয়ে জান্‌লেন সেখানে কোন সরাই নেই। গ্রামের লোকেও আমাদের চেহারা দেখে আশ্রয় দিতে চাইলনা। উসেল্ এখনো অনেক দূরে। এতটা পথ কি আমাদের এই ঠাণ্ডায় ও বৃষ্টিতে ভিজে ভিজেই চলতে হবে?

এদিকে সন্ধ্যাও হয়ে এসেছে। যেরূপেই হউক, আজ আমাদের উসেলে পৌঁছতে হবে। বৃষ্টিতে ভিজে চ'লতে চ'লতে আমাদের ছোট ঘরটির কথা বারবার আমার মনে পড়তে লাগল। এমন বৃষ্টির দিনে বিছানায় শুয়ে শুয়ে মা-বারবেঁরের মুখে কত গল্প শুনতাম। হায়, সেদিন কি আর কখনো ফিরে আসবে?

একজন কৃষক দয়া ক'রে তার গোয়াল-ঘরের একপাশে আমাদের থাকতে না দিলে সেদিন আমাদের সমস্ত রাত্রিই বৃষ্টিতে ভিজতে হ'ত। আমরা পোঁটলা পুঁটলি নামিয়ে বিশ্রামের জন্য ঘরের মধ্যে বসলাম। ভিটেলিস্ তার পোঁটলার ভিতর হ'তে মস্ত বড় দুটো রুটি বের করলেন। একটা রুটি আমরা দু'জনে ভাগ ক'রে খেলাম। অন্যটা কুকুর তিনটে ও বাঁদরটাকে ভাগ ক'রে খেতে দিলেন। আমাদের খাওয়া হ'লে মাটির উপরেই খড় বিছিয়ে শু'য়ে পড়লাম। কিন্তু আমার ঘুম এলনা। আমার গায়ের জামা কাপড় সবই বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। আমি ঠাণ্ডায় ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগলাম।

ভিটেলিস্ আমাকে ঠাণ্ডায় কাঁপতে দেখে তার পুঁটলির ভিতর থেকে একটা মোটা জামা বের ক'রে আমার গায় চাপা দিয়ে বললেন— "আর ঠাণ্ডা লাগবেনা, এবার ঘুমোও।"

ভিটেলিসের একটু পরেই নাক ডাকতে আরম্ভ হ'ল। কুকুর তিনটে ও বাঁদরটা ঘুমিয়ে পড়েছে। কিন্তু আমার চোখে ঘুম নেই। অন্ধকারে চোখ বুজে আমি আমার অদৃষ্টের কথা ভাবতে লাগলাম। হায়, এই ভাবেই কি আমার সমস্ত জীবন কাটবে? ঘর নেই, বাড়ী নেই, আপনার লোক কেউ নেই, ক্ষিধের সময় এক টুকরা রুটি ভিন্ন কিছু খেতে পাবনা, রাত্রিতে গাছের তলায়, গোয়াল ঘরে ঘুমোতে হবে! ঝর ঝর ক'রে আমার দু'চোখ বেয়ে জল পড়তে লাগল।

হঠাৎ আমার মুখের উপর কার নাকের গরম নিঃশ্বাস অনুভব করলাম। একটা ভিজে নরম জিনিস আমার গাল চেটে দিতে লাগল। অন্ধকারে হাত বাড়াতেই কাপির লম্বা লোম আমার হাতে ঠেকল। এযে কাপি! আমার কান্না শু'নে সে উঠে এসে আমাকে সান্ত্বনা দিতে এসেছে! আমি দু'হাতে তার গলা জড়িয়ে ধরলাম। আদর ক'রে তার মুখে ঘন ঘন চুমো খেতে লাগলাম। সেও কুঁই কুঁই ক'রে তার

নাক মুখ আমার গায় ঘ'সে দিতে লাগল। বেচারা কথা বলতে পারে না। কিন্তু তার মনের কথা বুঝতে আমার দেরি হ'লনা। আমি আজ আর একা নই। কাপি আজ আমার বন্ধু! তবে আর আমার কিসের ভয়, কিসের দুঃখ? কাপিকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

৬

পরদিন খুব সকালেই আমাদের ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমরা পোঁটলা পুঁটলি বেঁধে তখনই বের হ'য়ে পড়লাম। তখন আর বৃষ্টি ছিল না। আকাশও বেশ পরিষ্কার। কুকুর তিনটে মনের আনন্দে আগে আগে ছুটে চলেছে। কাপি আজ চ'লতে চ'লতে বারবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। তার মনের ভাব আমি বুঝতে পারলাম। সে ব'লতে চায়, আজ সে আর আমার প্রহরী নয়। আজ সে আমার বন্ধু!

আমি জুতোর কথা ভুলি নি। সহরে পৌছেই আমি জুতোর খোঁজে রাস্তার দু'ধারে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। ভিটেলিস্ একটা দোকানের কাছে এসে থামল। আমি তাকিয়ে দেখলাম সেটা একটা খাপ্রার ঘর। দরজায় একটা ভাঙ্গা বন্দুক, কয়েকটা পুরানো ল্যাম্প, কয়েকটা মরচে-ধরা তালা ঝুলছে। এই কি জুতোর দোকান? চামড়ার জুতো এমন দোকানে পাওয়া যাবে? ভিটেলিস্ আমাকে নিয়ে দোকানে প্রবেশ করলেন। ঘরে একজন লোক একটা ভাঙ্গা চেয়ারের উপরে বসেছিল। আমরা ঘরে ঢুকতেই সে-ব্যক্তি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ও কি চাই জিজ্ঞাসা করল। ভিটেলিস্ জুতোর কথা বলতেই সে কয়েক জোড়া জুতো আমার সামনে এনে রাখল। এতগুলি চমড়ার নূতন জুতো একসঙ্গে আমি

আর কখনো দেখিনি। আমি অবাক হয়ে জুতোগুলির দিকে তাকিয়ে রইলাম। ভিটেলিস্ তার ভিতর থেকে এক জোড়া জুতো বেছে আমাকে পরতে দিলেন। তারপর সেই দোকান হ'তে আমার জন্য একটা সাটিনের জামা, একটা পেন্‌টুলুন্ ও একটা টুপিও কিনলেন। আমার ইচ্ছে তখনি সেগুলি প'রে আমি রাস্তায় বের হই। কিন্তু ভয়ে ভিটেলিস্‌কে সে-কথা বলতে পারলেম না। সেগুলি তিনি তাঁর পোঁটলায় ভরে নিলেন।

ভিটেলিস্ দোকান থেকে বরাবর একটা সরাইয়ে গেলেন। সেখানে পোঁটলা পুঁটলি রেখে প্রথমেই থলের ভিতর থেকে তিনি মস্ত বড় একটা কাঁচি বের করলেন। এখন কাঁচি দিয়ে তিনি কি করবেন বুঝতে পারলেম না। আমাকে বললেন তার পুঁটলির ভিতর থেকে নূতন পেনটুলুনটা বের ক'রে এনে দিতে। আমি তার হাতে পেনটুলুনটা তুলে দিতেই, তিনি তার কাঁচিটা নূতন পেনটুলুনটার উপর চালিয়ে দিলেন। আমি কিছু বলবার পূর্ব্বেই ক্যাঁচ ক্যাঁচ ক'রে তিনি নূতন পেনটুলুনের দুটো পায়ের প্রায় অর্দ্ধেক কেটে ফেললেন। আমি আবাক হ'য়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তিনি আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বললেন—"তুমি আমার কাজ দেখে অবাক হচ্ছ, না? এখনই আমার এই অদ্ভুত কাজের কারণ জানতে পারবে। আমরা এখন আছি ফরাশী দেশে, কিন্তু তোমাকে সাজতে হবে ইটালী দেশের ছেলে। ইটালি দেশের ছোটো ছেলেরা খাটো পেনটুলুন পরে। সেই জন্য তোমার নূতন পেনটুলুনটা কেটে খাটো ক'রতে হ'ল।"

আমাকে সেই পেনটুলুনটা পরিয়ে দিয়ে, ভিটেলিস্ নিজের হাতে পায়ের খালি-অংশ লাল, নীল, হলদে রঙ্গের ফিতায় জড়িয়ে দিলেন; টুপিতে কতগুলি রঙিন্ পালকও গুঁজে দিলেন। আমার এই অদ্ভুত পোষাক দেখে রাস্তার লোক আমার দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে রইল।

আমার সং সাজা হ'য়ে গেলে ভিটেলিস্ বললেন—"কাল এখানকার হাট। সেখানে কাল তোমাকে প্রথম অভিনয়ে দাঁড়াতে হবে।"

অভিনয়ের কথা শুনে ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। আমি ভয়ে ভয়ে ভিটেলিস্‌কে বললাম—"আমি পূর্ব্বে কখনো অভিনয় করিনি।"

ভিটেলিস্ বললেন—"তা আমি জানি। তোমাকে আমি শিখিয়ে নেব ; তোমার কোনো ভয় নেই। কুকুরগুলিও আমার কাছেই তাদের কসরৎ শিখেছে। কুকুরগুলি যদি শিখতে পারে, তুমি পারবে না? এস, এখন তোমাকে একটু অভ্যাস করতে হবে। আমার অভিনয়ের বিষয় "মিঃ প্রেটিহার্টের (বাঁদরটার নাম) ভৃত্য নির্ব্বাচন"। মিঃ প্রেটিহার্ট অনেক দিন সৈনিক বিভাগে বড়ো সাহেবের কাজে নিযুক্ত ছিলেন। তার পুরাতন ভৃত্য কাপি বৃদ্ধ হওয়ায় কাজের অযোগ্য হয়ে পড়েছে ; এখন তার একটি নূতন ভৃত্যের প্রয়োজন। কাপি অনেক খুঁজে খুঁজে অবশেষে একটি মানব-শিশুকে ভৃত্য ঠিক করেছে ; তার নাম রিমি।"

আমি অবাক হয়ে বল্লাম—"আমি প্রেটিহার্টের ভৃত্য?"

ভিটেলিস্ বললেন—"হাঁ। তোমাকে এইমাত্র কাপি গ্রাম থেকে ধ'রে এনেছে। তোমাকে দেখেই তোমার নূতন মনিব জেনারেল্-সাহেব বুঝতে পারলেন তুমি নিতান্তই একটি গেঁয়ো ভূত, একটি আকাট মূর্খ।"

আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"আমি কি এমনই মূর্খ?"

"তুমি মূর্খ কি বুদ্ধিমান এখনই বুঝতে পারব। তুমি যদি সত্যি সত্যি অভিনয়ে বোকা সাজতে পার, তা'হলেই বুঝব তোমার বুদ্ধি আছে। তুমি আসতেই প্রথমেই জেনারেল্-সাহেব তোমাকে আহারের টেবিল সাজাতে আদেশ করলেন। যাও, তোমাকে এখন টেবিল সাজাতে হবে।"

আমি কোনোদিন আহারের টেবিল সাজাইনি। কি ক'রে টেবিল

সাজাতে হয় তা আমি কোনোদিন দেখিওনি। আমি ছুরি, কাঁটা, চামচ প্রভৃতি হাতে নিয়ে টেবিলের ধারে গিয়ে হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম।

হঠাৎ ভিটেলিসের উচ্চ হাসিতে আমি চমকে উঠলাম। আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে সেইদিকে তাকাতেই তিনি অতিশয় উৎসাহের সঙ্গে হাততালি দিয়ে ব'লে উঠলেন—"ঠিক হয়েছে. ঠিক হয়েছে। অভিনয়ের সময় এমনি তোমাকে বোকার মতো হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। তাহ'লেই সকলে বুঝবে তুমি একটি আস্ত গেঁয়ো ভূত।"

কাল প্রথম আমাকে অভিনয়ে দাঁড়াতে হবে। সে ভাবনায় আমার সমস্ত রাত্রি ঘুম হ'ল না। যদি আমার অভিনয় ভালো না হয় তাহ'লে ভিটেলিস্ কি মনে করবেন? হাটের লোকেরাই বা কি বলবে? সমস্ত রাত্রি শুয়ে শুয়ে আমি কেবল একথাই ভাবতে লাগলাম।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠেই ভিটেলিস্ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন। হাটে গিয়ে অভিনয়ের জন্য প্রথম আমাদের একটি জায়গা দেখে নিতে হবে। আমাদের দলটি বিশেষ বড় নয়। আমরা ছয়টি মাত্র প্রাণী—তিনটি কুকুর, একটি বাঁদর, আমি ও ভিটেলিস্। কিন্তু আমরা পরস্পরে এমনভাবে দূরত্বের ব্যবধান রেখে চলতে লাগলাম, যে দেখে মনে হ'তে লাগল আমাদের দলটি যেন কত বড়। আমাদের দেখবার জন্য দেখতে দেখতে রাস্তায় ভিড় জমে গেল। ভিটেলিস্ সকলের আগে। তার দীর্ঘ উন্নত দেহ সকলের মাথা ছাড়িয়ে উপরে উঠেছে। তাঁর হাতে বাঁশী। তিনি বাঁশীর সুরে তালে তালে পা ফেলে চলেছেন। তাঁর পিছনে কাপি। কাপির পিঠে বাঁদরটা। বাঁদরটার পোষাকেরই বা আজ কি বাহার! পরণে একটা লাল সাটিনের পেনটুলুন, গায়ে একটা জরির জমকালো কোট, মাথায় মিলিটারি হ্যাট্। বাঁদরটার পিছনে জারবিনো ও ডল্সি; আমি সকলের পশ্চাতে। ক্রমশই আমাদের

চারিদিকে ভিড় বাড়তে লাগল। হাটের কাছাকাছি আসলে, আমাদের চারিদিকে এত লোক জমে গেল, যে ভিটেলিস্ আর বেশী দূর অগ্রসর না হ'য়ে, সেখানেই একটি জায়গা দেখে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হবেন স্থির করলেন।

জায়গা ঠিক হ'য়ে গেলে ভিটেলিস্ তার চারিদিকে দড়ির বেড়া দিয়ে অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হলেন।

অভিনয়ের প্রথম অংশে কুকুর তিনটের খেলা। ভিটেলিস্ দড়ির বেড়ার মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। তার হাতে বাঁশী। তিনি বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করতেই কুকুর তিনটে বাঁশীর তালে তালে পা ফেলে নাচতে আরম্ভ করল। কুকুর তিনটের অদ্ভুত নৃত্য দেখে চারিদিকে হাসির রোল প'ড়ে গেল। কিন্তু আমি তখন নিজের কথা ভেবেই অস্থির। একটু পরেই তো আমাকে সকলের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে?

হঠাৎ ভিটেলিসের বাঁশী থেমে গেল। কুকুর তিনটের নাচও বন্ধ হ'ল। আমার ভয় হ'তে লাগল, এখনি তো আমার ডাক পড়বে! আমি ভয়ে ভয়ে ভিটেলিসের মুখের দিকে তাকালাম। ভিটেলিস্ থলির ভিতর থেকে একটা পিতলের বাটি বের ক'রে কাপির সম্মুখে ফেলে দিল। কাপি অমনি সেই বাটিটা কামড়ে ধ'রে দর্শকদের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দর্শকগণ সেই বাটিতে পয়সা, আনি, দুয়ানি, সিকি, প্রভৃতি ফেলে দিতে লাগল। যে কিছু না দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কাপি তার পকেটে পা ঢুকিয়ে দিয়ে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ ক'রে ডাকতে লাগল। তখন জনতার মধ্যে কি হাসি! তখন তাদের বাটির মধ্যে কিছু-না-কিছু ফেলে দিতে হ'ল। সকলের কাছ থেকে যখন সে ঘুরে ফিরে এল, তখন দেখা গেল বাটিটা আনি, দুয়ানি, সিকিতে প্রায় ভ'রে গেছে। ভিটেলিস্ কাপিকে আদর ক'রে বাটিটা তার মুখ থেকে নিয়ে থলির ভিতর রেখে দিলেন।

এবার আমার পালা। ভিটেলিস্ ইঙ্গিতে আমাকে প্রস্তুত হ'তে ব'লে বাঁশী রেখে বেহালা ধরলেন।

অভিনয় আরম্ভ হবার পূর্ব্বে ভিটেলিস্ তার বেহালার ছড়টা এক হাতে তুলে ধ'রে দর্শকমণ্ডলীকে সম্বোধন ক'রে বললেন—"ভদ্রমহোদয়গণ! এবার আমার দলের অভিনয় আরম্ভ হবে। অভিনয়ের বিষয় "মিঃ প্রেটিহার্টের ভৃত্য নির্ব্বাচন।" আপনাদের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, আপনারা ধৈর্য্যের সঙ্গে অভিনয়টি শেষ পর্য্যন্ত দর্শন করুন। আমি আমার নিজের দলের আর কি প্রশংসা করব! আপনারা নিজের চোখে দেখে ইহার বিচার করুন।"

তারপর অভিনয় আরম্ভ হ'ল। সঙ্গে সঙ্গে ভিটেলিস্ অভিনয়ের অংশ দর্শকদের বুঝিয়ে দিতে লাগলেন। কারণ অভিনয়ের প্রধান দু-ব্যক্তিই—মিঃ প্রেটিহার্ট ও কাপি—বোবা, আমি কথা বলতে পারলেও ভয়ে আমার মুখ প্রায় বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিল।

সাজপোষাকে সজ্জিত হ'য়ে অভিনয়-স্থলে প্রথম আস্‌ল মিঃ প্রেটিহার্ট। ভিটেলিস্ দর্শকদের সম্বোধন ক'রে বললেন—"ইনি পূর্ব্বে সৈনিক-বিভাগের একজন বড় সাহেব ছিলেন। অনেক বড় বড় যুদ্ধে জয় লাভ ক'রে অনেক সম্মান ও উপাধি লাভ করেছেন। পূর্ব্বে তার ভৃত্য ছিল কাপি, কিন্তু পদমর্য্যাদা বৃদ্ধি হওয়ায় জেনারেল-সাহেবের এখন একটি মানব-ভৃত্যের প্রয়োজন। তিনি পুরাতন ভৃত্য কাপিকে মানব-ভৃত্যের খোঁজে পাঠিয়েছেন।"

ভিটেলিসের বক্তৃতা শেষ হ'তেই জেনারেল-সাহেব দুপকেটে হাত পুরে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে দড়ির ঘেরের ভিতর গম্ভীরভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। কিন্তু তার নূতন ভৃত্য যে আর আসে না? জেনারেল-সাহেব উৎকণ্ঠিতভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। এক একবার সিগারেটের ধোঁয়া দর্শকদের মুখে ফুঁকে দিতে

লাগলেন। তখন সকলের কী হাসি! জেনারেল-সাহেবের মেজাজ ক্রমশই চড়তে লাগল। এত দেরী? একটা সামান্য চাকরের জন্য তাকে কতক্ষণ বসে থাকতে হবে? তিনি রাগে কটমট ক'রে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগলেন। রাগে এক একবার মাটিতে পা ঠুকতে লাগলেন। এমন সময় নূতন ভৃত্য রিমি অভিনয়স্থলে প্রবেশ করল; সঙ্গে কাপি। কাপি নূতন ভৃত্যকে জেনারেল-সাহেবের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। কিন্তু জেনারেল্-সাহেব তার নূতন ভৃত্যের দিকে একবার দৃষ্টিপাত ক'রেই এমন হতাশভাবে হাত পা ছুঁড়তে লাগলেন যে, দেখে দর্শকদের বুঝতে বাকি রইল না, নূতন ভৃত্য জেনারেল-সাহেবের মোটেই পছন্দ হয়নি। আমার মুখের কাছে মুখ এনে জেনারেল-সাহেব দুহাতে আমার ঠোঁট উল্টিয়ে, নাক মুচড়িয়ে, চোখের পাতা টেনে এমন বিচিত্র ভঙ্গীতে আমাকে দেখতে লাগলেন যে দর্শকমণ্ডলী হাসতে হাসতে মাটিতে গড়াগড়ি দিতে লাগল। অবশেষে জেনারেল-সাহেব নিতান্ত দয়া ক'রেই যেন আমাকে ভৃত্যের কাজে নিযুক্ত করতে রাজি হলেন। নিকটেই টেবিলের উপর নানাবিধ খাবার সাজানো ছিল। জেনারেল্ সাহেব চোখের ইঙ্গিতে আমাকে টেবিলে ব'সে আহার করতে আদেশ করলেন। এই স্থানে ভিটেলিস্ দর্শকদের ব'লে দিলেন—"জেনারেল-সাহেব মনে করেছেন কিছু খাবার পেটে পড়লে তার নূতন ভৃত্যের হয় তো বুদ্ধি একটু খুলবে।" আমি টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছুরি, কাঁটা, চামচ টেবিলের উপর সাজানো রয়েছে; কাপি একটা ঝাড়ণ টেবিলের উপর এনে রেখে দিয়ে গেল। আমি টেবিলের সামনে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলাম। সকলের বুঝতে বাকি রইল না, আমি কোনো জন্মেও টেবিলে বসে খাইনি। ঝাড়ণ? ওটা দিয়ে আবার কি হবে? সামনের একটা চেয়ারে বসে সেটা তুলে নিয়ে আমি ভয়ে ভয়ে গলায় পেঁচাতে লাগলাম।

জেনারেল-সাহেবের তখন কী হাসি! আমি অপ্রস্তুত হ'য়ে তাড়াতাড়ি ঝাড়ণটা গলা থেকে খুলে টেবিলের উপর রেখে দিলাম। জেনারেল-সাহেব ও কাপি একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাইত! হঠাৎ আমার মাথায় এক বুদ্ধি আসল। আমি তাড়াতাড়ি ঝাড়ণটা দিয়ে নাক ঝাড়তে লাগলাম। এবার জেনারেল-সাহেব হাসতে হাসতে চেয়ার থেকে মাটিতে প'ড়ে গড়াগড়ি দিতে লাগলেন। আমি কি করব ভাবছি, এমন সময় জেনারেল-সাহেব নিজে এসে চেয়ার টেনে টেবিলের সামনে বসলেন। আমার হাত হ'তে ঝাড়ণটা কেড়ে নিয়ে নিজের দুইহাটুর উপর পরিপাটির সঙ্গে সেটা পেতে ছুরি, কাঁটা, চামচ দিয়ে দুহাতে কপাকপ খেতে আরম্ভ করলেন। তখন সকলের কি হাসি! কি হাততালি! আমি বোকার মত হাঁ করে তাকিয়ে জেনারেল-সাহেবের খাওয়া দেখতে লাগলাম। খাওয়া হ'য়ে গেলে জেনারেল-সাহেব যখন একটা খড়কে দিয়ে বিচিত্র মুখভঙ্গীতে দাঁত খোঁচাতে আরম্ভ করলেন তখন চারিদিকে হাসির রোল পড়ে গেল। সে-দিনের মত অভিনয় শেষ হ'ল। ভিটেলিস্ পয়সা, সিকি, আধুলি, দুয়ানিতে পকেট পূর্ণ করে হোটেলে ফিরে এলেন।

৭

তিনদিন অভিনয়ের পর আমরা উসেল্ ত্যাগ ক'রে আবার রাস্তায় বের হ'লাম। কোথায় চলেছি জানি না। একদিন ভিটেলিস্‌কে সাহস ক'রে সে কথা জিজ্ঞাসা করলাম। এখন আর আমি ভিটেলিস্‌কে পূর্ব্বের মত ভয় করি নে।

আমার প্রশ্ন শুনে ভিটেলিস্ বল্‌লেন—"কোথায় যাচ্ছি বললেও কি তুমি বুঝতে পারবে? এখন কোথায় আছি বলত?"

জন্য প্রস্তুত হয়েছি, এমন সময় লাল-পাগড়ি-পরা এক কনেষ্টবল এসে হাজির। সে আমাদের পোঁটলা পুঁটলি তুলে সে জায়গা ছেড়ে চলে যেতে আদেশ করল। আমি ভাবলাম এখনি বুঝি আমাদের উঠতে হবে। কিন্তু ভিটেলিসের অভিপ্রায় দেখলাম অন্যরূপ। তিনি অতিমাত্র বিনয়ের সঙ্গে কনেষ্টবলকে সেলাম ঠুকে হাত জোড় ক'রে বললেন—"হুজুরের কি আদেশ? আমাদের এ জায়গা ছাড়তে হবে? উপর-ওয়ালার আদেশটা কি একবার দেখতে পারি?"

পাহারাওয়ালা এইবার একটু গলা চড়িয়ে বলল—"এখনি তোমাদের এ জায়গা থেকে উঠতে হবে, নতুবা তোমাদের থানায় ধরে নিয়ে যাবো।"

ভিটেলিস্ তেমনি বিনয়ের সঙ্গে বারবার সেলাম ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগলেন—"হুজুর রাগ করেন কেন? আমরা কি হুজুরের কথা অমান্য করতে পারি? উপরওয়ালার আদেশটা একবার দেখালেই আমরা এ জায়গা ছেড়ে চলে যাব।"

পাহারাওয়ালা দেখলে এ সহজ পাত্র নয়। পুলিশের চোখরাঙ্গানিতে ভয় পাবার মত লোক ভিটেলিস্ নন। কাজেই সেদিনের মত কনেষ্টবল-সাহেব আর বিশেষ বকাবকি না ক'রে আস্তে আস্তে প্রস্থান করল। ভিটেলিস্ পিছন ফিরে বিদ্রূপের ভঙ্গীতে তাকে বারবার সেলাম ঠুকতে লাগলেন।

পরদিন সকালে আমরা আবার অভিনয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছি, এমন সময় পূর্ব্বদিনের সেই পাহারাওয়ালা এসে উপস্থিত। দড়ির বেড়া ডিঙ্গিয়ে একেবারে ভিটেলিসের কাছে এসে ধমক দিয়ে বলল—"তোমার কুকুরের মুখ খোলা কেন?

ভিটেলিস্ তেমনি অতিমাত্র বিনয়ের সহিত বিস্ময়ের ভান ক'রে বললেন—"আমার কুকুরদের মুখ বন্ধ করতে হবে?"

"হাঁ, জাননা কুকুরদের মুখ খুলে রাস্তায় চলা বেআইনি।"

যারা অভিনয় দেখতে এসেছিল তারা সকলেই পুলিশের উপর চটে গেল।

ভিটেলিস্ তাদের একটু শান্ত হ'তে ব'লে কনেষ্টবল-সাহেবকে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগলেন—"আমার এই কুকুরদের মুখ বন্ধ করতে হবে? হুজুর, আমার এই কাপি কুকুরটা যে কত বড় ডাক্তার তা তো আপনি জানেন না? মুখ বন্ধ করলে কাপি কিরূপে ডাক্তারী করবে? আপনিই বলুন?"

ভিটেলিসের বিদ্রূপ বাক্যে দর্শকদল খুবই আমোদ উপভোগ করতে লাগল। এইবার তিনি দর্শকদের দিকে ফিরে বলতে লাগলেন—"আমার কাপি কুকুরটি একজন ডাক্তার, আর এই যে ডল্‌সি ঠাকরুণকে দেখছেন ইনি হচ্ছেন একজন নার্স। আপনারা তো জানেন তেতো ঔষধ খাওয়াবার সময় রোগীদের কত মিষ্টি কথায় ভুলাতে হয়। আপনারাই বিচার ক'রে বলুন,—ডলসি ঠাকরুণের মুখ বন্ধ করলে তিনি কিরূপে রোগীদের তেতো ঔষধ খাওয়াবেন?"

ভিটেলিসের কথায় দর্শকদল হো হো ক'রে হেসে উঠল। দর্শকদের আনন্দ দেখে বাঁদরটাও পিছন ফিরে নানারকম বিচিত্র মুখভঙ্গীতে পাহারাওয়ালাকে ভেঙচাতে লাগল। তা দেখে দর্শকদলের মধ্যে আরো বেশী হাসির রোল পড়ে গেল।

পাহারাওয়ালা হঠাৎ এত হাসির কারণ বুঝতে না পেরে পিছন ফিরতেই বাঁদরটাকে দেখতে পেল। বাঁদরটার মুখভঙ্গী দেখে রাগে পাহারাওয়ালার দুচোখ লাল হয়ে উঠল। সে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কট্‌মট্ দৃষ্টিতে বাঁদরটার দিকে তাকিয়ে রইল। বাঁদরটাও কিছুমাত্র ভয় না পেয়ে পাহারাওয়ালার দিকে তাকিয়ে বিচিত্র মুখভঙ্গী করতে লাগল। আমার মনে হতে লাগল আজ না জানি কি একটা বিপদ ঘটে।

কিন্তু আজও বিপদ কেটে গেল। পাহারাওয়ালা ভিটেলিস্‌কে শাসিয়ে গেল কাল যেন কুকুরদের মুখ বন্ধ করা হয়, তা না হ'লে সে তাকে থানায় ধ'রে নিয়ে যাবে।

ভিটেলিস্ তেমনি বিদ্রূপের ভঙ্গিতে সেলাম ঠুকতে ঠুকতে বললেন "হুজুরের সঙ্গে কাল আবার দেখা হবে, সে তো পরম সৌভাগ্য।

স্থির হল, পরদিন আমি খুব সকাল সকাল বাঁদরটাকে নিয়ে একা অভিনয়ের জায়গায় যাব। আমি হার্প বাজিয়ে ভিড় জমাতে আরম্ভ করলেই পাহারাওয়ালা এসে উপস্থিত হবে। তখন ভিটেলিস্‌ও কুকুর তিনটেকে সঙ্গে ক'রে অভিনয়ের জায়গায় উপস্থিত হবেন।

পরদিন সকালে একা অভিনয়ের জায়গায় যেতে আমার মোটেই সাহস হচ্ছিল না। কিন্তু ভিটেলিসের আদেশ অমান্য করবার মত সাহসও আমার নেই। কাজেই যথাসময়ে বাঁদরটাকে সঙ্গে করে একাই অভিনয়ের জায়গায় গিয়ে উপস্থিত হলাম।

আমি হার্প বাজাতে আরম্ভ করতেই লোক জমতে লাগল। অভিনয় অপেক্ষা ভিটেলিস্ কনেষ্টবল-সাহেবকে কেমন ক'রে জব্দ করে তা দেখতেই আজ সকলের বেশী উৎসাহ। প্রথমতঃ আমাকে একা দেখে তারা অত্যন্ত নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়ল। কিন্তু যখন আমার নিকট শুনল আমার মনিব এখনই আসবেন, তখন তাদের উৎসাহ দেখে কে?

একটু পরেই পাহারাওয়ালার লাল পাগড়ি দূরে দেখা গেল। প্রেটিহার্ট তাকে দেখবামাত্র দুহাত কোমরে দিয়ে গম্ভীরভাবে দড়ির চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তার এই মুরুব্বিয়ানা গম্ভীরভাব দেখে ভিড়ের ভিতর থেকে ঘন ঘন হাততালি পড়তে লাগ আমি প্রমাদ গণতে লাগলাম। এখনো ভিটেলিস্ এসে পৌছায়নি। বাঁদরটাকেও আমি সামলাতে পারছিনে। লোকের কাছ থেকে

হাততালি পেয়ে তার উৎসাহ আরো বেড়ে গেছে। পাহারাওয়ালা নিকটে আসলে সে আরো বেশী গম্ভীরভাবে দুহাত কোমরে দিয়ে বিচিত্র মুখভঙ্গীর সহিত দড়ির চারিদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল। মাঝে মাঝে পাহারাওয়ালাকে সে ভেঙ্গচাতেও ছাড়ল না। আমি যতই তাকে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলাম, ততই সে আমার কাছ থেকে ছুটে ছুটে পালাতে লাগল। পাহারাওয়ালার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি প্রমাদ গণতে লাগলাম। আমি বারবার তাকিয়ে দেখতে লাগলাম ভিটেলিস্ আসছেন কিনা। কিন্তু তাঁরও দেখা নেই। এদিকে লোকের হাত-তালিতে তাকে সামলানো আমার পক্ষে আরো শক্ত হ'য়ে উঠল। আমি কি করব ভাবচি, এমন সময় পিছন থেকে একটা শক্ত হাত আমার দুকান টেনে ধরল। তারপরেই আমার কর্ণমূলে একটা সশব্দ চপেটাঘাত। আমার চোখের সামনে সব অন্ধকার হ'য়ে গেল। আমার মাথা ঘুরতে লাগল, পা কাঁপতে লাগল। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। আমি মাটিতে প'ড়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার জ্ঞানও লুপ্ত হ'ল।

কিছুক্ষণ পর আমার যখন জ্ঞান হ'ল তখন দেখি ভিটেলিস্ আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। পাহারাওয়ালার ডান হাত তিনি শক্ত ক'রে ধ'রে সিংহের মতন গর্জ্জন ক'রে বলছেন—"কাপুরুষ ছোট ছেলের গায় হাত তুলতে লজ্জা করে না?"

পাহারাওয়ালা সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে, এক হেঁচকা টানে নিজের হাত খুলে নিয়ে ভিটেলিসের টুঁটি চেপে ধরল। ভিটেলিস্ও অমনি পাহারাওয়ালার মুখে এক ঘুষী বসিয়ে দিলেন। তখন দুদিক থেকেই কীল, ঘুষী, চড় বর্ষিত হতে লাগল। ভিটেলিসের গায় যথেষ্ট জোর থাকলেও তাঁর যথেষ্ট বয়স হয়েছিল। কাজেই বেশীক্ষণ তিনি পাহারাওয়ালার সঙ্গে যুঝতে পারলেন না। তিনি শ্রান্ত হয়ে পড়লে

পাহারাওয়ালা তার দুহাত শক্ত ক'রে ধরে বলল—"চল্ থানায়।" এই ব'লে তাকে থানার দিকে টেনে নিয়ে চলল। সেই অবস্থায়ই ভিটেলিস্ আমার দিকে ফিরে বললেন -"তুমি কুকুরদের ও বাঁদরটাকে নিয়ে সবাইয়ে ফিরে যাও। এদের দিকে দৃষ্টি রেখো। আমার কি হয় তোমাকে খবর পাঠাব।"

সেদিন আর অভিনয় হল না। যারা অভিনয় দেখতে এসেছিল তারা কনেষ্টবলকে গালি দিতে দিতে বাড়ি ফিরে গেল।

আমি হোটেলে ফিরে এলাম। ভিটেলিসের জন্য আমার ভাবনা হ'তে লাগল। পুলিসের সঙ্গে ঝগড়া! যদি তারা তাকে ছেড়ে না দেয়? তাহলে আমার কি হবে? আমার সঙ্গে পয়সা কড়িও কিছু নেই। সামান্য যা আছে তাতে দুদিন আমাদের কোনরূপে চলবে। তারপর?

দুদিন কেটে গেল। তবু ভিটেলিসের কোন খবর নেই। আমার ভাবনা হ'তে লাগল। একদিন তাঁর সঙ্গে আমি আসতে চাইনি। এখন তাঁকে আমি পিতার মত ভালবাসি। তিনিও আমাকে পুত্রের ন্যায় ভালবাসেন। তিনি আমাকে যত্ন ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। রাস্তায় চলবার সময় তিনি কতরূপে আমার কষ্ট দূর করবার জন্য চেষ্টা করতেন। আমাকে না দিয়ে তিনি সামান্য একটু জিনিষও আহার করতেন না। রাত্রিতে নিজের গায়ের কাপড় খুলে আমার গায় জড়িয়ে দিতেন। যদি তাঁর জেল হয়? মা-বাবাকেকে হারিয়েছি, অবশেষে তাঁকেও কি হারাতে হবে? হায়, যে আমাকে ভালবাসবে, যাকে আমি ভালবাসব, তাকেই কি আমার হারাতে হবে?

তৃতীয় দিন ভিটেলিসের কাছ থেকে এক টুকরা কাগজ পেলাম। তাতে তিনি লিখেছেন, শনিবারে তাঁর বিচার হবে। আমি যেন সেদিন আদালতে উপস্থিত থাকি।

শনিবার খুব সকালেই আমি আদালতে গিয়ে উপস্থিত হলাম। ভিটেলিসের বিচার আরম্ভ হবার পূর্ব্বে আরো কয়েকজনের বিচার হ'য়ে গেল। অবশেষে ভিটেলিসের বিচার আরম্ভ হল। ভিটেলিস্ নিজের দোষ সকলই স্বীকার করলেন। কিন্তু কনেষ্টবল আগে আমাকে মারাতেই তিনি কনেষ্টবলকে মেরেছেন কনেষ্টবল সে-কথা অস্বীকার করল। কনেষ্টবল্ তার স্বপক্ষে দু'জন সাক্ষীও আদালতে হাজির করল। বিচারক তাদের কথাই বিশ্বাস করলেন। ভিটেলিসের দুমাসের জেল হ'ল। ভিটেলিস্ একবার আমার দিকে তাকালেন। আমার দুচোখ জলে ভরে এল। প্রহরীরা তাকে আদালত হ'তে নিয়ে গেলে, আমি চোখের জল মুছতে মুছতে সরাইয়ে ফিরে এলাম। দুমাস আমি আর তাঁকে দেখতে পাব না। হায়, এখন আমার কি হবে?

৬

আদালত হ'তে ফিরে এসে দেখি সরাইয়ে আমার আর জায়গা নেই। সরাইওয়ালা আমাকে দেখেই জিজ্ঞাসা করল—

"তোমার মনিব কোথায়?"

"তার জেল হয়েছে।"

"কত দিনের?"

"দুমাসের।"

"দুমাস কোথায় থাকবে?"

"জানিনে।"

"টাকা কড়ি সঙ্গে কিছু আছে?

"না।"

"তবে এখানে এসেছ কেন?"

একথা আমি পূর্ব্বে ভাবিনি। পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে তখনি আমাকে বের হ'তে হ'ল। কুকুর তিনটেকে নিয়েই আমার ভয়। এদের মুখ এখনো খোলা। সহরের ভিতর দিয়ে চলতে পুলিশ যদি আবার আমাকে ধরে ?

কুকুর তিনটে বারবার আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বুঝলাম এদের ক্ষিদে পেয়েছে। বাঁদরটা আমার কাঁধে ছিল, সে বারবার আমার কান ধ'রে টানতে লাগল। আজ সকাল থেকে আমাদের পেটে কিছুই পড়েনি। আমার পকেটে যা আছে তা নিতান্তই সামান্য। দুদিন কোনরূপে আমাদের চলতে পারে। আজই যদি তা খেয়ে শেষ করি পরে কি হবে ?

পুলিশের ভয়ে আমি সহরের রাস্তা ছেড়ে মাঠের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলাম। কোথায় চলেছি কিছুই জানি নে। জানবার চেষ্টাও করলাম না। কারণ সবই আমার নিকট অপরিচিত।

দুঘণ্টা কেটে গেল। কুকুর তিনটে ও বাঁদরটা ক্ষিদেয় অস্থির হয়ে উঠল। তারা বারবার কাতর দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। বাঁদরটা আমার কান মলে, আমার চুল টেনে আমাকে অস্থির ক'রে তুলল। এদের আর খেতে না দিয়ে রাখা চলে না। গ্রামে পৌঁছলে দোকান থেকে আমি একটা রুটি কিনে আনলাম।

রুটিটা দেখে কুকুর তিনটে ও বাঁদরটা আনন্দে লাফাতে লাগল। কিন্তু একটা তো মাত্র রুটি। এটুকুতে আমাদের আর কতটুকু পেট ভরবে ? সমস্ত দিন আমাদের কিছুই খাওয়া হয়নি। আমি রুটিটা টুকরো টুকরো ক'রে সকলকে ভাগ ক'রে খেতে দিলাম। নিজেও এক টুকরো খেলাম। কিন্তু এটুকুতে আমাদের কারোর পেট ভরল না। কুকুর তিনটে নিজের ভাগের টুকরো নিঃশেষ করে বারবার ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। আজ তো তবু কিছু জুটেছে। পরে

এমন দিন আসবে হয় তো কিছুই জুটবে না। তখন এদের কি ক'রে ঠাণ্ডা রাখব ? আমি অনেক ভেবে স্থির করলাম, এদের আমার অবস্থা বুঝিয়ে বলতে হবে। আমি তাদের সম্বোধন ক'রে বললাম—"তোমরা সকলে আমার কথা মন দিয়ে শোন। তোমরা হয় তো জান না, আমাদের মনিবের জেল হ'য়েছে। তাঁর সঙ্গে আমাদের আর দু'মাস দেখা হবে না।"

মনিবের নাম করতেই কাপি করুণভাবে কুঁই কুঁই ক'রে ডেকে উঠল। আমি বুঝতে পারলাম কাপি আমার কথা বুঝেছে; আমি আমার শূন্য পকেট দেখিয়ে বললাম—"আমার পকেট শূন্য। আমাদের সকলকেই উপার্জ্জন করতে হবে। তোমাদের সাহায্য না পেলে আমি কিছুই করতে পারব না।"

টাকার কথা বলতেই কাপি দুপায় দাঁড়িয়ে ঘুরে ঘুরে নাচতে লাগল। তার মনের ভাব আমি বুঝতে পারলাম। আমি তার পিঠ চাপড়িয়ে বললাম—"হাঁ,আমি বুঝেছি, তোরা নাচবি আমি বাজাব, গান গাইব। সকলে মিলে চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই কিছু উপার্জ্জন করতে পারব। তখন আমাদের আর কষ্ট থাকবে না।"

কুকুর তিনটে আমার সকল কথা বুঝতে পারবে ততটা আমি আশা করি নি। কিন্তু মনিবের অভাবে যে আমরা একটা বিপদে পড়েছি তা তারা বুঝতে পেরেছে। তবে আর কিসের ভয় ? আমি আনন্দের সঙ্গে আবার যাত্রা করলাম।

এইবার গ্রামে প্রথম পৌঁছিয়েই আমি আমার ভাগ্য পরীক্ষা করব স্থির করলাম। গ্রাম বেশী দূরে ছিল না। গ্রামে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই আমি কুকুর তিনটে ও বাঁদরটাকে পোষাক পরিয়ে প্রস্তুত হলাম। নিজেও হার্পের তারে স্বর দিতে লাগলাম। কিন্তু আমাদের দলের সর্ব্বাগ্রে ভিটেলিসের সেই দীর্ঘ উন্নত দেহ আজ কোথায় ?

তার বাঁশীর সুর কতদূর থেকে লোক টেনে আনত! হার্পের তারে আমার ক্ষুদ্র আঙ্গুলের ঝঙ্কার কারোর কানে পৌঁছল না। আমার আঙ্গুলে ব্যথা ধ'রে গেল তবু চারিদিকে তাকিয়ে আমি একটি লোকও দেখতে পেলাম না। আমি হতাশ হ'য়ে হার্প রেখে গান ধরলাম। দু একটি লোক আমার গান শুনে দরজা খুলে রাস্তায় বের হ'য়ে এল। আমার মনে আশা হ'ল, হয় তো এবার ভিড় জমবে। আমি দ্বিগুণ উৎসাহে গলা ছেড়ে গান গাইতে লাগলাম। হঠাৎ পিছন থেকে কে বলে উঠল—"কেরে ছোকরা এখানে বসে গান গাইছিস ?"

আমার গান বন্ধ হ'য়ে গেল। ফিরে দেখি গ্রামের চৌকিদার দাঁড়িয়ে আছে।

আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে সে গলা চড়িয়ে বলল—"আমার কথার জবাব দিচ্ছিস্ না যে? এখানে কে তোকে গান গাইতে বলেছে ?"

আমার মুখ শুকিয়ে গেল। আমি ভয়ে ভয়ে বললাম—"আমি নিজেই গান গাইছি।"

"কুকুরের দল নিয়ে বেদের মত রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াচ্ছিস ? সাহস তো তোর কম নয় ? ভাগ এখান থেকে।"

আবার পাহারাওয়ালা ? আমি আর বাক্য ব্যয় না ক'রে পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে উঠে পড়লাম। গ্রামে আর প্রবেশ করলাম না। ভাবলাম রাত্রিটা গাছের তলায়ই কাটাব। কুকুর তিনটে ও বাঁদরটাকে বুঝিয়ে বললাম আজ আর আহার জুটবে না। পকেট থেকে চারিটী পয়সা বের ক'রে দেখালাম এইমাত্র সম্বল। আবার পয়সা চারিটি আমি পকেটে রেখে দিলাম। কাপি ও ডল্‌সি কিছু না ব'লে মাথা নীচু ক'রে রইল। কিন্তু জারবিনো আমার পকেটের দিকে তাকিয়ে গোঁ গোঁ ক'রে ডাকতে লাগল।

আমি কাপিকে বললাম—"কাপি, তুমি তোমার বন্ধুকে ঠাণ্ডা করো। সে আমার কথা শুনচে না।"

অমনি কাপি পা দিয়ে জারবিনোর গা আঁচড়িয়ে দিল। কিন্তু তাতেও তার গোঁ গোঁ বন্ধ হ'ল না। তখন কাপি দাঁত খিঁচিয়ে তাড়া করতেই সে লেজ গুটিয়ে নরম হয়ে গেল। জারবিনো গোঁয়ার হলেও কাপিকে ভয় করত।

সেদিন আর গ্রামে প্রবেশ না ক'রে বরাবর মাঠের রাস্তা ধ'রে চলতে লাগলাম। সন্ধ্যা হয়ে এল। আকাশে একটুও মেঘ নেই। রাত্রিতে বৃষ্টির ভয় ছিল না, কিন্তু নেকড়ে যদি বের হয়? কাপিকে বললাম পাহারা দিতে। আমি শুতেই জারবিনো ও ডলসি আমার পায়ের কাছে শুয়ে পড়ল। কাপি ব'সে ব'সে পাহারা দিতে লাগল। আমি জানতাম কাপি যতক্ষণ জেগে থাকবে ততক্ষণ ভয়ের কোন কারণ নেই। তবু আমার ঘুম এল না।

আজ তো প্রথম দিন। ভিটেলিসের জেল হতে বের হতে এখনো দুমাস বাকি। এই দুমাস কি এই ভাবেই না খেয়ে, গাছ তলায় ঘুমিয়ে কাটবে? আজ তো সমস্ত দিনে কিছুই উপার্জ্জন হয় নি। কালও যে কিছু উপার্জ্জন করতে পারব তারই বা আশা কি? শেষে কি অনাহারে সকলকে মরতে হবে? ভিটেলিস্ তার দলটিকে যে আমার হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন! জেল হ'তে বের হয়ে এসে যদি দেখেন তার দলের কেউ জীবিত নেই? আমার দুচোখ জলে ভরে এল। আমি উপুড় হয়ে দু' হাতের উপর মাথা রেখে কাঁদতে লাগলাম।

হঠাৎ একটা কার গরম নিঃশ্বাস আমি মাথার উপর অনুভব করলাম। পাশ ফিরতেই একটা লকলকে জিব আমার গাল চেটে দিতে লাগল। আমার আর একদিনের কথা মনে পড়ল। সেদিনও এমনি দুঃখের সময় একটা লক্‌লকে জিব আমার মুখের উপর অনুভব করেছিলাম। এই

লকলকে জিবটি যে কার তা বুঝতে আমার দেরী হ'ল না। আমি পাশ ফিরে ছুহাতে কাপির গলা জড়িয়ে ধরলাম। তাকে বুকের কাছে টেনে এনে তার মুখে ঘন ঘন চুমো খেতে লাগলাম। সেও কুঁই কুঁই ক'রে আমার মুখ গাল চেটে দিতে লাগল। কাপির এই ভালবাসায় আমার মনের সমস্ত ভার কেটে গেল। আমার মনে সাহস এল। কাপিকে বললাম "কাপি কোন ভয় নেই, কাল আমরা যেরূপেই পারি কিছু উপার্জ্জন করব। এবার আমি ঘুমোই, তুই পাহারা দে।" এই বলে আমি শুয়ে পড়লাম। কাপি আমার পাশে বসে পাহারা দিতে লাগল। একটু পরেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম।

যখন জাগলাম তখন দেখি অনেক বেলা হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হ'লাম। কুকুর তিনটে আমার আগে আগে চলতে লাগল। আজ আমাদের কিছু উপার্জ্জন করতেই হবে। তাই আজ মাঠের রাস্তা ছেড়ে আমরা গ্রামের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলাম।

কাল সমস্ত দিন আমাদের কিছুই খাওয়া হয়নি। আমাদের সকলেরই ক্ষুধায় পেট চোঁ চোঁ করছিল। তখন আমার পকেটে একটি রুটি কিনবার মত সামান্য কিছু পয়সা ছিল। তাই দিয়ে দোকান থেকে একটা রুটি কিনে এনে সকলে মিলে ভাগ ক'রে খেলাম। কিন্তু তাতে কারোর পেট ভরল না।

আজ আমার পকেট একেবারে শূন্য। কিছু উপার্জ্জন করতে না পারলে সমস্ত দিনই আজ আমাদের অনাহারে থাকতে হবে। আমি অভিনয়ের উপযুক্ত জায়গা দেখতে লাগলাম। একটি জায়গা দেখে পছন্দ হ'ল। আমি পোঁটলা পুঁটলি রেখে অভিনয়ের কথা ভাবছি, এমন সময় পিছনে একটা কলরব শুনতে পেলাম। সেদিকে তাকাতেই দেখি জার্ব্বিনো আমাদের দিকে ছুটে আসছে। তার পিছনে একদল লোক।

জারবিনো কাছে আসতেই দেখলাম তার মুখে একটুকরো মাংস। তখন ব্যাপার বুঝতে আমার আর দেরী হ'ল না। বেচারা পেটের ক্ষুধায় গ্রামে ঢুকে এক টুকরো মাংস চুরি ক'রে পালিয়েছে। গ্রামের লোক টের পেয়ে তাই তাকে তাড়া করেছে। তারা যদি এখানে এসে পড়ে তা'হলে আমাকেই মাংসের টুকরোর জন্য দাবী করবে। আবার কি আমাকে পাহারাওয়ালার হাতে পড়তে হবে? আমি আর দেরী না ক'রে পোঁটলা পুঁটলি তুলে ছুটতে লাগলাম। কুকুর তিনটেও আমার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগল। গ্রামের লোক 'চোর' 'চোর' ব'লে আমাদের তাড়া করল। আমরা প্রাণের ভয়ে ছুটছি। কাজেই তারা আমাদের ধরতে পারলনা। কিছুদূর এসে তারা আর আমাদের অনুসরণ না ক'রে ফিরে গেল। আমরা গ্রামের রাস্তা ছেড়ে মাঠের ভিতর দিয়ে ছুটতে লাগলাম। কিছুদূর এসে যখন দেখলাম তাদের আর দেখা যায় না, তখন আমরা একটি নির্জন জায়গায় এসে গাছের ছায়ায় ব'সে বিশ্রাম করতে লাগলাম। কাপি ও ডল্সি আমার সঙ্গে সঙ্গেই ছিল। কিন্তু জারবিনোকে সঙ্গে দেখতে পেলাম না। সে বোধ হয় তখন কোথাও ব'সে মাংসের টুকরো নিঃশেষ করছিল।

একটু পরে জারবিনোকে দূরে দেখতে পেলাম। স্থির করলাম তার এই অপরাধের কঠিন শাস্তি দিব। কিন্তু সে আর আমাদের কাছে না ঘেঁসে দূরে বসে রইল। বুঝলাম শাস্তির ভয়েই সে আমাদের কাছ ঘেঁসছে না। অথচ ওকে ফেলেও আমি উঠতে পারিনে। কাপিকে বললাম জারবিনোকে ধ'রে আনতে। সে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে উঠল। ক্ষিদের সময় জারবিনোর এক টুকরো মাংস-চুরি কাপির নিকট খুব বেশী দূষণীয় বলে মনে হয়নি।

আমি কুকুর দুটোর জন্য ব'সে বসে অপেক্ষা করতে লাগলাম। জায়গাটি খুব সুন্দর আর নিরিবিলি। নিকটেই একটি খাল। খালের দুধারে বড়

বড় গাছের সার। খালের জল কানায় কানায় পূর্ণ। আমি খালের ধারে গাছের ছায়ায় বসে রইলাম।

খালের ধারে গাছের সার ও বজরাটি।

এইভাবে প্রায় একঘণ্টা কেটে গেল, তবু কাপি বা জার্বিনোর দেখা নেই। আমার কুকুর দুটোর জন্য ভাবনা হ'তে লাগল। একটু পরে দেখি কাপি ফিরে আসছে। সে একা, জার্বিনো তার সঙ্গে নেই। নিকটে আসলে দেখলাম কাপির নাক, কান, মুখ রক্তাক্ত। এযে জার্বিনোর সঙ্গে লড়াইয়ের চিহ্ন তা বুঝতে আমার দেরী হলনা। জার্বিনো নিজে ইচ্ছা ক'রে ফিরে না আসলে তাকে জোর ক'রে ধরে আনবার চেষ্টা বৃথা। সে যে কখন্ ফিরে আসবে তারও কোন নিশ্চয়তা নেই। এভাবে কতক্ষণই বা বসে থাকি? আমাদের তখন সকলেরই ক্ষিদেয় পেটের ভিতর আগুন জ্বলছিল। তখন ভিটেলিসের একটা কথা আমার মনে পড়ল। সৈন্যদল শ্রান্ত হয়ে পড়লে ব্যাণ্ড বাজিয়ে তাদের শ্রান্তি দূর করবার চেষ্টা করা হয়। আমি আমার হার্পটা তুলে নিলাম। সময় কাটাবার জন্য আমি যন্ত্রটা বাজাতে লাগলাম। কাপি ও ডল্সি

হার্পের সুর শুনেই উঠে দাঁড়াল। তারপর দুজনেই উৎসাহের সঙ্গে নাচ সুরু করে দিলে। আমি আরো উৎসাহের সঙ্গে জোরে জোরে যন্ত্রটা বাজাতে লাগলাম।

হঠাৎ পিছন থেকে একটি সুমিষ্ট শিশু-কণ্ঠের আওয়াজ আমার কানে এসে পৌঁছল। আমি বাজনা বন্ধ ক'রে পিছন ফিরতেই দেখি, খালের ধারে একটি বজরা বাঁধা।

এত বড় ও এমন সুন্দর বজরা আমি আর কখনো দেখিনি। বজরাটির সামনে একটি বারাণ্ডা; বারাণ্ডাটি লতা, পাতা ও নানাবিধ ফুলের গাছ দিয়ে ঘেরা। তার উপরে একটি খাটিয়ায় একটি অল্প বয়সের ছেলে শুয়ে আছে। তার পাশে একটি মহিলা বসে আছেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি ছেলেটির মা হবেন।

আমি টুপি খুলে মহিলাটিকে নমস্কার করতেই মহিলাটি ইসারায় আমাকে কাছে ডাকলেন! আমি নিকটে গেলে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমরা নিজের মনেই কি এখানে নাচ গান করছ?"

আমি বললাম—"হাঁ, কুকুরগুলিকে একটু অন্যমনস্ক রাখা প্রয়োজন।"

মহিলাটি ফরাসী ভাষাতেই আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন, কিন্তু উচ্চারণ শুনে মনে হ'ল তারা বিদেশী।

ছোট ছেলেটি খাটিয়ায় শুয়ে শুয়ে তার মাকে যেন কি বলল। তার মা আমাকে বললেন—"তুমি কি আর একটু বাজাবে?"

আমি ভাবলাম হার্প বাজিয়ে এদের যদি আজ খুসী করতে পারি তাহলে আজ আমাদের আর অনাহারে থাকতে হবে না।

আমি জিজ্ঞসা করলাম—"আপনারা শুধু বাজনা শুনবেন, না আমার দলের অভিনয় দেখবেন?"

অভিনয়ের কথা শুনে ছেলেটি খুব খুসী হয়ে উঠল। কিন্তু তার মা

বললেন—"না, এখন অভিনয় নয়, তুমি হার্প বাজিয়ে কুকুরদের নাচতে বল।"

ছেলেটি বলল—"না, শুধু নাচ নয়, নাচ বড় তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাবে।"

আমি বললাম—"নাচ হয়ে গেলে আমার দলের নানারকমের কসরৎও তোমাকে দেখাব।"

আমি হার্পে স্বর দিতেই কুকুর দুটো হার্পের তালে তালে নাচতে আরম্ভ করল। নাচের মাঝখানে হঠাৎ জার্বিনো এসে হাজির। সে নিকটেই কোথাও ঝোপের ভিতরে লুকিয়ে ছিল। সঙ্গীদের নাচতে দেখে সে আর স্থির থাকতে না পেরে ছুটে চলে এসেছে।

হার্প বাজাবার সময় আমি বারবার বজরার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। আমার বাজনা যে তাদের ভাল লাগছে সে-সম্বন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ রইলনা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় ছেলেটিকে একটিবারও বিছানায় নড়তে দেখতে পেলাম না। বিছানার সঙ্গে তার সমস্ত শরীরটি কি বাঁধা? বজরাটি তীরের সঙ্গে বাঁধা ছিল। আমি তীর থেকে ছেলেটিকে স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছিলাম। তার মাথাভরা সোনালী চুল, মুখ কেমন অস্বাভাবিক রকম সাদা, ফেকাশে। মুখের উপর নীলশিরাগুলি সব ভেসে উঠেছে। মনে হ'ল মুখে যেন তার একটুকুও রক্ত নেই।

আমার বাজনা ও কুকুরদের নাচ শেষ হ'লে ছেলেটির মা জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমাদের কত দেব?

আমি বললাম—"খুসী হ'য়ে যা দেবেন তাই নেব।"

ছেলেটি অমনি ব'লে উঠল—"মা এদের তুমি খুব খুসী ক'রে দাও।" তারপর সে তার মাকে নিজের ভাষায় কি যেন বলল।

ছেলেটির মা আমাকে বললেন—"একবার তুমি বজরায় আসবে? আমার ছেলে আর্থার তোমার দলটি ভাল ক'রে দেখতে চায়।"

আমি খুসী হ'য়েই আমার দলটিকে নৌকোয় উঠবার ইঙ্গিত করলাম। অমনি কাপি, জার্বিনো ও ডল্সি একলাফে বজরায় গিয়ে উঠল। আমি বাঁদরটাকে ধরে রাখলাম।

আর্থারের মা জিজ্ঞাসা করলেন—"বাঁদরটা কি সকলকে কামড়ায়?"

আমি বললাম—"না। তবে অনেক সময়েই এর মেজাজ ঠিক থাকে না।"

"তাহলে তুমি একে সঙ্গে ক'রে নৌকোয় এস।"

আর্থারের মার ইঙ্গিতে একজন লোক এসে নৌকোর সিঁড়ি ফেলে দিল। আমি বাঁদরটাকে ঘাড়ে ক'রে নৌকোয় গিয়ে উঠলাম।

আর্থার বাঁদরটাকে দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে—"বাঃ কি অদ্ভুত! কি মজার জন্তু!"

নৌকোয় উঠে দেখলাম আমি যা অনুমান করেছিলাম তাই ঠিক। আর্থারের সমস্ত শরীর চামড়ার দড়ি দিয়ে খাটলির সঙ্গে বাঁধা।

কিছুক্ষণ পর আর্থারের মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি কি একা? তোমার মা বাপ কেউ নেই?"

আমি বললাম—"বাবা আছেন। তিনি অন্য জায়গায় কাজ করেন। কিছুদিন তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না।"

"কত দিন?"

"দু'মাস।"

"দু'মাস তুমি এদের নিয়ে থাকবে? এদের পোষবার মত তুমি যথেষ্ট উপার্জ্জন করতে পার?"

আমি কি উত্তর দেব? আর্থারের মাকে দেখে প্রথম থেকেই তার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মেছিল। আমি তাকে মিথ্যে কথা বলতে পারলাম না। আমি তাকে সকল কথাই খুলে বললাম। ভিটেলিসের

কারাবাস, তারপর দু'দিন যে আমরা কিছুই খেতে পাইনি সব কথাই তাকে বললাম।

আর্থার শুয়ে শুয়ে আমাদের সকল কথাই শুনছিল। আমার বলা শেষ হতেই আর্থার ব'লে উঠল—"দু'দিন তোমরা কিছু খাও নি? তা'হলে তোমাদের নিশ্চয়ই খুব ক্ষিদে পেয়েছে?"

ক্ষিদের কথা বলতেই কুকুর তিনটে ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে উঠল; বাঁদরটা সজোরে পেটে হাত বুলোতে লাগল।

আর্থার অমনি কাঁদ কাঁদ স্বরে ব'লে উঠল—"মা তুমি এদের কিছু খেতে দাও।"

আর্থারের মা একজন পরিচারিকাকে ডেকে কি বললেন। সেই পরিচারিকা অমনি বজরার ভিতর প্রবেশ ক'রে আমাদের জন্য প্লেট ভরে খাবার নিয়ে এল। কুকুর তিনটে খাবার দেখে আনন্দে লাফাতে লাগল। বাঁদরটা আমার ঘাড়ে বসে কিঁচির মিচির ক'রে আমাকে অস্থির ক'রে তুলল।

আমাদের খাওয়া হ'য়ে গেলে আর্থার জিজ্ঞাসা করল—"আমাদের সঙ্গে দেখা না হ'লে আজ তোমরা কি খেতে?"

"কি করে বলব? হয় তো অনাহারেই থাকতে হত।"

"কাল?"

"কিছু উপার্জ্জন করতে পারলে রুটি কিনে খেতাম। তা না হ'লে না খেয়েই থাকতে হত।"

মাতা পুত্রে কিছুক্ষণ ধ'রে কি কথা হ'ল। আর্থার আমাকে জিজ্ঞাসা করল—"তোমার দলটি নিয়ে আমাদের সঙ্গে নৌকোয় থাকবে?"

আমি কিছু বলবার পূর্ব্বেই আর্থারের মা বললেন—"আমার ছেলের তুমি আমাদের সঙ্গে এই নৌকোয় ঘুরে বেড়াও। আমার ছেলেটি রুগ্ন।

ডাক্তার তাকে নড়তে চড়তে বারণ করেছেন। ঘরে এক জায়গায় দিন রাত শুয়ে থাকতে কষ্ট হবে ব'লে আমি তাকে নিয়ে এই নৌকোয় ঘুরে বেড়াচ্ছি। তোমার পিতা তো এখন সঙ্গে নেই? তিনি যতদিন না আসেন, ততদিন আমাদের সঙ্গে থাকতে পার। আমাদের সঙ্গেই তুমি খাবে, এই নৌকোয় ঘুমোবে। তোমার দলটিও তোমার সঙ্গে থাক্‌বে। তোমার পিতা জেল হ'তে বের হ'য়ে এলে, আবার তুমি তার কাছে চলে যাবে।"

আমি কোন উত্তর না দিয়ে আর্থারের মার কাছে গিয়ে তাঁর হাত দু'টিতে ধন ঘন চুমো খেতে লাগলাম। আর্থারের মাও সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

আমাদের নৌকোয় থাকাই স্থির হ'য়ে গেল। আর্থারের মা একটি ঘণ্টার শব্দ করতেই নৌকো চলতে লাগল।

নৌকো চলতে আরম্ভ ক'রলে আর্থার আমাকে ডেকে বলল—"রিমি, তুমি আমার কাছে ব'সে তোমার হার্পটি বাজাও।"

আমি একটি একটি ক'রে ভিটেলিসের-কাছে-শেখা সব কয়টি সুরই তাকে বাজিয়ে শোনালাম।

১০

আর্থারের মা একজন ইংরেজ মহিলা। তিনি সকলের নিকট মিসেস্ মিলিগান্ নামে পরিচিত। তিনি বিধবা। আর্থার তার এক-মাত্র পুত্র, অন্ততঃ লোকে তাই জানে। আর্থারের জন্ম হবার পূর্ব্বে মিসেস্ মিলিগানের আর একটি পুত্র-সন্তান জন্মেছিল। কিন্তু তার ছ'মাস বয়সে কে তাকে চুরি করে নিয়ে যায়। অনেক অনুসন্ধান করেও তখন তাকে আর পাওয়া যায় নি। সে-সময় তার স্বামী মৃত্যু-

শয্যায় শায়িত, নিজেও তিনি অতিশয় পীড়িত ছিলেন। কিছুদিন পর তিনি সুস্থ হ'লেন কিন্তু তাঁর স্বামী মারা গেলেন। তাঁর স্বামীর একটি ছোট ভাই ছিল। তার নাম জেমস্ মিলিগান্। মিসেস্ মিলিগানের অন্য সন্তানাদি না থাকায় জেমস্ মিলিগানেরই মৃত-ভাইয়ের সমস্ত সম্পত্তি পাবার কথা। কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর ছমাস পরেই আর্থারের মার আর একটি ছেলে হ'ল। তখন জেমস্ মিলিগানের মৃত-ভাইয়ের সম্পত্তি পাবার আর কোনো আশা রইল না।

কিন্তু আর্থার জন্মাবধিই অতিশয় রুগ্ন ছিল। তার বাঁচবার কোনো আশাই ছিল না। আর্থারের অভাবে জেমস্ মিলিগানেরই মৃত-ভাইয়ের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবার কথা। কিন্তু এবারও তার সে আশা পূর্ণ হল না। মার যত্ন চেষ্টায় আর্থার সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ না করলেও বেঁচে রইল। ডাক্তারের উপদেশ অনুসারেই মিসেস্ মিলিগান তার রুগ্ন পুত্রটিকে নিয়ে নৌকাভ্রমণে বহির্গত হয়েছেন।

নৌকোয় আমাদের জন্য একটি আলাদা কামরা নির্দ্দিষ্ট হ'ল। তাতে টেবিল, চেয়ার, আয়না, চিরুণী প্রভৃতি সাজ সরঞ্জামের কিছুরই অভাব ছিল না। রাত্রিতে নরম বিছানায় শুয়ে বারবার মা-বারবেঁরের কথা মনে পড়তে লাগল।

সকালে ঘুম ভাঙ্গতেই আমি আমার দলটির খোঁজ নিতে গেলাম। দেখলাম তখনো তারা ঘুমোচ্ছে। আমি কাছে আসতেই কুকুর তিনটের ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাঁদরটা একবার মিট্‌মিট্ করে আমার দিকে তাকাল। তারপর পাশ ফিরে আবার নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগল।

বজরাটি তখন তীরের সঙ্গে বাঁধা ছিল। আমি কুকুর তিনটেকে সঙ্গে নিয়ে তীরে নামলাম। কিছুক্ষণ খালের ধারে বেড়িয়ে নৌকোয় ফিরে এলে নৌকো ছেড়ে দিল। তখন আর্থার ও আর্থারের মারও ঘুম ভেঙ্গেছে। আর্থারকে বজরার বারাণ্ডায় খাটিয়ার বিছানায় শুইয়ে দেওয়া

হ'ল। টুং টাং শব্দ করে দুতীরে দুটি ঘোড়া বজরাটিকে টেনে নিয়ে চলল। জলের ছল্ ছল্ শব্দ ও দু'তীরের পাখীর গান শুনতে শুনতে আমরা চলতে লাগলাম।

আর্থার আমার দলটির কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি কুকুর তিনটে ও বাঁদরটাকে ডেকে আনলাম। বাঁদরটা এসেই দাঁত খিঁচিয়ে সকলকে ভেঙ্গচাতে লাগল। অভিনয়ের ইচ্ছে না থাকলেই সে এরূপ করে। আজও সে মনে করেছে অভিনয়ের জন্যই বুঝি তার ডাক পড়েছে।

একটু পরে আর্থারের মা আর্থারের পাশে এসে বসলেন।

আর্থারের মা আর্থারকে পড়াচ্ছেন।

তাঁর হাতে একখানা বই। তিনি আমাকে বললেন—"রিমি, তোমার দলটি নিয়ে নৌকোর অন্যধারে গিয়ে বস। আর্থারের এখন পড়বার সময়।"

আমি উঠে গেলাম। আর্থারের মা আর্থারকে পড়াতে বসলেন। আমি দূরে ব'সে দেখতে লাগলাম। কিন্তু আজ দেখলাম আর্থারের পড়ার দিকে মন নেই। সে বই থেকে চোখ তুলে কেবল এদিক-ওদিক তাকাচ্ছে।

আর্থারের মা তাকে তিরস্কার করে বললেন—"আর্থার আজ তুমি বড় অন্যমনস্ক; পড়ায় তোমার একটুকুও মন নেই।"

মাতার তিরস্কারে দুঃখিত হ'য়ে আর্থার কাতরভাবে ব'লে উঠল—"মা আমি তো পড়তে চেষ্টা করছি। কিন্তু মন দিতে পারছিনে। অসুখের জন্যই আমি পড়ায় মন দিতে পারিনে।"

আর্থারের মা তেমনি তিরস্কারের স্বরেই বললেন—"না, তোমার এমন অসুখ নয় যে তুমি পড়ায় মন দিতে পার না। ইচ্ছে করলেই তুমি মন দিতে পার। না প'ড়ে চিরকাল তুমি মূর্খ হ'য়ে থাকবে তা আমি কখনো হ'তে দেবনা। এখন বসে পড়া করো।" এই ব'লে তিনি বজরার ভিতরে চ'লে গেলেন।

আর্থার প্রথম প্রথম বেশ মন দিয়ে পড়তে লাগল। কিন্তু একটু প'ড়েই তার চোখ এদিক-ওদিক বেড়াতে লাগল। আমার দিকে আর্থারের চোখ পড়তেই আমি ইসারায় তাকে পড়ায় মন দিতে বললাম। একটু হেসে সে আবার পড়তে লাগল। কিন্তু পরক্ষণেই বই থেকে চোখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে বলল—"আমি পড়তে চেষ্টা করি কিন্তু কিছুতেই তাড়াতাড়ি শিখতে পারিনে। সেজন্য মা আমার উপর কত রাগ করেন। মা রাগ করলে আমার মনে বড় কষ্ট

আমি তার কাছে এসে বললাম—"তোমার পড়া তো বিশেষ শক্ত নয়। আমি তো মুখে মুখে শুনেই সব শিখে ফেলেছি।"

আমার কথা শুনে সে একটু অবিশ্বাসের হাসি হাসল।

আমি বললাম—"তুমি বই ধরে দেখ আমি বলতে পারি কি না?"

তেমনি অবিশ্বাসের হাসি হেসে সে বই ধরল। আমি পড়া ব'লে গেলাম।

আর্থার অবাক হ'য়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—"তুমি অত তাড়াতাড়ি কি ক'রে পড়া শিখলে?"

আমি বললাম—"তোমার মা যখন তোমাকে পড়া ব'লে দিচ্ছিলেন তখন আমি মন দিয়ে শুনছিলাম। তোমার মত অন্যমনস্কভাবে আমি এদিক-ওদিক তাকাইনি।"

আর্থার লজ্জিত হ'য়ে বলল—"আমিও এবার তোমার মত মন দিয়ে পড়ব। তা'হলে আমিও তোমার মত তাড়াতাড়ি শিখতে পারব।"

আর্থার এবার মন দিয়ে পড়তে লাগল। আমি তার পাশে ব'সে তাকে সাহায্য করতে লাগলাম। এবার পড়া করতে আর্থারের আর দেরী হলনা। সে খুসী হ'য়ে বলল—"রিমি, তুমি বড় ভাল। তুমি আমাকে সাহায্য না ক'রলে আমি অত তাড়াতাড়ি পড়া শিখতে পারতাম না। মা আমার উপর আর রাগ করবেন না।"

কিছুক্ষণ পর আর্থারের মা বজরার ভিতর হ'তে বের হ'য়ে এলেন। আর্থারকে আমার সঙ্গে গল্প করতে দেখে রাগ ক'রে বললেন—"আর্থার, তুমি পড়া না ক'রে ব'সে ব'সে গল্প করছ?"

আর্থার আনন্দের সঙ্গে ব'লে উঠল—"মা, আমার পড়া হ'য়ে গেছে। রিমির সঙ্গে একত্রে ব'সে আমি পড়া করেছি। রিমি আমাকে সাহায্য করেছে।"

আর্থারের মা যখন দেখলেন সত্যি সত্যি আর্থারের পড়া হয়ে গেছে তখন তিনি খুসী হ'য়ে আমার মাথায় চুমো খেয়ে বললেন—"রিমি, তুমি খুব ভাল ছেলে।"

সেদিন থেকে আর্থারের মার স্নেহ ও ভালবাসা আমার উপর আরো বেড়ে গেল। আর্থারও আমাকে আপন ভাইয়ের মত ভালবাসতে লাগল। তাদের স্নেহ ভালবাসায় বজরার মধ্যে আমার দিনগুলি আনন্দে কাটতে লাগল। আমি যে পিতৃ-মাতৃহীন পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে সে-কথা ভুলে গেলাম।

১১

দেখতে দেখতে ত্'মাস কেটে গেল। ভিটেলিসের জেল হতে বের হবার আর দেরী নেই। তিনি টুলু নগরীর জেলে আবদ্ধ আছেন। একদিন আমি আর্থারের মাকে টুলু নগরী কতদূর জিজ্ঞাসা করলাম।

আমার যাবার কথা হতেই আর্থার তার মাকে কাঁদতে কাঁদতে বলল—"না মা, আমরা রিমিকে ছাড়বনা। মা, তুমি রিমিকে আমাদের সঙ্গে থাকতে বল।"

আর্থারের মা বললেন—"আমি কি রিমিকে যেতে বলছি! সে যদি আমাদের কাছে থাকে সে তো আনন্দেরই কথা। কিন্তু তারও তো ইচ্ছে থাকা চাই?"

আর্থার আমাকে বলল—"রিমি, তুমি কি আমাদের সঙ্গে থাকতে চাও না? তুমি কি আমাদের ভালবাস না?"

হায়, তারা তো জানে না আমি তাদের কত ভালবাসি! তাদের সঙ্গে থাকতে পারলে আমি কত খুসী হই! কিন্তু আমি যে স্বাধীন নই একথা তাদের কি করে বলি? আমি যে পথে-কুড়িয়ে-পাওয়া ছেলে!

ভিটেলিস্ আমাকে টাকা দিয়ে কিনে নিয়েছেন, একথা শুনলে তারা কি আমাকে আর পূর্ব্বের মত ভালবাসবেন ?

আর্থারের মা বললেন—"কিন্তু একা রিমির ইচ্ছে হ'লে কি হবে ? তার পিতা যদি রাজি না হন ? তার পিতামাতার সম্মতি তো নিতে হবে ?"

আমার পিতামাতার সম্মতি ? ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। তারা যখন শুনবে আমার পিতামাতা কেউ নেই, শিশুকাল হ'তে আমি পরের আশ্রয়ে পালিত, কে আমার পিতা মাতা তাও আমি জানি নে তখন তারা কি আমাকে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দেবে না ?

আর্থারের মা জেলখানায় ভিটেলিস্কে একখানা চিঠি লিখলেন। তাতে তিনি লিখলেন জেলখানা হ'তে বের হ'য়ে তিনি যদি বরাবর এখানে চলে আসেন তা'হলে তিনি খুবই খুসী হবেন। তিনি ভিটেলিস্কে গাড়ি ভাড়ার টাকাও পাঠিয়ে দিলেন। তিনদিন পর আমার মনিবের কাছ থেকে উত্তর এল। শনিবার তার মুক্তির দিন। আমি যেন সেদিন কুকুর তিনটে ও বাঁদরটাকে নিয়ে ষ্টেশনে উপস্থিত থাকি।

শনিবার সকালেই আমি আমার দলটি নিয়ে ষ্টেশনে গিয়ে গাড়ির জন্য অপেক্ষা ক'রতে লাগলাম। দু'মাস পর আজ আমার মনিবের সঙ্গে দেখা হবে। আর্থারের মার কাছে তিনি যদি আমার সব-পরিচয় লিখে দিয়ে থাকেন ? এই কথা একমনে ভাবছি, এমন সময় আমার হাতে কুকুর তিনটের শিকলে টান পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে উহাদের ডাকে আমার চমক ভেঙ্গে গেল। আমি মুখ ফিরাতেই দেখি ভিটেলিস্ দাঁড়িয়ে আছেন। আমি এতদূর চিন্তামগ্ন ছিলাম, যে কখন যে ষ্টেশনে গাড়ি এসে থেমেছে তা পর্য্যন্ত জানতে পারি নি।

কুকুর তিনটে এতদিন পর মনিবকে দেখতে পেয়ে মনের আনন্দে তার গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। তিনি একে একে তাদের সকলকে আদর ক'রে

আমার কাছে এলেন। দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে আমার মাথায় ঘন ঘন চুমু খেতে লাগলেন। আনন্দে আমার দুচোখ জলে ভরে গেল।

আমি ভিটেলিসের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম দু'মাসে তিনি অনেকটা রোগা হ'য়ে গেছেন।

ষ্টেশন হ'তে বের হ'য়ে তিনি আমাকে আর্থার ও আর্থারের মার কথা জিজ্ঞাসা করলেন। তাদের সঙ্গে আমার প্রথম কি ক'রে পরিচয় হ'ল, তাদের সঙ্গে আমি কতদিন ধ'রে আছি, তিনি সব জানতে চাইলেন। আমি তাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর হ'তে যা যা ঘটেছে সব বললাম। তিনি মন দিয়ে আমার সকল কথা শুনতে লাগলেন। আর্থারের মা আমার সম্বন্ধে তাঁকে কিছু লিখেছেন কি না জানবার জন্য আমার খুবই ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু সাহস ক'রে তাঁকে সে-কথা জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না।

আর্থার ও আর্থারের মা তখন বজরা ছেড়ে হোটেলে বাস করছিলেন। আমরা ষ্টেশন হতে হোটেলে আসলে, ভিটেলিস্ আমাকে দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে আর্থারের মার সঙ্গে দেখা করবার জন্য উপরে গেলেন। আমাকে কেন তিনি নীচে রেখে গেলেন তার কারণ বুঝতে পারলাম না।

একটু পরেই তিনি নীচে নেমে এসে বললেন—"যাও, আর্থার ও তার মার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এস। এখনি আমাদের বের হতে হবে।"

এখনি বের হতে হবে? আমি ভিটেলিসের কথা বুঝতে না পেরে তার মুখের দিকে তাকালাম।

আমাকে তাঁর মুখের দিকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে থাকতে দেখে তিরস্কারের স্বরে তিনি ব'লে উঠলেন—"হাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে কেন? আমার কথা কি শুনতে পেলে না?"

পূর্ব্বে তিনি কখনো আমাকে এমনভাবে তিরস্কার করেন নি। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তাঁর মুখ বিরক্তিপূর্ণ। আমি একবার সাহস ক'রে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনি কি আমার সম্বন্ধে আর্থারের মাকে কিছু বলেছেন ?"

তিনি তেমনি বিরক্তির স্বরে বললেন—"হাঁ, তোমার এখানে থাকা হবে না। আমার সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।"

আমি আর্থার ও আর্থারের মার কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্য সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেলাম। সেখানে গিয়ে দেখি আর্থার কাঁদছে। আমাকে দেখেই আর্থার ব'লে উঠল।—"রিমি, তোমার মনিব ভারি দুষ্টু; তুমি তার কথা শুনবে না।"

আর্থারের মা বললেন—"রিমির মনিবকে দুষ্টু বলছ কেন ? তিনি তো রিমিকে খুবই ভালবাসেন। তার ভালোর জন্যই তো তিনি রিমিকে তার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন।"

"কিন্তু তিনি তো আর রিমির পিতা নন ?"

"পিতা না হ'লেও তিনি রিমিকে পুত্রের মতই ভালোবাসেন। আমি রিমির পিতাকে চিঠি লিখে জানব তারা রিমিকে আমাদের কাছে রাখতে রাজি আছেন কি না !"

আমার পিতার কথা বলতেই আমি ব্যাকুলভাবে ব'লে উঠলাম "না, না আপনি তাদের কিছু লিখবেন না।"

হঠাৎ আমাকে এমন ব্যাকুলভাবে নিষেধ করতে দেখে তিনি অবাক হ'য়ে গেলেন। আর্থারের মা বললেন—"কেন রিমি, তোমার বাবাকে চিঠি লিখতে দোষ কি ? তুমি কি আমাদের কাছে থাকতে চাও না ?"

আমি তেমনি ব্যাকুলভাবে বললাম—"না, না, আপনি তাদের কিছু লিখবেন না।"

আমি হয় তো আরো কিছুক্ষণ তাদের কাছে থাক্‌তাম। কিন্তু আমার পিতার কথা বলায় আমি আর দেরী না ক'রে তখনি বিদায় নিতে প্রস্তুত হলাম।

আর্থারের মা জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার পিতা তো শোভানোতেই থাকেন?"

আমি সে কথার কোন উত্তর না দিয়ে তাড়াতাড়ি আর্থারের কাছে গিয়ে তার হাত দুটি ধরলাম। সেও তার দুই দুর্ব্বল বাহুদ্বারা আমাকে জড়িয়ে ধরল। আর্থারের মা তার ছেলের পাশেই ব'সে ছিলেন। তিনি স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে আর্থারকে সম্বোধন ক'রে বললাম—"আর্থার, আমি চললাম। তোমার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে কি না জানিনে।

রিমির বিদায় গ্রহণ।

কিন্তু আমি যেখানে, যে অবস্থায়ই থাকি না কেন তোমার কথা কখনো ভুলবনা। তোমাকে আমি চিরকাল আমার ছোট ভাই ব'লে

মনে করব।" তারপর আর্থারের মার হাত দুটি ধ'রে বললাম—"আপনার স্নেহ ভালোবাসা আমি এ জীবনে ভুলব না।"

আর দেরী না ক'রে আমি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এলাম। ভিটেলিস্ সিঁড়িতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। আমি নেমে আসতেই তিনি বললেন—"চল"

১২

আবার আমাকে পথে বের হ'তে হ'ল। দিনরাত্রি কেবলি আমরা হেঁটে চলেছি। পথের কি আর শেষ নেই? কত পাহাড়, কত মাঠ, কত বন জঙ্গল পার হ'য়ে গেলাম। পথে চলবার সময় বজরাটির কথা একদিনের জন্যও আমি ভুলতে পারি নি। যদি আবার বজরাটি দেখতে পাই সেই আশায় আমি নদী বা খাল দেখতে পেলেই একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকতাম।

এদিকে শীতও প্রায় এসে পড়েছে। আকাশ মেঘে ঢাকা, মাঝে মাঝে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়তেও আরম্ভ হ'ল। কর্দ্দমাক্ত রাস্তায় আমাদের চল্‌তে খুবই কষ্ট হ'তে লাগল। যেরূপেই হ'ক শীতের পূর্ব্বে আমাদের প্যারী নগরীতে পৌঁছতে হবে। শীতের সময় প্যারী নগরী ভিন্ন অন্যত্র পয়সা উপার্জ্জনের কোন আশা নেই। সেই জন্য আমাদের চলার এত তাড়া।

কয়েক দিনের মধ্যেই উত্তুরে হাওয়া প্রবল হ'য়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আকাশও মেঘে ছেয়ে গেল। মেঘের আড়ালে সূর্য্য ঢাকা পড়ল। সমস্ত দিনেও আর আমরা সূর্য্যের মুখ দেখতে পেতাম না। ইহা তুষার-পাতের পূর্ব্ব লক্ষণ।

একদিন সকালে ঘুম হ'তে উঠে দরজা খুলতেই প্রবল উত্তুরে হাওয়ায়

আমাদের সর্ব্বাঙ্গে কাঁপুনী ধরিয়ে দিল। আজ সকাল থেকেই আকাশ অন্ধকার।

আমরা পোঁটলা পুঁটলি নিয়ে যাত্রার উপক্রম করতেই সরাইওয়ালা এমন দিনে আমাদের বের হ'তে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন—"আজ নিশ্চয় বরফ প'ড়বে, রাস্তায় চলা নিরাপদ নয়।"

ভিটেলিস্ বললেন —"আজ আমাদের ট্রয় নগরীতে পৌছতে হবে।"

"সে যে অনেক দূর; অন্ততঃ ত্রিশ মাইল রাস্তা! একদিনে সেখানে পৌঁছতে পারবে?"

"যেরূপেই হউক যেতেই হবে। রেমি চল।"

ভিটেলিস্ বাঁদরটাকে তার বুকের কাছে জামার নীচে ঢুকিয়ে নিলেন। সে মোটেই শীত সহ্য করতে পারে না। তার জন্যই বিশেষ ভাবনা।

আজ রাস্তায় মোটেই লোক নেই। মাঠেও আজ কেউ কাজ করতে আসেনি। শীতের তীব্র হাওয়া রাস্তার দু'ধারের গাছগুলিতেও কাঁপুনী ধরিয়ে দিয়েছে। আমরা মুখ নীচু ক'রে নিঃশব্দে চলতে লাগলাম।

হঠাৎ একঝাঁক হাঁস মাথার উপর দিয়ে কলরব করতে করতে উত্তর দিক হ'তে দক্ষিণ দিকে চ'লে গেল। তাদের গলার কাতর শব্দ অনেক দূর থেকেও আমাদের কানে ভেসে আসতে লাগল। শীতের ভয়েই উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে তাদের এই যাত্রা।

দেখতে দেখতে আকাশের রং বদলে গেল। গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ উত্তর দিক থেকে বাতাসে ভেসে আসতে লাগল। দেখতে দেখতে চারিদিক সাদা হ'য়ে গেল। আমি পূর্ব্বে আর কখনো বরফ-পড়া দেখিনি। সাদা বরফের গুঁড়োয় আমাদের সর্ব্বাঙ্গ ভরে গেল। কুকুর তিনটে

মাঝে মাঝে গা ঝাড়া দিয়ে শরীরের গুঁড়ো বরফ ঝেড়ে নিতে লাগল।

ভিটেলিস্ মাথা নীচু ক'রে চলেছেন। তাঁর মুখে কোন কথা নেই। চলতে চলতে তিনি একবার নিজের মনেই অস্পষ্ট স্বরে বললেন—"আজ আর ট্রয় নগরীতে পৌঁছোতে পারব না। রাস্তার ধারে গ্রামের মধ্যে কোথাও আশ্রয় নিতে হবে।"

কিন্তু কোথায় গ্রাম? ভিটেলিস্ এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। যতদূর দৃষ্টি যায় কোথাও গ্রাম বা লোকালয়ের চিহ্নও দেখতে পেলাম না। চারিদিকে নির্জ্জন প্রান্তর; তার ভিতর দিয়ে আমরা নিঃশব্দে চলেছি। উত্তুরে হাওয়ার শন্ শন্ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না।

কিছুক্ষণ পর আমরা একটা বনের ভিতর এসে পড়লাম। ভিটেলিস্ ক্রমাগত বাঁ দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলেন। এ সময় বনের ভিতর তিনি কেন এলেন, বাঁ দিকেই বা তিনি কি খুঁজছেন বুঝতে পারলাম না।

এক জায়গায় এসে তিনি থামলেন। বাঁ দিকে আঙ্গুল দিয়ে তিনি আমাকে কি একটা দেখতে বললেন। আমি সেদিকে তাকাতেই একটা ছোট ঘর দেখতে পেলাম। ভিটেলিস্ আমাদের নিয়ে সেদিকে চললেন।

কাছে আসলে দেখলাম ঘরটি কাঠের তৈরী। কাঠুরেগণ বনে কাঠ কাটবার জন্য এই ঘরটি তৈরী করেছে। উহার দেয়াল, চাল সবই কাঠের। কুকুর তিনটে তাড়াতাড়ি গায়ের বরফ ঝেড়ে নিয়ে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল।

ভিটেলিস্ ঘরে ঢুকে পোঁটলা পুঁটলি রেখে প্রথমেই আগুন জ্বাললেন। ঠাণ্ডায় আমাদের সকলেরই গা, হাত, পা অসাড় হ'য়ে গিয়েছিল। আগুন

জ্বালতেই কুকুর তিনটে আগুনের ধারে এসে বসল। আমরাও আগুনের ধারে ব'সে হাত, পা সেঁকতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পর ভিটেলিস্ থলের ভিতর থেকে একটা মস্ত বড় রুটি বের করলেন।

আজ আমাদের সমস্ত দিন কিছুই পাওয়া হয়নি। একটা রুটিতে আমাদের কারোরই পেট ভরলনা। কুকুর তিনটে তাদের ভাগ নিঃশেষ ক'রে ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে ভিটেলিসের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। বাঁদরটা সজোরে পেটে হাত বুলোতে লাগল। কিন্তু ভিটেলিসের থলের মুখ তেমনি বন্ধ রইল। কুকুর তিনটে ও বাঁদরটা তখন আস্তে আস্তে আগুনের ধারে গিয়ে শুয়ে পড়ল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর আমারও বসে থাকতে কষ্ট হচ্ছিল। আমিও উঠে গিয়ে আগুনের ধারে শুয়ে পড়লাম। তারপর কখন যে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম জানতে পারলাম না।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানিনে। যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন দেখি বরফ-পড়া বন্ধ হয়েছে। বাইরে তাকিয়ে দেখলাম মাটির উপরে ও গাছের মাথায় স্তূপীকৃত বরফ জমে আছে।

বেলা কয়টা বেজেছে কে জানে? আজ সকাল থেকেই সূর্য্যের মুখ দেখতে পাইনি। ভিটেলিসের কাছে যে-ঘড়িটা ছিল তা তিনি পূর্ব্বেই বিক্রী করে দিয়েছেন।

ভিটেলিস্ আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন—"এখনো সন্ধ্যা হ'তে দেরি আছে। তুমি আজ হাঁটতে পারবে?"

"জানিনে, হয় তো চলতে কষ্ট হবে।"

তিনি বললেন—"আজ আর বের হয়ে কাজ নেই। সন্ধ্যার পূর্ব্বে ট্রয় নগরীতে পৌঁছোতে না পারলে পথে কোথাও আশ্রয় পাব কিনা কে জানে? আবার হয় তো বরফ পড়তেও আরম্ভ হবে।"

আমরা ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে আগুনের ধারে ব'সে রইলাম। সন্ধ্যা

হ'য়ে আসলে ভিটেলিস্ আগুনের ধারে কিছু কাঠ জমিয়ে রাখলেন। আবার তিনি থলের ভিতর থেকে একটা রুটি বের ক'রে সকলকে ভাগ ক'রে খেতে দিলেন। আমার খাওয়া হ'লে তিনি বললেন—"তুমি সকাল সকাল শুয়ে পড়। আমি এখন জেগে থাকব। তারপর তোমাকে জাগিয়ে দিয়ে আমি ঘুমোবো। আগুনটা জ্বালিয়ে রাখা দরকার। তা না হ'লে শীতে কষ্ট পেতে হবে।"

আমি শুয়ে পড়তেই ঘুমিয়ে পড়লাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলাম জানিনে। একসময় ভিটেলিসের ডাকে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। আমি উঠে বসলে তিনি বললেন—"রাত্রি আর বেশী নেই। তুমি এবার জেগে বসে থাক, আমি একটু ঘুমিয়ে নিই। আগুনটাকে নিবতে দিওনা।" এই বলে তিনি শুয়ে পড়লেন। একটু পরেই তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন।

কুকুর তিনটে ও বাঁদরটা আগুনের ধারে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। ঘরের মধ্যে আমিই একমাত্র জেগে আছি। একবার আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। চারিদিক নীরব নিঃস্তব্ধ। কোথাও একটু শব্দ নেই। তখনো বরফ পড়ছিল। চারিদিক সাদা হয়ে গেছে। দেখে মনে হচ্ছিল সমস্ত পৃথিবীটাকে কে যেন একটা সাদা কাপড়ে মুড়ে ফেলেছে। পৃথিবীর এমন সাদা চেহারা আমি আর পূর্ব্বে কখনো দেখিনি। একদৃষ্টে আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ এইভাবে ব'সে থাকতে থাকতে আমার কেমন ঘুম পেয়ে এল। আমি প্রাণপণে জেগে থাকবার চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু আমার সমস্ত চেষ্টাই বিফল হ'ল। কখন যে এক সময় আগুনের ধারে কাৎ হ'য়ে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম জানতেও পারলাম না।

হঠাৎ একসময় কাপির ঘেউ ঘেউ ডাকে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ভিটেলিস্ও জেগে পড়লেন। তিনি চোখ মেলেই বললেন—"একি

ঘর যে অন্ধকার? আগুনটা কি নিবে গেছে? রিমি, তুমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলে?”

এমন সময় ঘরের বাইরে ডল্‌সির কাতর শব্দ শোনা গেল। আমি তাড়াতাড়ি বাইরে যাবার উপক্রম করতেই ভিটেলিস্‌ আমার হাত চেপে ধরে বললেন—“কোথায় যাও? আগে আগুন জ্বাল।”

তিনি নিজেই তাড়াতাড়ি আগুন জ্বাললেন। একটা শুকনো ডালে আগুন ধরিয়ে হাতে নিয়ে বললেন—“চল, বাইরে গিয়ে ডল্‌সিকে খুঁজে দেখি।”

বাইরে আসতেই দূরে নেকড়ের ডাক শুনতে পেলাম। কাপি নেকড়ের ডাক শুনে ভয়ে আমাদের কাছে সরে এল।

আমি যখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তখন ডল্‌সি ও জার্বিনো দু’জনেই ঘর থেকে বের হয়ে গেছিল, হয়তো আহার খোঁজবার জন্য। নেকড়ের ডাক শুনে তাদের জন্য ভয় হ’তে লাগল।

ভিটেলিস্‌ পুনরায় ঘরে ঢুকে একটা শুকনো ডালের মাথায় নেকড়া জড়িয়ে একটা মশাল তৈরী করলেন। তারপর সেই মশালটা জ্বালিয়ে নিয়ে কুকুর দু’টার খোঁজে বের হলেন।

একটু অগ্রসর হ’তেই বরফের উপর তাদের পায়ের দাগ দেখা গেল। সেই দাগ ধ’রে ধ’রে আমরা চলতে লাগলাম। এক জায়গায় এসে দেখলাম বরফের উপর রক্তের দাগ। আমারা কুকুর দুটির নাম ধ’রে ডাকতে লাগলাম। কিন্তু তাদের কোন সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না।

ভিটেলিস্‌ বললেন—“তাদের নেকড়ে ধরে নিয়ে গেছে, খোঁজ করা বৃথা। ঘরে ফিরে চল।” ভিটেলিসের মুখে গভীর বিষাদের ছায়া দেখতে পেলাম। আমি অপরাধীর মত তার পিছনে পিছনে চল্‌লাম।

ঘরে ফিরে এসে দেখি বাঁদরটা নেই। তার গায়ের কাপড়টা আগুনের ধারে প'ড়ে আছে।

ভিটেলিস্ গভীর নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"জানি নে, অদৃষ্টে কি আছে। কুকুর দুটোকে হারালাম। বাঁদরটাকেও হয়তো হারাতে হবে।"

আমি অপরাধীর মত ভয়ে ভয়ে বললাম—"একবার বাইরে গিয়ে খুঁজে দেখলে হয় না?"

"বৃথা। সকাল না হ'লে খুঁজে পাওয়া যাবেনা। এই ঠাণ্ডায় তাকে কি আর জ্যান্ত দেখতে পাব?"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"সকাল হ'তে আর কত দেরী?"

"অন্ততঃ তিন ঘণ্টা।"

আমরা আগুনের পারে বসে রইলাম। আমাদের কারোর মুখে কথা নেই। ভিটেলিস্ চিন্তামগ্ন। আমার কেবলি মনে হতে লাগল কেন আমি রাত্রিতে ঘুমিয়ে পড়লাম! আমারই অসতর্কতায় ভিটেলিস্ তার প্রিয় কুকুর দুটোকে হারালেন। বাঁদরটাকেও যদি না পাওয়া যায়? আমার এ অপরাধ কি তিনি কখনো ক্ষমা করবেন?

সমস্ত রাত্রি উদ্বেগের মধ্যে আমাদের কেটে গেল। সকাল হ'তেই আমরা বাঁদরটাকে খুঁজতে বের হলাম। কিন্তু বাইরে তখনো কি ঠাণ্ডা! গাছের একটিও পাতা দেখা যাচ্ছে না; সব বরফে ঢেকে গেছে। আমাদের পায়ের নীচে মাটিও বরফে ঢাকা। আমরা সেই বরফের উপর দিয়ে চলতে লাগলাম। কাপি আমাদের আগে আগে চলল। হঠাৎ এক জায়গায় এসে কাপি ঘেউ ঘেউ ক'রে ডেকে উঠল। তার মুখ উপরের দিকে। আমরা তার কাছে এসে উপর দিকে তাকাতেই একটা গাছের ডালে বাঁদরটাকে দেখতে পেলাম। সে নিতান্ত নির্জীব মরার মত হয়ে একটা ডালে বসে আছে।

ভিটেলিস্ তার নাম ধ'রে ডাকতে লাগলেন। কিন্তু তার কাছ থেকে

কোন সাড়া পাওয়া গেল না। আমাদের ভয় হ'তে লাগল হয়তো সে জীবিত নেই। আমি তাড়াতাড়ি গাছের উপরে উঠে পড়লাম। বাঁদরটার দিকে হাত বাড়াতেই সে এক লাফে অন্যডালে পালিয়ে গেল। সেখান থেকে সে মিট্ মিট্ ক'রে আমাকে দেখতে লাগল। কিন্তু আমি তাকে ধরতে গেলেই সে একডাল থেকে অন্যডালে পালিয়ে যেতে লাগল।

গাছের উপর রেমি ও প্রেটিহার্ট।

ভিটেলিস্ নীচে থেকে বললেন—"সে নিজে ধরা না দিলে তাকে ধরবার চেষ্টা করা বৃথা।" আমি এখন কি করি ব'সে ব'সে ভাবছি এমন সময় হঠাৎ বাঁদরটা উপরের ডাল থেকে একেবারে আমার কোলের উপর

লাফিয়ে পড়ল। আমি তাড়াতাড়ি তাকে কোলে নিয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লাম। ঠাণ্ডায় তার সমস্ত শরীর তখন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছিল।

ভিটেলিস্ বললেন—"আর দেরী করোনা, ঘরে চল। আগুনে সেঁকে এর শরীর গরম করতে হবে।"

ঘরে এসে ভিটেলিস্ বাঁদরটাকে আগুনে সেঁকে সেঁকে প্রায় রুটি-সেঁকা করে তুললেন। কিন্তু তবু তার কাঁপুনী গেল না।

ভিটেলিস্ বললেন—"তাড়াতাড়ি গরম গরম কিছু খেতে দিতে না পারলে এর শীত যাবে না, বাঁচানো কষ্ট হবে।"

১৩

আমরা আর দেরী না ক'রে পৌটলা পুঁটলি ঘাড়ে ফেলে ঘর হ'তে বের হয়ে পড়লাম। আজ রাস্তা দিয়ে চলবার সময় জার্বিনো ও ডল্‌সির স্থান শূন্য প'ড়ে রইল। কাপির আজ আর রাস্তায় চলবার সে-আনন্দ নেই। সে বারবার পিছন ফিরে ফিরে দেখছিল। বন্ধুদের হারিয়ে রাস্তায় চলতে তার পা যেন আজ চলছিল না।

ভিটেলিস্ বাঁদরটাকে বুকে চেপে ধ'রে এক রকম ছুটে চলতে লাগলেন। কিছুদূর এসে দূরে একটা গির্জ্জাঘরের চূড়া দেখতে পাওয়া গেল। ভিটেলিস্ আমাকে তাড়া দিয়ে বললেন—"চল, চল গ্রাম দেখা যাচ্ছে।"

গ্রামে প্রবেশ করে ভিটেলিস্ প্রথমেই সরাইয়ের সন্ধানে বের হলেন। এবার আর যেমন-তেমন সরাই নয়, বেশ ভাল দেখে একটা হোটেল খুঁজে বের করলেন। সেখানে পৌটলা পুঁটলি রেখে আমাকে আর দেরী না ক'রে কম্বল মুড়ি দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে বললেন। আমি বিছানায় শুয়ে পড়তেই তিনি আমার গায়ে আরো একটা মোটা

কম্বল চাপিয়ে দিলেন। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভিটেলিস্ আমাকে আশ্চর্য্য হ'তে দেখে বললেন—"বিছানাটা গরম হ'লেই তোমার বুকে বাঁদরটাকে শুইয়ে দেব।" এই ব'লে তিনি আমার বুকের উপর বাঁদরটাকে শুইয়ে দিলেন। উহার শরীরের তাপে আমার গা যেন পুড়ে যেতে লাগল। বুঝলাম বাঁদরটার জ্বর হয়েছে।

ভিটেলিস্ বললেন—"তুমি বাঁদরটাকে নিয়ে শুয়ে থাক, আমি ডাক্তার ডেকে আনছি।"

কিছুক্ষণ পরে তিনি ডাক্তার নিয়ে ফিরে এলেন। আমাকে শুয়ে থাকতে দেখে ডাক্তার মনে করলেন আমিই বুঝি রোগী। তিনি নাড়ী দেখবার জন্য আমার দিকে হাত বাড়াতেই আমি তাড়াতাড়ি ব'লে উঠলাম—"আমি রোগী নই।"

ডাক্তার মনে করলেন জ্বরের ঘোরে আমি বুঝি প্রলাপ বকছি। তিনি তার কোটের পকেট থেকে যন্ত্র বের ক'রে আমার বুকে লাগাবার উপক্রম করতেই আমি তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। তিনি কিছু বুঝতে না পেরে একবার ভিটেলিসের মুখের দিকে একবার আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগলেন।

আমি তাড়াতাড়ি কম্বলের ভিতর হ'তে বাঁদরটার হাত বাইরে এনে বললাম—"এর অসুখ, একে আপনি পরীক্ষা করুন।"

অমনি ডাক্তার সাহেব নাক মুখ সিঁটকিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন। ক্রুদ্ধস্বরে ভিটেলিস্‌কে বললেন—"কী, আমার সঙ্গে প্রতারণা? এই তোমার রোগী? আগে আমাকে সে-কথা বলনি কেন? একটা বাঁদরকে দেখবার জন্য আমাকে ডেকে এনেছ?"

লোকের মন বশ করবার বিদ্যে ভিটেলিসের অসাধারণ ছিল। তিনি বিনয়ের সঙ্গে ডাক্তার-সাহেবের সম্মুখে দাঁড়িয়ে বললেন—"হুজুর তো

একজন হাতুড়ে ডাক্তার নন, আপনার যে একজন বড় বৈজ্ঞানিক ব'লে বহু খ্যাতি? সেই জন্যই তো আপনাকে ডেকে এনেছি। বৈজ্ঞানিকের নিকট একটা বাঁদরের অসুখ কি উপেক্ষার বিষয়? আপনি কি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার এমন একটি সুযোগ ত্যাগ করবেন?"

ভিটেলিসের প্রশংসায় ডাক্তার-সাহেবের মন গলে গেল। তিনি কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে বাঁদরটার দিকে তাকালেন। বাঁদরটা অমনি কাতরভাবে ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে কম্বলের ভিতর হতে তার ডান হাতটা বার করে দিল।

ভিটেলিস্ অমনি ডাক্তার-সাহেবকে সম্বোধন করে বললেন—"দেখছেন, এর কেমন বুদ্ধি? আপনাকে দেখেই বুঝেছে আপনি ডাক্তার। তাই নাড়ী দেখবার জন্য হাতটা বার করে দিয়েছে।"

ডাক্তার-সাহেবের মন থেকে বিরক্তির ভাব চলে গেল। তিনি বাঁদরটার পাশে বসে যন্ত্র দিয়ে তার বুক পিঠ পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন। বাঁদরটা চুপ ক'রে শুয়ে রইল। বুক পিঠ দেখা হ'য়ে গেলে ডাক্তার-সাহেব বললেন—"ঠাণ্ডা লেগে এর নিমোনিয়া হয়েছে। অবস্থা খুব খারাপ, বাঁচবার আশা নেই। একটা ঔষধ লিখে দিচ্ছি, দুঘণ্টা পর পর খাওয়াবে।" এই কথা বলে ভিজিটের টাকা নিয়ে ডাক্তার-সাহেব চলে গেলেন। ভিটেলিস্ তাড়াতাড়ি ঔষধ আনতে চলে গেলেন, কিন্তু ফিরে এসে বাঁদরটাকে আর জীবিত দেখতে পেলেন না।

ভিটেলিস্ দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হয়েছে। তোমাকে আর্থারের মার কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে এসেই অন্যায় ক'রেছি। ভগবান তারি শাস্তি দিচ্ছেন। কুকুর দুটোকে হারালাম, বাঁদরটাও মরল, জানিনে অদৃষ্টে আরো কি আছে।"

১৪

আমরা প্যারী নগরীর দিকে চলেছি। এখনো প্যারী নগরী অনেক দূরে। আরো কতদিন চলতে হ'বে কে জানে?

রাস্তায় ধূলো কাদা ভেঙ্গে আমরা চলতে লাগলাম। পথের যে আর শেষ নেই। একদিন অনেক দূরে আকাশে কালো ধোঁয়ার মত কি দেখা যেতে লাগল। ভিটেলিস্ আমাকে তা দেখিয়ে বললেন—"ঐ দূরে প্যারী নগরী দেখা যাচ্ছে।"

ঐ প্যারী নগরী? উহার আকাশ এমন ধোঁয়ায় পূর্ণ? প্যারী নগরী সম্বন্ধে আমি কত কথাই না শুনেছি, এমন সুন্দর সহর নাকি পৃথিবীতে আর একটিও নেই। আমি ভেবেছিলাম উহা দেখতে রূপকথার স্বর্ণ-পুরীর মত হ'বে। এই কি আমার কল্পনার সেই স্বর্ণ-পুরী?

আমরা যতই অগ্রসর হ'তে লাগলাম রাস্তার কাদা ততই বাড়তে লাগল। এক এক জায়গায় কাদায় আমাদের পা বসে যেতে লাগল। রাস্তার দুধারের বাড়ীগুলি কী নোংরা, কী অপরিষ্কার! আমার কল্পনার স্বর্ণ-পুরীর স্বর্ণ-প্রাসাদ একটিও নজরে পড়ল না।

আমরা যতই অগ্রসর হ'তে লাগলাম রাস্তার ভিড় ততই বাড়তে লাগল। সকলের মুখেই কী ব্যস্ত ভাব। কারোর যেন এক মুহূর্ত্তেরও অবসর নেই! ভিড়ের মধ্যে পাছে আমি হারিয়ে যাই সেই ভয়ে ভিটেলিস্ আমাকে তাঁর হাত ধরে চলতে বললেন।

প্যারী নগরীতে গিয়ে কি করব, কোথায় থাকব কিছুই জানিনে। ভিটেলিস্‌কে সে-কথা জিজ্ঞাসা করবার সাহস ও আমার ছিল না।

একদিন তিনি নিজেই বললেন—"প্যারী নগরীতে আমাদের দু'জনের ছাড়াছাড়ি হবে।"

এ কথায় আমি ভয় পেয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালাম।

আমার মুখে ভয়ের চিহ্ন দেখে তিনি সস্নেহে বললেন—"এ ছাড়াছাড়ি শুধু দুদিনের জন্য, তোমার ভয় নেই।"

তার এই সস্নেহ বাক্যে আমার চোখে জল এল। আমি বললাম—"না, আমি ভয় করিনে। আপনি আমাকে কত ভালবাসেন তা আমি জানি।"

তিনি তেমনি সস্নেহে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন—"রিমি, তুমি ছাড়া আমারও আর কে আছে? আমার এই বৃদ্ধ বয়সে তুমিই যে আমার একমাত্র অবলম্বন! আর্থারের মাকে আমি কথা দিয়েছি তোমাকে আমি মানুষ করে তুলব। কিন্তু সম্প্রতি আমার বড়ো দুঃসময়। কুকুর দুটো থাকলে কোন ভাবনা ছিল না। তার উপর বাঁদরটাকে হারিয়েছি। তাদের অভাবে প্যারী সহরে আমার পয়সা উপার্জ্জনের পথ রুদ্ধ। একা কাপিকে নিয়ে কিছুই করতে পারব না।"

আমি বললাম—"আমিও তো আছি।"

তিনি বললেন—"এ প্যারী সহর। তোমাদের দু'জনের দ্বারা কিছুই হবে না। শীতের এই দুমাস দুটো কুকুরকে শিখিয়ে জার্বিনো ও ডল্সির অভাব পূরণ করতে হবে। এই দুমাস তুমি একজন পেড্রোনের* কাছে থাকবে। তোমার জন্য সে আমাকে কিছু দেবে, আর আমি নিজে বাড়ি বাড়ি বেহালা শিখিয়ে কিছু কিছু উপার্জ্জন করব ও দুটো কুকুরকেও শিখিয়ে নেব। দুমাস পর আবার আমরা একত্র হ'ব। এবার আমরা ইংলণ্ডে যাব। সেখান থেকে আমরা সমস্ত ইউরোপ ঘুরে বেড়াব। তুমি কত নূতন নূতন দেশ দেখবে, কত নূতন বিষয় শিখবে,

* পেড্রোনের পরিচয় গল্পের সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া যাবে।

নূতন দেশে গিয়ে নূতন নূতন ভাষা শিখবে, বিভিন্ন দেশের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে তুমি মানুষ হ'য়ে উঠবে।”

নূতন দেশের নামে আমার মনে খুবই আনন্দ হ'ল, কিন্তু পেড্রোনের কাছে আমাকে দু'মাস থাকতে হবে শুনে ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। এরা যে কিরূপ নিষ্ঠুর, ছেলেদের উপর যে কিরূপ অত্যাচার করে, তা আমার জানা ছিল। রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে ক'রে পয়সা উপার্জ্জন করবার জন্য এরা ছোট ছোট ছেলে পোষে। তাদের সমস্ত দিন খাটায়, ঘরে ফিরে এলে পেট ভরে খেতে দেয় না। একদিন পয়সা কম হলেই বেত্রাঘাতে তাদের শরীর জর্জ্জরিত করে। হায়, এই নিষ্ঠুর পেড্রোনের কাছেই কি অবশেষে আমাকে থাকতে হবে?

এই কথা ভাবতে ভাবতে আমি অন্যমনস্কভাবে রাস্তা দিয়ে চলেছি এমন সময় এক জায়গায় এসে ভিটেলিস্ বললেন—“আমরা প্যারী নগরীতে এসে পৌঁচেছি।”

তার কথায় আমার চমক ভাঙ্গল। আমি চেয়ে দেখলাম আমরা একটা সরু নোংরা গলির ভিতর দিয়ে চলেছি।

আমি বললাম—“এই প্যারী সহর?”

“হাঁ! এখানে সহরের যত মুটে, মজুর, ভিখারীদের বাস।”

এমন জায়গায় আমাকে বাস করতে হবে? ভিটেলিস্ থাকবেনা, কাপিকে দেখতে পাব না, একটা নিষ্ঠুর পেড্রোনের আড্ডায় আমাকে দিন কাটাতে হবে? হায়, এই কি আমার অদৃষ্টে ছিল!

ভিটেলিস্ ক্রমাগত রাস্তার ভিড় ঠেলে চলতে লাগলেন। আমাকে বারবার সাবধান ক'রে দিতে লাগলেন আমি যেন তাঁর হাত ছেড়ে না দিই। একবার ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলে আমাকে খুঁজে পাওয়া শক্ত হবে।

হঠাৎ ভিড়ের মধ্যে একটা বাড়ির সামনে এসে ভিটেলিস্ দাঁড়িয়ে গেলেন। আমাদের সামনে রাস্তায় এক হাঁটু কাদা; চারিদিক নোংরা, অপরিষ্কার। রাস্তার দু'ধারের বাড়িগুলিতে কোন দিক দিয়ে আলো বাতাস প্রবেশের পথ নেই। ভিটেলিস্ আমাকে নিয়ে সেইরকম একটি বাড়িতে প্রবেশ করলেন।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার সময় দেখলাম একজন লোক দিনের বেলায়ই একটা প্রদীপ জেলে বারাণ্ডায় একটা ছেঁড়া কম্বলের উপর ব'সে ঢুলছে। ভিটেলিস্ তার কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"গেরোফেলি ঘরে আছে কি?"

সেই ব্যক্তি তেমনি ঢুলতে ঢুলতেই জড়িতস্বরে বলল—"জানি নে, চারতলায় গিয়ে খোঁজ কর।"

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠবার সময় ভিটেলিস্ বললেন—"আমি যে পেড্রোনের কথা বলেছিলেম সে এই বাড়িতে থাকে। তার নামই গেরোফেলি।"

বাড়িটি চারতলা। তারি সর্বোচ্চ তলার একটি ঘরে ভিটেলিস্ আমাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন। ঘরটি এমন অন্ধকার যে দিনের বেলায়ই কিছু দেখা যায় না। ঘরে প্রবেশ করবার জন্য একটি মাত্র দুয়োর, তা ছাড়া অন্য কোনো দুয়োর বা জানালা নেই। ঘরে আস্বাব্ পত্রের মধ্যে সারি সারি কয়েকটি খাটিয়া; খাটিয়াগুলির উপর কম্বল পাতা। সেই কম্বলগুলি মানুষের ব্যবহারে অযোগ্য। শীতের সময় সে-রকম কম্বল ঘোড়ার গায় বেঁধে দেওয়া হয়।

ভিটেলিস্ ঘরে প্রবেশ করেই হাঁকলেন—"গেরোফেলি ঘরে আছ কি? চোখে যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে। একটা আলো জ্বালো।"

ঘরের এক কোণ হ'তে একটি ক্ষীণ কণ্ঠের উত্তর এল—"না, তিনি ঘরে নেই।"

আমি সেই ক্ষীণ কণ্ঠের দিকে অগ্রসর হয়ে দেখলাম একটি মনুষ্য মূর্তি। প্রথম উহাকে মনুষ্য মূর্তি বলে মনেই হয়নি ; কয়েকখানা হাড়ের উপর মস্ত বড়ো একটি মাথা। চোখ দু'টির দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। এমন করুণ ও বিষাদপূর্ণ দৃষ্টি আমি পূর্ব্বে আর কখনো দেখিনি।

ভিটেলিস্ তাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"সে কখন ফিরবে বল্‌তে পার ?"

তেমনি ক্ষীণকণ্ঠে সে উত্তর করল—"দু'ঘণ্টা পর।"

"দু'ঘণ্টা পর ঠিক আসবে জান ?"

"হাঁ। তখন কিনা আমাদের খাবার সময়। তিনি উপস্থিত না থাকলে আমরা খেতে পাব না।"

"আচ্ছা, আমি এখন যাই। দু'ঘণ্টা পর আবার আসব। সে আসলে আমার কথা তাকে ব'লো। আমার নাম ভিটেলিস্।"

তিনি আমাকে বললেন—"তুমি এখানে ব'সে একটু বিশ্রাম কর। তোমার আর আমার সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই।" এই ব'লে তিনি সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেলেন।

ভিটেলিস্ চলে গেলে ঘরের সেই মূর্ত্তিটি আমার কাছে এসে বসল। এবার তাকে ভাল ক'রে দেখবার সুযোগ হ'ল। মূর্ত্তিটির মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তার বয়স বেশি নয় ; আমারই সমবয়সী হবে। কিন্তু কী রুগ্ন ? মুখ কাগজের মত সাদা ও রক্তহীন।

সে অতিশয় ক্ষীণকণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল—"তোমার বাড়ি কি ইটালিদেশে ?"

আমি ফরাশী ভাষায় উত্তর করলাম—"না।"

"কোথায় ?"

"ফরাশী দেশে।"

"ভালো।"

"কেন, তুমি কি ইটালিয়ানদের ঘৃণা কর?"

"না, তা নয়। আমি ভেবেছিলাম তুমি বুঝি এখানে থাকবে। আমাদের মনিবের বাড়ি কিনা ইটালি দেশে, তাই ইটালি দেশের ছেলেরাই এখানে আসে। তুমি এখানে থাকবে না, ভালোই।"

"কেন, তোমাদের মনিবকে কি তোমরা ভালোবাস না? তিনি কি তোমাদের ভালোবাসেন না?"

আমার এ প্রশ্নের কোনো স্পষ্ট জবাব না দিয়ে সে এমনভাবে আমার মুখের দিকে তাকালো যে তাতেই তার মনের ভাব আমি বুঝতে পারলাম।

মেটিয়া হাঁড়িতে মাংস সিদ্ধ করছে।

সে উঠে ঘরের মধ্যে একটা উনুনের ধারে গিয়ে বসল। আমিও তার সঙ্গে উঠে গিয়ে উনুনের ধারে ব'সে হাত পা গরম করতে লাগলাম।

উনুনের উপর একটা হাঁড়ির মধ্যে তখন কি যেন একটা টগবগ্ ক'রে ফুটছিল। সেই হাঁড়িটির মুখ তালাচাবি দিয়ে বন্ধ করা।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"এই হাঁড়িটির ভিতর কি আছে?"

"আমাদের খাবার রান্না হচ্ছে।"

"তালাচাবি আঁটা কেন?"

"যদি হাঁড়ি থেকে মাংস তুলে আমি খেয়ে ফেলি?"

এ কথায় আমি হেসে ফেল্লাম।

ছেলেটি ক্ষীণ কণ্ঠে বলল—"তুমি হাসছ? খেতে না পেলে আমাদের যে কি দুঃখ তা তুমি বুঝতে পারতে।"

"কেন, তোমাদের মনিব কি তোমাদের খেতে দেয় না?"

"খেতে দেয় কিন্তু তাতে পেট ভরেনা।"

"না খেয়ে খেয়েই কি তুমি এমন রোগা হয়েছ?"

ছেলেটি আমাকে বলল—"তুমি আমার কাছে এসে বস, আমি তোমাকে আমার সব কথা বলছি। তুমি যদি এখানে থাকো তা'হলে তোমার সব কথাই জানা ভালো।" আমি কাছে আসলে ছেলেটি বলতে আরম্ভ করল—

"আমার নাম মেটিয়া। গেরোফেলি আমার মামা হন। আমার বাবা নেই, মা আছেন। তিনি বড় গরীব। আমার আর একটি বোন আছে; তার নাম ক্রিশ্চিনা। সে মার কাছে থাকে। আমাদের দু'জনকে মা খেতে দিতে না পারায় গেরোফেলি আমাকে মার কাছ থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন। এখানে আমার মতো আরো কয়েকটি ছেলে আছে। আমরা সর্ব্বশুদ্ধ ১২ জন। আমরা কেউ রাস্তায় রাস্তায় ভিক্ষে করি, কেউ রাস্তায় গান গেয়ে বেড়াই, কেউ বাড়ি বাড়ি চিমনির কালি ঝুল পরিষ্কার করি। আমাকে গেরোফেলি দুটো সাদা ইঁদুর দিয়েছেন। রাস্তায় রাস্তায় ইঁদুর দুটো দেখিয়ে সমস্ত দিনে

আমাকে পাঁচ আনা পয়সা উপার্জ্জন ক'রে আন্‌তে হয়। সকলেরই এইরূপ উপার্জ্জনের পরিমাণ তিনি নির্দ্দিষ্ট করে দিয়েছেন। যেদিন যার পয়সা কম হয় সেদিন তাকে সে পরিমাণ চাবুক খেতে হয়।" এই ব'লে সে গায়ের জামা খুলে তার পিঠে চাবুকের দাগ আমাকে দেখাল। তারপর আবার সে বল্‌তে লাগল—"পয়সা কম হ'লে প্রথমে চাবুক, তারপর হয় খাওয়া বন্ধ। যত পয়সা কম হবে, আহারে সেই পরিমাণ আলুও কমতে থাকে। আমার রোজই পয়সা কম হ'ত, তাতে রোজই আমার আহারের পরিমাণ কমতে লাগল। এক এক দিন আমাকে না খেয়েই থাকতে হ'ত। এইরূপে না খেয়ে খেয়ে আমি হয় তো মরেই যেতাম। কিন্তু কেন জানিনে, রাস্তার লোক আমাকে দয়া ক'রে কিছু কিছু খেতে দিত। গেরোফেলি যখন সে-কথা জান্‌তে পারল তখন সে আমার বাইরে যাওয়া বন্ধ ক'রে দিল। তখন থেকে ঘরে ব'সে ব'সে হাঁড়িতে খাবার সিদ্ধ করবার ভার আমার উপর পড়েছে। ঘরে এক জায়গায় ব'সে থেকে থেকে আমি বড় রোগা হ'য়ে গেছি, না?"

তার কথা শুনে তার প্রতি আমার বড় মায়া হ'তে লাগল। আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম—"না তুমি তেমন তো রোগা হও নি।"

"আমাকে আর বৃথা আশ্বাস দিয়ে কি হবে? শরীরে যে আমার একটুও শক্তি নেই, তা কি আমি বুঝতে পারিনে? আমি তো রোগা হতেই চাই।"

তার এই কথায় আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে বললাম—"তুমি রোগা হ'তে চাও?"

"হাঁ তা'হলেই গেরোফেলি আমাকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেবে। সেখানে আমাকে আর অনাহারে থাকতে হবে না, গেরোফেলির চাবুকও পিঠে পড়বে না। আর যদি সেখানে মরে যাই তা'হলে তো ভগবানের কাছেই যাব। তিনি তো সকলকেই ভালবাসেন।"

অসুখ করলে পাছে আমাকে হাঁসপাতালে যেতে হয়, সেজন্য আমার মনে আতঙ্কের সীমা ছিল না! আর মেটিয়া কিনা নিজেই ইচ্ছে ক'রে হাঁসপাতালে যেতে চাচ্ছে? কত দুঃখে যে বেচারা হাঁসপাতালে যেতে চাচ্ছে তা বুঝতে আমার বাকি রইল না।

সে আবার বলতে লাগল—"তুমি এখন দূরে গিয়ে বস, গেরোফেলি এখনি এসে পড়বে। আমাদের দু'জনকে গল্প করতে দেখলে সে চটে যাবে। তুমি এখানে থেকোনা। তা'হলে তোমাকেও এমনি অনাহারে থাকতে হবে, পিঠে চাবুক খেতে হবে।"

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল। একটি ছেলে একহাতে একটা বেহালা, অন্যহাতে এক টুকরো কাঠ নিয়ে ঘরে প্রবেশ করল।

মেটিয়া ছেলেটিকে বলল—"তোমার কাঠের টুকরোটা আমাকে দাও না, ঝোলটা আর একটু সিদ্ধ করলে খেতে ভাল হবে।"

ছেলেটি বিদ্রূপের স্বরে বলল—"তোমার ঝোলের জন্যই আমি কিনা এই কাঠের টুকরো এনেছি? তোমাকে ওটা দিয়ে আমি পিঠে চাবুক খাই! আজ আমার চার পয়সা কম পড়েছে। তারি বদলে আমি এই কাঠের টুকরো এনেছি।"

একে একে ছেলেরা সব আসতে লাগল। যাদের কাছে ইঁদুর, খরগোস ছিল তারা সেগুলি খাঁচায় পুরে রাখল। যাদের হাতে বেহালা ছিল তারা দেয়ালের পেরেকে সেগুলি ঝুলিয়ে রাখল।

এইবার সিঁড়িতে একটা দুপ্‌দাপ্‌ ভারি পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। ছেলের দল কথা বন্ধ ক'রে 'ঐ আসছেরে' ব'লে কানাকানি করতে লাগল।

একটু পরেই একটি বেঁটে ধরণের লোক ঘরে প্রবেশ করল। তার গায়ে একটা লম্বা কোট; সেটা পা অবধি ঝুলে পড়েছে; মাথায় টুপি। সে ঘরে ঢুকতেই একটি ছেলে তার সামনে একটা চেয়ার এনে রাখল।

সে টুপিটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সেই চেয়ারে বসে পড়ল। তারপর আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাতেই মেটিয়া তার কাছে এসে আমার পরিচয় দিয়ে ভিটেলিস্ যে এসেছিল সে-কথা তাকে বলল।

গেরোফেলি ব'লে উঠল—"ভিটেলিস্ এসেছিল? তার আবার এখানে কি দরকার?"

মেটিয়া বলল—"জানিনে।"

গেরোফেলি রুক্ষস্বরে ব'লে উঠল—"তোকে কে সে-কথা জিজ্ঞাসা করেছে?" আমার দিকে তাকিয়ে বলল—"ভিটেলিস্ কেন এসেছে?"

আমি বললাম—"তিনি এখনি আবার আসবেন। তিনি কেন এসেছেন তাঁর কাছেই শুনতে পাবেন।"

আমাকে আদর ক'রে তার কাছে ডেকে বললেন—"তোমার নাম কি বাছা?"

"রেমি।"

"বাড়ি?"

"এ দেশেই।"

আমার সঙ্গে গেরোফেলির কথা শেষ হ'তে না হ'তেই একটি ছেলে একটা তামাকভরা পাইপ্ তার হাতে তুলে দিল। আর একটি ছেলে একটা দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে পাইপটা ধরাতে গেল। জ্বলন্ত দেশালাইয়ের কাঠিটা মুখের কাছে আনতেই গেরোফেলি সেটা একটানে দূরে ফেলে দিয়ে রুক্ষস্বরে ব'লে উঠল—"কি ক'রে পাইপ্ ধরাতে হয় তাও এখনো শিখিসনি! কাঠিটার মশলা না পুড়তেই মুখের কাছে এনে ধরেছিস? উঃ মশলার কী বিশ্রী গন্ধ।"

সে যেমনি আর একটি কাঠি ধরিয়েছে অমনি গেরোফেলি তার ঘাড় ধরে এক ধাক্কা দিয়ে বলল—"যা যা তোকে আর পাইপ্ ধরাতে হবেনা। রিকার্ডো, আয়তো বাছা এদিকে।"

অমনি আর একটি ছেলে তার সামনে এসে দাঁড়াল।

"দেতো বাছা, তুই আমার পাইপ্‌টা ধরিয়ে।"

পাইপ্‌টা ধরানো হয়ে গেলে গেরোফেলি কিছুক্ষণ ধ'রে পাইপ্‌ টানতে লাগল। তারপর একে একে সকলকে ডেকে বলল—"আয়তো এদিকে তোরা সকলে, দেখি আজ কে কত এনেছিস্? একজনে খাতাটা নিয়ে আয়তো রে।"

খাতা আসলো। গেরোফেলি খাতার পাতা উলটিয়ে একটি ছেলের দিকে তাকিয়ে বলল—"তোর কাছে কালকের এক পয়সা বাকী আছে।"

ছেলেটি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলল—"আজও এক পয়সা কম হয়েছে।"

"তা'হলে দুপয়সা। রিকার্ডো, বেতটা নিয়ে আয়তো।"

ছেলেটি কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল—"আমার দোষ নেই, আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম।"

"এখন গায়ের জামা খুলে আমার সামনে এসে দাঁড়া।"

একটা লকলকে বেত এনে রিকার্ডো গেরোফেলির সামনে রাখল।

গেরোফেলি অন্য ছেলেদের দিকে তাকিয়ে বলল—"বেচারা একা একা চাবুক খাবে? দুএকজন সঙ্গী পেলে চাবুকের ঘা পিঠে তত কড়া লাগবেনা। আর কার কার কম হয়েছে বলনা?"

একটি ছেলে অগ্রসর হয়ে বলল—"আজ আমি অনেক ঘুরেছি।

গেরোফেলি হুঙ্কার দিয়ে বলল—"তোর 'কিন্তু' কে শুনতে চায়, কত কম হয়েছে সে-কথা বলনা?"

"আমি তার বদলে এক টুকরো কাঠ এনেছি।"

"তবে আর কি, আজ কাঠ খেয়েই থাক।"

একথায় ছেলেরা সকলে হো হো ক'রে হেসে উঠল।

এক ধমকে তাদের সকলকে চুপ করতে ব'লে গেরোফেলি সেই ছেলেটিকে তেমনি রুক্ষস্বরে বলল—"কত কম হয়েছে বলনা ?"

"চার পয়সা।"

"চার পয়সা ? তবু আমার সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছিস্ ? গায়ের জামা খুলে সোজা হ'য়ে আমার সামনে দাঁড়া। রিকার্ডো, আজ তোর হাতের খুব সুখ হবে রে। বেশ জোরে জোরে বেত চালাবি। এখন তাহলে আরম্ভ কর।" এই ব'লে গেরোফেলি সে-স্থান হতে উঠে আগুনের ধারে গিয়ে বসল।

আমি চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে সব দেখতে লাগলাম। আমার নিজের কথা মনে পড়তে লাগল। এখানে থাকলে আমাকেও তো এমনি বেত খেতে হবে। মেটিয়া কেন যে আমাকে এখানে থাকতে বারণ করেছে এবার বুঝতে পারলাম।

রিকার্ডো বেত চালাতে আরম্ভ করল। প্রথম এক ঘা পড়তেই ছেলেটি চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠল। বেতের ঘায় তার পিঠের চামড়া ফেটে গেল ; দরদরধারে রক্ত পড়তে লাগল। তবু রিকার্ডো বেত থামালো না। ছেলেটি প্রাণপণে চিৎকার করতে লাগল।

হঠাৎ গেরোফেলি হাতের ইসারায় রিকার্ডোকে থামতে বলল। আমি মনে করলাম ছেলেটির চিৎকারে তার মনে হয় তো দয়া হয়েছে। গেরোফেলি ছেলেটিকে সম্বোধন ক'রে বলল—"তোদের মনে কি একটুকুও দয়া মায়া নেই ? জানিস্ আমি চ্যাঁচামেচি শুনতে পারিনে ? তবু তোরা চ্যাঁচাবি ? এখন থেকে যে চ্যাঁচাবে তার পিঠে পাঁচ ঘা বেশী ক'রে বেত পড়বে। রিকার্ডো, এবার বেশ জোরে জোরে বেত চালা।"

আবার ছেলেটির পিঠে বেত পড়তে লাগল। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ, আমাকে এ দৃশ্য আর বেশীক্ষণ দেখতে হ'ল না। ঠিক সেই মুহূর্তেই ভিটেলিস্ দুয়োর খুলে ঘরে প্রবেশ করলেন। রিকার্ডোর হাত হ'তে

বেতটা একটানে কেড়ে নিয়ে তিনি গেরোফেলিকে ক্রুদ্ধস্বরে বললেন—"তোমার প্রাণে কি একটু দয়া মায়া নেই? কসাইয়ের মত তোমার মন কি কঠিন?"

গেরোফেলি হুঙ্কার দিয়ে বলল—"কেহে তুমি এসেছ এখানে সর্দ্দারি করতে? বেরোও এখান থেকে।"

"এখনি পুলিশ ডেকে এনে তোমাকে ধরিয়ে দেব।"

"পুলিশের ভয় আমাকে দেখাচ্ছ? তোমার তো সাহস কম নয়? একটি কথা ব'লে দিলে এখনি যে তোমার বীরত্ব কোথায় যাবে তা জান?"

কি আশ্চর্য্য! ভিটেলিসের মুখ দিয়ে আর একটি কথাও বের হলনা! তিনি মাথা নীচু ক'রে তাড়াতাড়ি আমার হাত ধ'রে বললেন—"চল।"

গেরোফেলি পিছন থেকে ডেকে বলল—"কিহে এসেই যে চ'লে যাচ্ছ, কেন এসেছিলে তা বললে না?"

ভিটেলিস্ কোন কথা না ব'লে সিঁড়ি দিয়ে হন্ হন্ ক'রে নীচে নেমে গেলেন।

১৫

রাস্তায় এসে তিনি আমাকে কোন কথাই বললেন না। তিনি নিঃশব্দে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলেন। এক জায়গায় এসে তিনি রাস্তার ধারে একটা পাথরের উপর ব'সে পড়লেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার কি ক্ষিদে পেয়েছে?"

আমি বললাম—"হাঁ। সকালে সেই এক টুকরো রুটি খেয়েছি, তারপর আজ আর কিছুই খাই নি।"

"জানিনে, আজ ও কিছু খেতে পাবে কিনা। রাত্রিতে যে কোথায় থাকব তারও কোন নিশ্চয়তা নেই।"

"আপনি কি আজ গেরোফেলির ওখানেই রাত্রি কাটাতেন?"

"না, তোমাকে রেখে তার কাছ থেকে কিছু পেতাম। তাতে আমার কয়েক দিন চ'লে যেত। সেই সময়ের মধ্যে আমি কয়েকটি ছাত্র যোগাড় ক'রে নিতে পারতাম। কিন্তু লোকটার কসাইয়ের মত ব্যবহার দেখে আমার সে সংকল্প ছাড়তে হ'ল। রাগ ক'রে চ'লে এলাম বটে কিন্তু আজ রাত্রি যে কোথায় থাকব জানিনে।"

তখন রাত্রি অনেক হয়েছে। শীতও ক্রমশঃ বাড়ছিল। আজ রাত্রিতে বরফ পড়বে ব'লে মনে হ'ল। ভিটেলিস্ তেমনি সেই পাথরের উপরেই বসে রইলেন। আমিও কাপি তাঁর আদেশের প্রতীক্ষায় চুপ ক'রে ব'সে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর তিনি উঠলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"এখন কোথায় যাবেন?"

"চল ঘোড়দৌড়ের মাঠে। সেখানে আমি অনেক সময় রাত্রি কাটিয়েছি। তুমি হাঁটতে পারবে তো?"

"হাঁ। গেরোফেলির ওখানে আমি অনেকটা বিশ্রাম ক'রে নিয়েছি।"

"দুর্ভাগ্যের বিষয় সমস্ত দিনে আমার আজ একটুও বিশ্রাম হয় নি। বিশ্রাম করবার আজ আর সময়ও হবে না। চল, চল।"

আমরা আবার চলতে লাগলাম। অন্ধকার রাত্রি; উত্তুরে হাওয়ায় রাস্তার আলো অত্যন্ত অস্পষ্ট দেখাচ্ছিল। সেই অস্পষ্ট আলোতে আমাদের পথে চলতে খুবই কষ্ট হ'তে লাগল। মাঝে মাঝে বরফের উপর আমাদের পা পিচলিয়ে যাচ্ছিল। ভিটেলিস্ আমার হাত ধরলেন। কাপিও আজ সমস্ত দিন কিছুই খেতে পায় নি। পেটের ক্ষুধায় সে মাঝে মাঝে

রাস্তার আবর্জ্জনার স্তূপ ঘেঁটে খাবার খুঁজতে লাগল। কিন্তু আজ বরফে তাও ঢাকা পড়ে গেছে।

আমরা কেবল চলতে লাগলাম। কত রাস্তা পার হ'য়ে গেলাম। তত রাত্রিতে রাস্তায় লোক-চলাচলও বন্ধ হ'য়ে গেছে। শীতের ভয়ে আজ সকলেই সকাল সকাল ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। আমরা দু'টি মাত্র প্রাণী রাস্তা দিয়ে চলেছি।

ভিটোলিসের হাতের মধ্যে আমার হাত। এক একবার আমার হাতের মধ্যে তার মুষ্টি শিথিল হ'য়ে আসছিল। তার হাত কাঁপছিল। মনে হ'ল তিনি যেন আর চল্‌তে পারছেন না।

আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার কি চলতে কষ্ট হচ্ছে?"

"হাঁ, সমস্ত দিনে আজ একটুও বিশ্রাম করতে পারি নি। তার

অন্ধকার রাত্রিতে রাস্তায় রেমি ও ভিটোলিস্।

উপর আজ কিছু খেতেও পাই নি। গরম গরম কিছু খেতে পেলে গায় হয় তো একটু জোর পেতাম। কিন্তু এসময় কে আর খেতে দেবে? রাত্রিতে কোথাও মাথা রাখবার একটু জায়গাও পাব কি না জানিনে?"

নিঃস্তব্ধ রাত্রি। রাস্তার দুধারে লোকালয়ও বিরল হয়ে এসেছে। বুঝলাম, আমরা সহর ছেড়ে অনেক দূরে এসে পড়েছি। রাস্তায় এখন আর আলোও ছিল না। অনেক দূরে দূরে এক একটি আলো মিটমিট ক'রে জ্বলছিল।

এক জায়গায় এসে ভিটেলিস্ দাঁড়ালেন। চারিদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ডান ধারে একটা বনের মত কিছু দেখতে পাচ্ছ কি ?"

আমি ডান দিকে তাকিয়ে কিছু দেখতে পেলাম না।

ভিটেলিস্ বললেন—"ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখ।"

কিন্তু কোথায় বন ? ভিটেলিস্ আবার চলতে লাগলেন। তিনি এক জায়গায় এসে আবার দাঁড়ালেন। এদিক-ওদিক তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"একটা বড় গাছ কি দেখতে পাচ্ছ ?"

এবার আমার ভয় হ'তে লাগল। তিনি কি তা'হলে রাস্তা হারালেন ? এত রাত্রিতে রাস্তা হারালে কি উপায় হবে ?

আমি বললাম—"গাছ তো দেখতে পাচ্ছি নে।"

"গাছ নিশ্চয় আছে। তুমি ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখ।"

আমি এদিক-ওদিক সব দিকেই তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও গাছের চিহ্নও দেখতে পেলাম না।

তিনি আস্তে আস্তে বললেন—"তবে কি আমার ভুল হল ?"

আমি চুপ ক'রে রইলাম। তিনি বললেন—"চল, আরো পাঁচ মিনিট চলি। যদি গাছ দেখতে না পাই তাহলে বুঝব ভুল রাস্তায় এসেছি।"

আমি আর চলতে পারছিলাম না। ভয়ে ভয়ে বললাম—"আমি আর চলতে পারছিনে।"

"আমিই কি চলতে পারছি ? চল।"

পাঁচ মিনিট কেটে গেল।

কিছুদূর এসে ভিটেলিস্ জিজ্ঞাসা করলেন—"রাস্তায় গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছ ?"

"না।"

"তবে ভুল রাস্তায়ই এসেছি। ফের।"

আবার ফিরতে হ'ল। এবার সামনের দিক থেকে তীব্র উত্তুরে হাওয়া বইতে লাগল। আমার হাতের মধ্যে ভিটেলিসের হাত আগুনের মত গরম বোধ হ'তে লাগল। তাঁর সমস্ত শরীর ও পা থরথর ক'রে কাঁপছে। আমার মনে হ'তে লাগল তিনি এখনি রাস্তায় পড়ে যাবেন। আমি শক্ত ক'রে তাঁর হাত ধ'রে রইলাম।

দূরে একটা আলো দেখা গেল। আমি তাড়াতাড়ি বললাম—"দূরে একটা আলো দেখা যাচ্ছে।"

"কোথায় ?"

"ঐ দূরে, বাঁদিকে।"

তিনি অনেকক্ষণ সেই দিকে তাকিয়ে রইলেন। মাঝে মাঝে চোখের উপর হাত বুলোতে লাগলেন। তারপর বললেন—"কোথায়, আমি তো কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে।"

আমার ভয় হতে লাগল ঠাণ্ডায় কি তাঁর দৃষ্টি শক্তি লোপ পেল ?

কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই আমরা একটা চৌমাথায় এসে পড়লাম। এবার সামনে বাঁ দিকে তাকিয়ে একটা গাছ দেখতে পেলাম। আমি তাড়াতাড়ি সেই দিকে গিয়ে দেখি একটা গাছই বটে। সেখানে রাস্তায় গাড়ির চাকার দাগও দেখতে পেলাম।

আমি ভিটেলিস্‌কে সে-কথা বললে তিনি বললেন—"তা'হলে আমরা ঠিক জায়গাতেই এসেছি। তোমার হাতটা দাও। আমি

দাঁড়াতে পারছিনে। আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা ঘোড়দৌড়ের মাঠে এসে পড়ব। তুমি আমাকে শক্ত ক'রে ধর।"

তিনি আমার হাতে ভর দিয়ে অতি কষ্টে চলতে লাগলেন। পাঁচ মিনিট যে এত দীর্ঘ পূর্ব্বে আমি কখনো তা অনুভব করি নি।

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"গাড়ির চাকার দাগ দেখতে পাচ্ছ ?"

"হাঁ।"

"কোন দিকে ?"

"ডান দিকে।"

"তবে গেট্ ছাড়িয়ে এসেছি। ফের।"

আবার ফিরলাম। ভিটেলিস্ জিজ্ঞাসা করলেন—"গাছ দেখতে পাচ্ছ কি ?"

"হাঁ, পাচ্ছি।"

"কোন দিকে।"

"বাঁ দিকে।"

"চাকার দাগ ?"

"চাকার দাগ দেখা যাচ্ছে না।"

"আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছিনে। আমি কি অন্ধ হ'লাম ? গাছগুলির ধার দিয়ে চল। আমার হাত ছেড়োনা।"

কয়েক পা অগ্রসর হ'য়ে আমি বললাম—"এখানে একটা দেয়াল দেখতে পাচ্ছি।"

"দেয়াল ? ভাল ক'রে দেখ, ইঁটের স্তূপ হবে।"

আমি কাছে গিয়ে বললাম—"না দেয়ালই।"

"দেয়াল ? তবে ঢোকবার গেট্টা গেল কোথায় ?"

আমি দেয়ালের ধার ধ'রে আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম। অনিশ্চিত ভয়ে আমার মন ভ'রে উঠল। কাপিও এসময় কেন জানি ঘেউ ঘেউ

ভিটেলিস্ বললেন—"আর অগ্রসর হয়ে কি হবে? গেট্ গেঁথে দিয়েছে; ভিতরে ঢোকা যাবে না।"

আমি রুদ্ধকণ্ঠে ব'লে উঠলাম—"তবে?

"তবে আর কি, রাস্তায় ব'সে ব'সেই আজ মরতে হবে।"

এ কথায় আমি কেঁদে ফেললাম।

ভিটেলিস্ আস্তে আস্তে আপন মনে বলতে লাগলেন—"বেচারা! অল্প বয়সে মরবার কথা শুনে ভয় পাচ্ছে। চল, তুমি হাঁটতে পারবে?"

আমি বললাম—"কিন্তু আপনি?"

"চল, যতদূর পারি চলি। তারপর চলতে না পারলে বুড়ো ঘোড়ার মত রাস্তায় পড়ে মরব।"

আবার আমরা সহরের দিকে ফিরলাম। তখন রাত্রি কত কে জানে? হয় তো একটা কি দুটো। আমাদের সমস্ত শরীর বরফের গুঁড়োয় ভ'রে গেছে। এক জায়গায় এসে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। তাঁর পা ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল। মনে হল দাঁড়াতেও তিনি যেন আর পারছেন না। আমি তাঁর হাত শক্ত ক'রে ধরে রইলাম।

রাস্তার ধারেই একটা ফুলের বাগান ছিল। তার গেট্টা খোলা দেখে ভিটেলিস্ বললেন—"চল, ভিতরে ঢুকে পড়ি। হয় তো সেখানে কোনো রকম আশ্রয় পাওয়া যাবে।"

বাগানের ভিতর এক জায়গায় একটা খড়ের গাদা ছিল। ভিটেলিস্ হাতের ইসারায় আমাকে খড়ের গাদার দিকে যেতে বললেন। তখন তাঁর আর কথা বলবারও শক্তি ছিল না, থর্থর্ ক'রে তিনি কাঁপছিলেন। খড়ের গাদায় বসে প'ড়ে তিনি মৃদুস্বরে বললেন—"আমার গাটা খড় দিয়ে ঢেকে দাও। কাপিকে তুমি জড়িয়ে ধ'রে খড়ের উপর শুয়ে পড়ো। তাহলে তোমার ঠাণ্ডা কম লাগবে।"

তখন আর আমার দাঁড়াবার শক্তি ছিল না। ভিটেলিস্ যেদিক

থেকে হাওয়া আসছিল তার বিপরীত দিকে খড়ের গাদায় ঠেসান দিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমিও কাপিকে জড়িয়ে ধ'রে তার পাশে খড়ের উপর শুয়ে পড়লাম। কাপি শুতে শুতেই আমার বুকে মুখ গুঁজে ঘুমিয়ে পড়ল। ভিটেলিসের আর কোনো সাড়া শব্দ নেই। আমি একা জেগে রইলাম। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আকাশ-ভরা নক্ষত্র; চারিদিক নীরব নিঃস্তব্ধ, কেবল উত্তুরে হাওয়ার শন্ শন্ শব্দ ভিন্ন আর কিছুই শোনা যাচ্ছে না। আমার মনে হতে লাগল সমাধি-

রিমির পাশে ভিটেলিসের সাড়াহীন দেহ

ক্ষেত্রের মধ্যে আমি যেন একা জেগে আছি। শোভানোর কথা, মা-বারবেঁরের কথা, আর্থার ও আর্থারের মার কথা একে একে আমার মনে পড়তে লাগল। কিছুক্ষণ পর আমার চোখ ঘুমে বুজে এল। তারপর কখন এক সময় যে ঘুমিয়ে পড়লাম জানতে পারলাম না।

১৬

জেগে দেখি আমি ঘরের মধ্যে বিছানায় শুয়ে আছি। ঘরে আগুন জলছে। তাই ঘরটি বেশ গরম। আমার চারিধারে চার পাঁচটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। তাদের কাউকে আমি কখনো দেখিনি। একটি ছোট মেয়ে আমার মাথার কাছে বসেছিল। তার চোখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। চোখের এমন উজ্জ্বল দৃষ্টি আমি আর কখনো দেখিনি।

আমি চোখ মেলতেই সকলে আমার কাছে এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়াল। তারা সংখ্যায় পাঁচ জন; দুটি মেয়ে, দুটি ছেলে, আর একজনকে তাদের পিতা ব'লে মনে হ'ল।

আমি তাদের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"ভিটেলিস্ কোথায়?"

একজন জিজ্ঞাসা করল—"তোমার পিতার কথা জিজ্ঞাসা করছ?"

আমি বললাম—"তিনি আমার পিতা নন, তিনি আমার মনিব।"

তখন তারা আমাকে রাত্রির ঘটনা সমস্ত বলল। তাদের মুখে শুনলাম রাত্রিতে বাগানেই ভিটেলিসের মৃত্যু হয়েছে। আমিও সেখানে অজ্ঞান হ'য়ে পড়েছিলাম। সকালে তারা বাগানে আমাকে সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে আমাকে ধরে তুলে আনে। কাপি আমার বুকে মাথা গুঁজে শুয়ে ছিল ব'লে ভিটেলিসের মত আমি ঠাণ্ডায় মরে যাইনি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"কাপি কোথায়?"

"কুকুরটা?"

"হাঁ।"

"তোমার মনিবের মৃত-দেহ নিয়ে যাবার সময় তাকে সঙ্গে যেতে দেখেছি। সে তখন কি কাতর শব্দেই না ডাকছিল!"

আমার তখনো উঠবার শক্তি ছিল না। সকলে আমাকে সেই অবস্থায় বিছানায় রেখে অন্য ঘরে চলে গেল। এখন আমার কি কর্ত্তব্য আমি ভাবতে লাগলাম। অল্পক্ষণের মধ্যেই আমার কর্ত্তব্য স্থির ক'রে আমি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লাম। কিন্তু এখান থেকে চলে যাবার পূর্ব্বে একবার সকলের নিকট আমার বিদায় নেওয়া কর্ত্তব্য। আমি আস্তে আস্তে উঠে যে-ঘরে তাদের কথাবার্ত্তা শোনা যাচ্ছিল সেই ঘরে প্রবেশ করলাম। তখন তারা সকলে আহারে বসেছিল।

তখনো আমার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। ঘরে প্রবেশ করতেই আমার মাথা ঘুরতে লাগল, পা কাঁপতে লাগল। আমি তাড়াতাড়ি একটা চেয়ারে বসে পড়লাম।

কাল সমস্ত দিন আমি কিছুই খাইনি। আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তাদের বলি আমাকে কিছু খেতে দিতে। কিন্তু তখনি ভিটেলিসের কথা মনে পড়ল। তিনি প্রাণ গেলেও কা'রো নিকট ভিক্ষে চাইতেন না। আমি চুপ ক'রে চেয়ারে বসে রইলাম।

হঠাৎ যে-ছোটমেয়েটি আমার মাথার কাছে বসে ছিল সে এক বাটি খাবার হাতে ক'রে আমার সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তার মুখের দিকে তাকাতেই তার বাবা আমাকে বললেন—"লিসা তোমাকে খেতে বলচে। তুমি সঙ্কোচ না ক'রে খাবারটুকু খেয়ে ফেল।"

আমাকে দ্বিতীয়বার আর অনুরোধ করতে হল না। একবাটি খাবার নিঃশেষ করতেই সেই মেয়েটি আর একবাটি খাবার এনে আমার মুখের কাছে ধরল। আমি সেই বাটি খাবারও নিমেষে নিঃশেষ ক'রে ফেললাম। লিসা তার বড় বড় চোখ মেলে অবাক হ'য়ে আমার মুখের

দিকে তাকিয়ে রইল। লিসার বাবা হাসতে হাসতে বললেন—"তোমার বুঝি খুব ক্ষিদে পেয়েছে?"

আমি বললাম—"কাল সমস্ত দিন আমি কিছুই খাইনি।"

লিসার বাবা জিজ্ঞাসা করলেন—"এখন তুমি কোথায় যাবে?"

"সহরে।"

"সেখানে তোমার কে আছে?"

"কেউ নেই।"

"সেখানে গিয়ে কোথায় থাকবে?"

"জানিনে। কাল মাত্র আমরা সহরে এসেছি।"

"সহরে গিয়ে কি করবে?"

"আমার এই যন্ত্রটি আছে। এটি বাজিয়ে, গান গেয়ে আমি পয়সা উপার্জ্জন করব।"

"এই প্যারী সহরে? তুমি এখনো প্যারী সহর জানো না তাই একথা বলচ। তোমার মা বাপের কাছে ফিরে যাও।"

"আমার মা বাপ কেউ নেই। আমার পালক-পিতামাতার কাছ থেকে আমার মনিব আমাকে নিয়ে এসেছিলেন। এখন আমি যাই। একদিন এসে আমি আপনাদের আমার যন্ত্রটি বাজিয়ে শোনাব। আপনাদের দয়ায় আমি জীবন পেয়েছি, এ-কথা আমি কোনো দিন ভুলব না।"

আমি দরজার কাছে আসতেই লিসা তাড়াতাড়ি আমার কাছে এসে যন্ত্রটি দেখিয়ে আঙুলের ইসারায় আমাকে যন্ত্রটি বাজাতে বলল।

আমি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম—"তুমি আমার বাজনা শুনবে?"

সে সজোরে ঘাড় নেড়ে তার সম্মতি জানালো।

আমার শরীর তখনো খুব দুর্ব্বল। যন্ত্র বাজাবার মত শক্তি তখনো আমার আঙুলে হয় নি। তবু লিসার আগ্রহ দেখে তাকে আমি না বলতে পারলাম না। আমি আস্তে আস্তে ঘাড় থেকে যন্ত্রটি নামিয়ে তাতে ঝঙ্কার দিলাম। লিসা মন দিয়ে বাজনা শুনতে লাগল। বাজনা শুনতে শুনতে সে একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর সে আর স্থির থাকতে না পেরে বাজনার তালে তালে পা ফেলে ঘুরে ঘুরে নাচতে আরম্ভ ক'রে দিল। তার বাবা ও তার ভাইবোনরা তা দেখে হাততালি দিয়ে তাকে উৎসাহ দিতে লাগলেন। তাদের উৎসাহ দেখে আমিও খুব উৎসাহের সঙ্গে আমার যন্ত্রটি বাজাতে লাগলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমি গানও ধরলাম। আমার গান শুনে লিসার ঠোঁট কাঁপতে লাগল। তারপর হঠাৎ সে তার পিতার কোলে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলল। লিসার পিতা আমাকে হাতের ইসারায় বাজাতে নিষেধ করলেন।

আমি যন্ত্রটি ঘাড়ে ফেলে ঘর থেকে বের হবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি এমন সময় লিসার পিতা বললেন—"তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে? সকালে বিকেলে আমাদের সঙ্গে বাগানে কাজ করবে। তাহলে তোমাকে আর আহার ও থাকবার জন্য ভাবতে হবেনা।"

লিসা একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ সে তার পিতার কোল থেকে উঠে এসে আমার হাত দুটি ধরল।

তার পিতা হাসতে হাসতে বললেন—"আর তুমি যেতে পারবেনা। এই দেখ, লিসাও তোমাকে এখানে থাকতে বলচে।"

সেই দিন থেকে আমি তাদের সঙ্গে বাস করতে লাগলাম।

১৭

লিসার পিতার নাম পিয়ের আকিন্; লিসার মা নেই। পিয়ের আকিনের চারটি সন্তান; দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে। লিসা সকলের ছোট, তার বোন অতিনেত্ সকলের বড়। ভাইদের মধ্যে বেঞ্জামিন্ বড়, আলেক্সি তার ছোট।

লিসা কথা বলতে পারেনা। কিন্তু সে জন্মাবধিই বোবা নয়। চার বৎসরের সময় তার কঠিন অসুখ হয়। সেই অসুখেই তার বাক্ শক্তি রহিত হয়ে যায়। বেচারা কথা বলতে পারতনা বলে সে তার পিতার ও ভাই বোনদের খুব আদরের ছিল। ঘরে তাদের মা না থাকায় বড় বোন অতিনেত্ ঘরের কাজ কর্ম্ম সব দেখত।

সন্ধ্যার সময় আমরা সকলে মিলে আহারে বসেছি এমন সময় হঠাৎ ঘরের রুদ্ধদ্বারে একটা খস্‌খস্ শব্দ শুনতে পেলাম। মনে হ'ল কে যেন বাইরে থেকে দরজা ঠেলছে। আমি উঠে গিয়ে দরজার খিল খুলে দিতেই কাপি দুয়োর ঠেলে ঘরে প্রবেশ করল। আমাকে দেখে সে আমার কোলের উপর সামনের দুপা তুলে দিয়ে আমার মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল।

আমি লিসার পিতার মুখের দিকে তাকালাম। লিসার পিতা আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন—"কাপি তোমার সঙ্গেই থাকবে।"

তার নাম করতেই কাপি দুপা তুলে সকলকে সেলাম ক'রতে লাগল।

তাকে এইভাবে সেলাম করতে দেখে সকলে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। আমি তখন কাপিকে তার অন্য সব বিদ্যেও দেখাতে বললাম। কিন্তু এবার সে আমার কথায় কান না দিয়ে ক্রমাগত আমার কাপড় কামড়িয়ে ধ'রে বাইরে নিয়ে যাবার চেষ্টা ক'রতে লাগল।

তার মনের ভাব বুঝতে আমার দেরী হ'লনা—তার মনিবের কাছে আমাকে নিয়ে যাবার ইচ্ছে।

এ পর্যান্ত আমি ভিটেলিসের কোন খবর পাইনি। লিসার পিতা বললেন পুলিশ তার মৃতদেহ থানায় নিয়ে গেছে। তার মৃতদেহ দেখবার আমার আগ্রহ দেখে লিসার পিতা আমাকে থানায় নিয়ে গেলেন। পুলিশ আমাকে ভিটেলিসের সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। কিন্তু আমি তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু না জানায় তাদের সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলাম না। আমি গেরোফেলির নাম করায় তারা গেরোফেলির নিকট লোক পাঠাল। গেরোফেলির নিকট ভিটেলিসের সম্বন্ধে যা জানতে পারলাম তা এইঃ—ইটালিতে ভিটেলিসের জন্ম। তাঁর যথার্থ নাম কার্ল বাল্জিনি। ত্রিশ চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ইটালিতে এমন খুব অল্প লোকই ছিল যে তাঁর নাম না জানত। সে সময় তিনি ইটালির একজন সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। তখন শুধু ইটালিতেই নয়,ফ্রান্স, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশেও একজন বড় গায়ক ব'লে তাঁর যথেষ্ট নাম হয়েছিল। সে-সব দেশেও তিনি গান গেয়ে যথেষ্ট অর্থ ও খ্যাতি অর্জ্জন করেছিলেন। তারপর হঠাৎ কোন কারণে তাঁর গলা খারাপ হয়ে যায়। তখন তাঁর জীবিকা উপার্জ্জনের আর কোন উপায় না থাকায় তিনি তাঁর এই সার্কাসের দলটি তৈরী ক'রে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। নিজের নাম ত্যাগ ক'রে ভিটেলিস্ এই ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। তখন থেকে তিনি সকলের নিকট ভিটেলিস্ নামে পরিচিত। তিনি যখন সার্কাসের দল নিয়ে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন সেই সময় তাঁর সঙ্গে হোটেলে জেরমের প্রথম দেখা হয়। তাঁর কাছ থেকেই ভিটেলিস্ আমাকে টাকা দিয়ে কিনে নেন। তিনি যে এমন একজন গুণী লোক ছিলেন তা আমি একদিনের জন্যও জানতে পারিনি। তাঁর গান শুনে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম। কতদিন মনে হ'ত যদি তাঁর

মত আমি গান গাইতে পারতাম! হায়, তাঁর গান আমি আর এজীবনে শুনতে পাবনা। আমি পিয়ের আকিনের বাড়িতে তার ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বাস ক'রতে লাগলাম। তারা আমাকে তাদের আপন পরিবারেরই একজন ব'লে মনে ক'রতে লাগল।

আমার শরীর একটু সুস্থ হ'লে আমি সকলের সঙ্গে বাগানে কাজ করতে গেলাম। লিসার পিতা ফুলের চাষ করেন। তিনি সেই

পিয়ের আকিনের বাগান।

ফুল প্যারী সহরে নিয়ে বিক্রি করেন। প্রথম প্রথম আমার কাজ ছিল সকালে সকালে ফুলের চারা ঢাকা দেওয়া। বিকেলে রৌদ্র প'ড়ে এলে চারাগুলি আবার খুলে দিতাম। দিনের কাজ শেষ হ'য়ে গেলে আহারের পর আমি কখনো হার্প বাজাতাম, কখনো গান গাইতাম, কখনো কাপি তার নানারকম বিদ্যে সকলকে দেখাত। কোন দিন

লিসা আমার হার্পের সঙ্গে নাচত। এইভাবে আমার দিনগুলি আকিন্-পরিবারে আনন্দেই কেটে যেতে লাগল।

তারপর মরশুমি (Season flower) ফুলের সময় আসল। সমস্ত দিন তখন আমাদের একমুহূর্ত্তও অবসর ছিলনা। কোন কোন দিন রাত্রি অবধি আমাদের কাজ করতে হ'ত।

চারাগুলি একটু বড় হ'লে আমাদের কাজ অনেক কমে গেল। তখন একদিন স্থির হ'ল, আমরা সকলে মিলে বন-ভোজনে যাব। সেদিন আমাদের আনন্দ দেখে কে?

কিছু দূরে লিসার পিতার এক বন্ধুর একটি বাগান ছিল। স্থির হ'ল আমরা সকালে বাড়ি হ'তে রওনা হ'য়ে দুপুরে সেখানে রান্না ক'রে খেয়ে সন্ধ্যের পূর্ব্বেই আবার বাড়ি ফিরে আসব।

আমরা খুব সকালেই বাড়ি হ'তে বের হ'য়ে পড়লাম। কাপি আমাদের সকলের আগে ছুটে চলতে লাগল। আমি ও লিসা সকলের পিছনে পিছনে চলতে লাগলাম। লিসা কথা বলতে পারে না। সেইজন্য তার মনের কথা বুঝতে আমার কিছু অসুবিধে হ'ত না। তার চোখ দুটির দিকে তাকালেই আমি তার মনের সব কথা বুঝতে পারতাম।

লিসার পিতার বন্ধুর বাগানে আমাদের সমস্তদিন খুব আনন্দে কেটে গেল। কিন্তু বিকেলের দিকে মেঘ ক'রে এল। লিসার পিতা আমাদের তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে বললেন। কিন্তু তখন আমাদের কা'রো বাড়ি ফিরবার ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু লিসার পিতা ফুলের চারাগুলির জন্য চিন্তিত হ'য়ে উঠলেন। যদি যথাসময়ে আমরা বাড়ি ফিরতে না পারি তাহ'লে বেশি বৃষ্টি হ'লে চারাগুলি সব নষ্ট হ'য়ে যাবে। কাজেই আর দেরী না ক'রে আমরা বাড়ির দিকে রওনা দিলাম।

বেশী দূর যেতে না যেতেই চারিদিক অন্ধকার ক'রে ঝড় উঠল। ধূলায় সমস্ত আকাশ ছেয়ে গেল। আমরা দুহাতে চোখ ঢেকে ছুটতে

লাগলাম। লিসার পিতা, বেঞ্জামিন্ ও আলেক্‌সিকে নিয়ে আমাদের সকলের আগে প্রাণপণে ছুটতে লাগলেন। একটু পরেই ঝর ঝর ক'রে আকাশ থেকে শিল পড়তে আরম্ভ হ'ল। দেখতে দেখতে সমস্ত মাঠ শিলে ভ'রে গেল। আমি লিসাকে নিয়ে পথের ধারে একটা ভাঙ্গা ঘরে আশ্রয় নিলাম। অতিনেত্ ও আমাদের সঙ্গে ছিলেন। তিনি চারা ঢাকবার কাচের বাক্সগুলির জন্য হায় হায় করতে লাগলেন। যদি তার পিতা, বেঞ্জামিন্‌ও আলেক্‌সি ঠিক সময়ে বাড়ি গিয়ে পৌছতে না পারেন তাহলে কাচের বাক্সগুলি এতক্ষণে হয় তো চুরমার হয়ে গেছে। বাগানে প্রায় দু'হাজার টাকার কাচের বাক্স ছিল। সেগুলি ভেঙ্গে গেলে তাদের যে কী সর্ব্বনাশ হ'বে তা তখন আমি বুঝতে পারিনি।

বাড়ি ফিরে বাগানের অবস্থা দেখে আতিনেত্ মাথায় হাত দিয়ে ব'সে পড়লেন। একটি চারাও আস্ত নেই। শিলের ঘায় চারাগুলি সব ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এক জায়গায় পিয়ের আকিন্ ভাঙ্গা কাচের স্তূপের মধ্যে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। একটি কাচের বাক্সও আস্ত নেই; সব চুরমার হ'য়ে গেছে। বেঞ্জামিন্ ও আলেক্‌সির মুখে কথা নেই। লিসার পিতার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি চোখের জল রাখতে পারলাম না।

বাগানে প্রায় পাঁচশত কাচের বাক্স ছিল। এই বাক্সগুলি ও বাগানের জমি ক্রয় করতে লিসার পিতার প্রায় পাঁচহাজার টাকা ব্যয় হয়। ইহার অধিকাংশ টাকাই দশবৎসর পূর্ব্বে লিসার পিতা একজন অবস্থাপন্ন কৃষকের নিকট হ'তে ধার করেছিলেন। কথা ছিল দশবৎসরের মধ্যে তিনি সমুদয় টাকা শোধ করবেন। যদি এই সময়ের মধ্যে টাকা শোধ করতে না পারেন তা'হলে জমি ও বাড়ি সেই কৃষক লিসার পিতার কাছ থেকে কেড়ে নেবেন। লিসার পিতা এই কয় বৎসরে

অধিকাংশ টাকাই শোধ করেছিলেন। তাঁর আশা ছিল এই বৎসরে ফুল বিক্রি ক'রে বাকি টাকা তিনি শোধ করতে পারবেন। কিন্তু আজকের শিলাবৃষ্টিতে ফুলের চারাগুলি নষ্ট হওয়ায় তার সে আশা নির্মূল হ'ল। তাঁর বাড়ি ও জমি রক্ষা করবার আর কোন আশাই রইল না।

তিনি ঋণ শোধ করবার জন্য অন্যত্র টাকা ধার করতে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু এতটাকা এখন তাঁকে কে ধার দেবে? তিনি সকালে টাকার জন্য বাড়ি হ'তে বের হতেন, আর সন্ধ্যার সময় বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু সমস্ত দিন ঘুরে ঘুরেও তিনি কোথাও টাকা সংগ্রহ করতে পারলেন না। একদিন তিনি আমাদের সকলকে ডেকে বললেন—"তোমরা সকলে প্রস্তুত হও। ঋণের দায়ে আমাদের বাড়ি ও জমি সবই নিলেম্ হবে। আমাকেও জেলে যেতে হবে।"

এ কথায় আমরা সকলেই কাঁদতে লাগলাম। লিসা তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল। তিনি কন্যাকে বুকে জড়িয়ে ধ'রে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন।

একদিন সকালে লিসার পিতা টাকার জন্য বাড়ি হতে বের হয়ে গেছেন, কিছুক্ষণ পর একজন লোক এসে তাঁর খোঁজ করতে লাগল। তার হাতে একটা পরোয়ানা। দ্বিপ্রহরে লিসার পিতা বাড়ি ফিরে এলে সেই লোকটি তাঁকে সেই পরোয়ানা দেখাল।

তখন লিসার পিতা আমাদের সকলকে ডেকে বললেন—"আমাকে ধ'রে নেবার জন্য আদালত থেকে লোক এসেছে। তোমরা সকলে আমার কাছে এস।"

আমরা কাঁদতে কাঁদতে তাকে ঘিরে দাঁড়ালাম। আমি নিকটে আসলে তিনি আমাকে কাছে ডেকে বললেন—"রিমি, আমাদের মধ্যে তুমিই লিখতে পড়তে জান। তুমি আমার বোন ক্যাথেরিন্‌কে আজই

একখানা চিঠি লিখে দাও। আমি চলে গেলে তিনি এসে তোমাদের ব্যবস্থা করবেন।"

তারপর তিনি একে একে তার ছেলেমেয়েদের জড়িয়ে ধ'রে সকলের মুখে চুমু খেলেন। তারাও সকলে তাঁকে জড়িয়ে ধ'রে কাঁদতে লাগল।

কিছুক্ষণ এভাবে কেটে গেল। শেষে বিদায় নেবার সময় হয়ে এল। তখন সকলেই কাঁদতে ছিল। লিসা তার পিতার গলা জড়িয়ে ধ'রে রইল। তিনি আস্তে আস্তে তার মাথায় চুমু খেয়ে তার হাত ছাড়িয়ে নিলেন। তারপর চোখের জল মুছতে মুছতে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আদালতের লোকের সঙ্গে চলে গেলেন।

তিনি চলে গেলে আমি আর দেরী না ক'রে তখনি লিসার পিসিমা মিসেস্ ক্যাথেরিন্‌কে একখানা চিঠি লিখে দিলাম। প্রায় দুঘণ্টা পর একটা গাড়ি এসে আমাদের বাড়ির কাছে দাঁড়াল। একটু পরেই লিসার পিসিমা গাড়ি হ'তে নেমে এলেন। আমরা সকলে তাকে ঘিরে দাঁড়ালাম।

তিনি যে-গাড়িতে এসেছেন সেই গাড়িতেই আবার ফিরে যাবেন। কাজেই তিনি খুব তাড়াতাড়ি ক'রেই আমাদের সকলের ব্যবস্থা ক'রে ফেললেন। স্থির হ'ল লিসা তার সঙ্গে যাবে, আতিনেত্ তার অন্য এক পিসিমার বাড়ি গিয়ে থাকবে। পিয়ের আকিনের একটি ছোট ভাই ছিল। তিনি অন্য এক জায়গায় খনিতে কাজ করেন। স্থির হ'ল বেঞ্জামিন্ ও আলেক্সি তার কাকার কাছে গিয়ে থাকবে। আমার কথা উঠলে পিসিমা বললেন—"সে ভার আমার নয় বাপু, সে তো আর আমাদের কেউ নয়?"

আমি বললাম—"পিসিমা, তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে নিয়ে যাও। আমি তোমার সব কাজ ক'রে দেব।"

"না বাপু, আমি পরের ছেলের ভার নিতে পারব না।"

তখন সকলে এক সঙ্গে ব'লে উঠ্ল—"পিসিমা, রিমি পর নয়, সেও আমাদেরই একটি ভাই।"

বেচারা লিসা কথা বলতে পারেনা, সে কী কাতর দৃষ্টিতেই না তার পিসিমার চোখের দিকে তাকিয়ে রইল।

পিসিমা লিসাকে আদর ক'রে বললেন—"তোর মনের কথা আমি বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি কি করব? রিমিকে নিয়ে গেলে তোর পিসেমশায় কি আমার উপর রাগ করবেন না? তিনি কি রিমিকে বাড়ি থাকতে দেবেন?"

আমি পিসিমার সে-কথা বুঝতে পারলাম। সত্যি তো আমি তাদের কে? আমি এক মুহূর্ত্তেই আমার কর্ত্তব্য স্থির ক'রে ফেললাম। আমি লিসা ও তার ভাই বোনদের সম্বোধন করে বললাম—"তোমরা আমার জন্য কিছু ভেবনা, আমি আজ থেকে আবার রাস্তায় বের হ'ব। আবার আমি কাপিকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তার রাস্তায় হার্প বাজিয়ে, গান গেয়ে ঘুরে বেড়াব। আমি স্বাধীন থাকলে যখন ইচ্ছে তখনই তোমাদের কাছে আসতে পারব। তোমরা সকলে আমার কাছ থেকে তোমাদের পরস্পরের খবর জানতে পারবে। আমিও তোমাদের সর্ব্বদা দেখতে পাব।"

আমার এ কথায় তারা সকলেই খুব খুসী হ'ল। পিসিমা বলেলন—"আর দেরী নয়, আমি এখনই রওনা হব। আমার গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তোমরা এসে গাড়িতে ওঠ।"

তখন সকলে আমার কাছ থেকে বিদায় নিতে আরম্ভ করল। আতিনেত্ আমার হাতে একটি সেলাইয়ের বাক্স দিয়ে বলল—"এটি আমি তোমাকে দিলাম। রাস্তায় চলবার সময় এটি তোমার অনেক কাজে লাগবে। এর ভিতর স্চ, স্তো প্রভৃতি সেলাইয়ের সব সরঞ্জামই আছে।"

আলেক্সি কয়েকটি টাকা আমার হাতে দিয়ে বলল—"এ টাকা কয়টি তুমি রাখ। এ আমার নিজের উপার্জ্জনের টাকা। রাস্তায় চলবার সময় তোমার প্রয়োজন হ'তে পারে। তখন ইহা তোমার কাজে লাগ্‌বে।"

বেঞ্জামিন্ কোমরের বেল্ট থেকে তার ছুরিটা খুলে আমার হাতে দিয়ে বলল—"স্মরণ-চিহ্নস্বরূপ এ ছুরিটা আমি তোমাকে দিলাম। ছুরিটা তোমার কাছে থাকলে তুমি আর আমাকে ভুলে যাবে না।"

একে একে সকলের নিকট হ'তে বিদায় নেওয়া হ'য়ে গেলে লিসা আমার হাত ধ'রে আমাকে বাগানের দিকে টেনে নিয়ে গেল। সেখানে এসে সে একটা গোলাপ গাছের কাছে এসে দাঁড়াল। সেই গাছে এক বোঁটায় দুটি ফুল ফুটেছিল। লিসা, ফুল দুটি তুলে একটি আমাকে দিল অন্যটি সে নিজে রাখল। আমি তার মনের ভাব বুঝতে পারলাম। আমি তাকে বললাম—"লিসা, আমি তোমার মনের কথা বুঝতে পেরেছি। হাঁ, আমরা এক বোঁটার দুটি ফুল। আমরা কখনো পৃথক্ হ'ব না। আমি দূরে থাকলেও সর্ব্বদা তোমার কথা মনে রাখব।"

পিসিমা গাড়িতে ব'সে লিসাকে ডাকতে লাগলেন। তার ভাই বোনরা সকলেই গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে আছে। আমি তাড়াতাড়ি লিসাকে সঙ্গে ক'রে এনে গাড়িতে তুলে দিলাম। তারা সকলে গাড়িতে উঠলে আমি আমার হার্প আবার ঘাড়ে বেঁধে নিলাম। তখন কাপির আনন্দ দেখে কে? সে আবার রাস্তায় বের হ'তে পারবে, সেই আনন্দে সে বারবার আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। তার মনের ভাব, আর দেরী কেন?

সকলের কাছ থেকে আমার শেষ বিদায় নেওয়া হ'য়ে গেলে গাড়ি

ছেড়ে দিল। আমি এক দৃষ্টে গাড়ির দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারাও সকলে যতক্ষণ দেখা যাচ্ছিল ততক্ষণ গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ পর গাড়ি যখন অদৃশ্য হ'য়ে গেল তখন আমি আবার যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলাম।

১৮

আবার আমি পথে বের হ'লাম। আজ আমার নিকট চারিদিকই খোলা। যেদিক ইচ্ছে সেদিকেই যেতে পারি। কেউ আমাকে বাধা দেবার, বা নিষেধ করবার নেই। আমি আজ সম্পূর্ণ স্বাধীন।

সহরের রাস্তা দিয়ে চলতে আমার ভয় হ'তে লাগল। কাপির মুখ খোলা। যদি কোন প্রহরী এসে আবার আমাকে ধরে? তাই আমি সহরের রাস্তা ছেড়ে মাঠের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলাম।

কিন্তু কোথায়, কোন দিকে চলেছি কিছুই জানিনে। চারিদিকই আমার নিকট অপরিচিত। আমি স্থির করলাম সহরের কোন একটি পুস্তকের দোকান হ'তে একটি ম্যাপ কিনে নিয়ে আমার রাস্তা স্থির ক'রে নেব।

আমি মাঠের রাস্তা ত্যাগ ক'রে আবার সহরের রাস্তা ধরলাম। একটা রাস্তার ধারে কতকগুলি পুরানো পুস্তকের দোকান ছিল। তারি একটা দোকান থেকে আমি ফ্রান্সের একটি পুরানো ম্যাপ কিনে নিলাম। পরে এক জায়গায় ব'সে সেই ম্যাপ দেখে আমার রাস্তা স্থির ক'রে নিতে বেশী দেরী হল না।

আমি এবার প্যারী সহরের ভিতর দিয়ে চলতে লাগলাম। রাস্তা দিয়ে চলবার সময় বারবার আমার ভিটেলিসের কথা মনে পড়তে লাগল। এই সহরে আমারি জন্য তিনি প্রাণত্যাগ করেছেন। তার

ঋণ আমি আর এ জীবনে শোধ করতে পারব না। ভিটেলিসের কথা মনে হ'তেই গোরোফেলি ও মেটিয়ার কথাও আমার মনে পড়ল। বেচারা মেটিয়া! সে কি এখনো বেঁচে আছে?

আমি তখন একটা গির্জ্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হ'ল গির্জ্জার গায় ঠেস দিয়ে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। তার দিকে তাকাতেই তাকে চেনা চেনা ব'লে মনে হ'তে লাগল। আমি ভালো ক'রে দেখবার জন্য কাছে যেতেই অবাক হ'য়ে গেলাম। এযে মেটিয়া! সেও আমাকে দেখবামাত্র চিনতে পারল। এই দুবৎসরে তার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয়নি।

আমি আশ্চর্য্য হ'য়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"মেটিয়া, তুমি এখানে? গেরোফেলির কাছে তুমি এখন আর থাক না?"

সে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে আস্তে আস্তে বলল—"গেরো-ফেলি এখন জেলে। একটি ছেলেকে মারতে মারতে সে একেবারে মেরেই ফেলেছিল।"

"অন্য ছেলেরা?"

"তারা কোথায় জানিনে। বেশী অসুস্থ হ'লে গেরোফেলি আমাকে হাঁসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। সেখান থেকে সেরে আসলে সে আমাকে একটি সার্কাসের দলে যেতে বলে। এতদিন আমি সেই সার্কাসের দলেই ছিলাম। আজই আমি এই সহরে এসেছি। গেরোফেলির ঘরে গিয়ে দেখি দুয়োর বন্ধ। পাশের ঘরের লোককে জিজ্ঞাসা ক'রে জানলাম তার জেল হয়েছে।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"এখন তুমি কি করবে?"

"জানিনে। হাতে একটি পয়সাও নেই। আজ সমস্ত দিন কিছুই খেতে পাই নি।"

আমার নিজের কথা মনে পড়ল। কতদিন আমাকেও এরূপ

অনাহারে থাকতে হয়েছে। তখন কেউ সামান্য একটু খেতে দিলে মনে মনে তাকে কত আশীর্ব্বাদ করতাম!

আমি বললাম—"তুমি এখানে একটু ব'স, আমি তোমার জন্য রুটি কিনে আনছি।"

নিকটেই একটা রুটির দোকান ছিল। আমি দোকান থেকে একটা রুটি কিনে এনে তাকে খেতে দিলাম। বেচারা সমস্ত দিন অনাহারের পর কী তৃপ্তির সঙ্গেই না রুটিটা নিঃশেষ করল।

মেটিয়া সার্কাসের দলে কাজ করত শুনে আমার মাথায় একটা ফন্দি আসল। আমি মেটিয়াকে বললাম—"মেটিয়া,তুমি আমার সঙ্গে থাকবে? এসনা, আমি তুমি ও কাপিতে মিলে একটা সার্কাসের দল খুলি।"

মেটিয়া এ কথায় উৎফুল্ল হ'য়ে ব'লে উঠল—"সে বেশ হবে। আমি বেহালা বাজাতে পারি। তা ছাড়া সার্কাসের দলে আমি নানা রকম কসরৎও শিখেছি। দড়ির উপর দিয়ে আমি এক পায় হাঁটতে পারি, নাচতে পারি, গানও গাইতে পারি। তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে রাখ, আমি তোমার গোলাম হ'য়ে থাকব। আমাকে যা করতে বলবে তাই আমি করব। আমার অপরাধ হ'লে যত খুসী আমার কান ম'লে দিও, যত খুসী আমার পিঠে বেত মেরো। কেবল মাথায় মেরো না। মাথার ব্যথাটা আমার এখনো সারেনি। তুমি আমাকে সঙ্গে ক'রে না নিলে আমি না খেয়েই মরব।"

আমি বললাম—"আমার সঙ্গে থাকলেও যে রোজ রোজ আহার জুটবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।"

সে খুব উৎসাহের সঙ্গে বলল—"না, আমরা দুজন এক সঙ্গে থাকলে আমাদের কখনো অনাহারে থাকতে হবে না।"

"আর যদি অনাহারে থাকতে হয় তাহ'লে দুজনেই অনাহারে থাকব। চল, আর দেরী নয়। তোমার বেহালাটা ঘাড়ে তুলে নাও।"

এবার আমি আর একা নই। নূতন উৎসাহে আমি ও মেটিয়া রাস্তায় বের হ'য়ে পড়লাম। এখন আমি স্বাধীন। আমি আমার গন্তব্য পথ নিজেই স্থির করে নিলাম। মা-বারবেঁরের কথা আমি ভুলি নি। আমি স্থির করলাম মেটিয়াকে নিয়ে আমি মা-বারবেঁরেকে আগে দেখতে যাব। এতদিন পর আমাকে দেখতে পেলে তিনি কতই না খুসী হবেন!

একদিন আমি আমার পুঁটলি খুলে আমার সমস্ত সম্পত্তি মেটিয়াকে দেখালাম। তিনটে কামিজ, তিন জোড়া মোজা, পাঁচখানা রুমাল, একজোড়া একেবারে নূতন জুতো। সে তো আমার সম্পত্তি দেখে একেবারে অবাক। আমি মেটিয়াকে তার সম্পত্তি দেখাতে বললাম।

বেচারা মেটিয়া ক্ষীণস্বরে উত্তর করল—"আমার তো আর কিছু নেই ভাই, আমার সম্পত্তি, আমার এই বেহালাটা।"

আমি তখন আমার সম্পত্তির অর্দ্ধেক তাকে দিয়ে বললাম—"আমরা যখন একই দলের লোক তখন আমাদের সম্পত্তিও সমান হওয়া উচিত।"

সে নূতন জামা কাপড় পেয়ে খুবই খুসী হ'ল। আমি তখন তাকে তার বেহালাটা বাজাতে বললাম।

আমি বলামাত্রই সে তার বেহালার তাঁত টুংটাং করে বাঁধতে লাগল। আমি প্রথমে সেদিকে বড় একটা মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক মনে করিনি। আমি অন্যমনস্ক ভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। কিন্তু বেহালার সুর বাঁধা হ'লে যেমনি সে বেহালায় ছড়ের টান দিল অমনি আমি ঘুরে তার মুখের দিকে অবাক হ'য়ে তাকিয়ে রইলাম। এযে একেবারে পাকা ওস্তাদের হাত! ভিটেলিসের কথা আমার মনে পড়ল। আমার মনে হ'ল আমি যেন ভিটেলিসের পাকা হাতের বেহালা শুনছি।

কিছুক্ষণ পর সে কোথায় বেহালা বাজাতে শিখেছে জিজ্ঞাসা করলাম। মেটিয়া বলল সে কা'রো নিকট বাজাতে শেখেনি। সে নিজে নিজেই বেহালা বাজাতে শিখেছে।

মেটিয়া বেহালা বাজাচ্ছে

মেটিয়া এমন সুন্দর বেহালা বাজাতে পারে? তবে আর ভাবনা কি? মেটিয়াকে বললাম—"মেটিয়া চল, আজ প্রথম যে-গ্রামে পৌঁছব সেখানেই আমরা আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করব।"

গ্রামে প্রবেশ করতেই দেখি এক বাড়িতে লোকের খুব ভিড়। লোকের সাজ পোষাক দেখে মনে হ'ল এ বিয়ে বাড়ি হবে। একজন লোককে জিজ্ঞাসা করায় সে বলল—"আজ এখানে একটা বিয়ে আছে।"

একথা শুনে আমি খুসী হ'য়ে মেটিয়াকে বললাম—"মেটিয়া চল, আজ এখানেই আমাদের প্রথম ভাগ্য পরীক্ষা করা যাক।"

আমরা বাড়ির ভিতর প্রবেশ ক'রে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলাম—"আমাদের সঙ্গে বেহালা আছে, আপনারা কি বাজনা শুনবেন?"

সে বলল—"তোমরা এখানে একটু দাঁড়াও। আমি বাড়ির কর্ত্তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি।"

একটু পরেই সে এসে আমাদের বাড়ির ভিতর ডেকে নিয়ে গেল।

সেখানে গিয়ে দেখি সকলে নাচের জন্য প্রস্তুত; আমাদের বাজাতে হবে। নিকটেই একটা খালি গরুর গাড়ি প'ড়ে ছিল। আমি ও মেটিয়া তার উপর চ'ড়ে বসলাম। মেটিয়া বেহালা ধরল, আমি হার্পে স্বর দিলাম। একটা নাচের স্বর বাজাতে আরম্ভ করতেই সকলে ঘুরে ঘুরে নাচতে আরম্ভ করল। একজন জিজ্ঞাসা করল— "তোমরা বাঁশী বাজাতে পার?"

মেটিয়া বলল—"আমি পারি। কিন্তু আমার সঙ্গে বাঁশী নেই।"

"তোমার বাঁশী নেই? আচ্ছা, আমি তোমাকে বাঁশী এনে দিচ্ছি।" এই ব'লে সে একজনের কাছ থেকে একটা বাঁশী নিয়ে এল।

অমনি মেটিয়া বেহালা রেখে বাঁশী বাজাতে আরম্ভ করল। বাঁশীও সে সুন্দর বাজাতে পারে। এবার সকলে বাঁশীর তালে তালে পা ফেলে নাচতে আরম্ভ করল। মেটিয়া বাঁশী বাজাতে বাজাতে শ্রান্ত হ'য়ে পড়ল। তবু তাদের নাচ থামে না।

কিছুক্ষণ পর নাচ থেমে গেল। আমি আমার টুপিটা খুলে ধরলাম। আর অমনি চারদিক থেকে সিকি, আধুলি, দুয়ানি আমার টুপির মধ্যে এসে পড়তে লাগল। দেখতে দেখতে আমার টুপিটা প্রায় ভরে গেল। প্রথম দিনেই আমরা এতটা কৃতকার্য্য হ'তে পারব

ভাবতে পারিনি। আমাদের দুজনের আনন্দ তখন দেখে কে? সেদিন রাত্রি আমরা বিয়ে বাড়িতেই পেট ভরে খেলাম। রাত্রিও সেখানেই ঘুমিয়ে কাটালাম।

পর দিন সকাল হতেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমার পকেট আজ পূর্ণ। গুণে দেখলাম একদিনেই আমরা বিশ টাকা উপার্জ্জন করেছি।

আমি মেটিয়াকে বললাম—ভাগ্যি তোমার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তা না হলে আমি একা কি করতে পারতাম? এতো তোমারই উপার্জ্জন। তোমার বেহালা ও বাঁশী না হ'লে আজ কি আমাদের এত উপার্জ্জন হ'ত?"

মেটিয়া বলল—"কিন্তু তুমি তো দলের সর্দ্দার! কাজেই এ টাকা তোমারই। আমাকে শুধু দুটি ক'রে খেতে দিও। আর আমাকে তোমার কাছ থেকে তাড়িয়ে দিও না।"

আমি বললাম—"তাও কি হয়? তোমাকে কি আমি তাড়াতে পারি? আমরা দুজন একত্রে থাকলে আর কিসের ভাবনা? চল, চল...... .."

আমি রাস্তায় মেটিয়াকে কেবলি তাড়া দিতে লাগলাম। কত দিন আমি মা-বারবেঁরেকে দেখি নি। এতদিন পর তিনিও আমাকে দেখলে কত খুসী হবেন।

মেটিয়া বলল—"এতদিন পর মা-বারবেঁরেকে দেখতে যাচ্ছ, তাঁর জন্য কিছু নিয়ে যাবে না?"

তাইত, একথা একদিনের জন্যও আমার মাথায় আসেনি। আমাদের গাইটের কথা আমার মনে পড়ল। মা-বারবেঁরে গাইটেকে কত ভাল বাসতেন। তার জন্য আমি যদি তেমনি একটি গাই কিনে নিয়ে যাই তা হলে তিনি কত খুসী হবেন!

মেটিয়াকে এ কথা বলায় মেটিয়াও খুব খুসী হয়ে উঠল। স্থির হ'ল আমরা আরো কিছু উপার্জ্জন ক'রে মা-বারবেঁরের জন্য একটা গাই কিনব। মেটিয়া প্রথম গাইটে নিয়ে মা-বারবেঁরের কাছে গিয়ে বলবে—"মা-বারবেঁরে তোমার গাই এনেছি।"

মা-বারবেঁরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলবেন—"আমার গাই? আমাকে কে গাই দেবে বাছা?"

মেটিয়া বলবে—"তুমি তো শোভানোর মা-বারবেঁরে? এক রাজপুত্র তোমাকে গাইটা পাঠিয়েছে।"

"রাজ-পুত্র? কে রাজপুত্র বাছা?"

অমনি আমি আড়াল হ'তে বের হ'য়ে মা-বারবেঁরেকে দুবাহুতে জড়িয়ে ধরব। তারপর তাকে সব কথা বলব।

কিন্তু গাইয়ের দাম? সে-যে কত হ'তে পারে সে সম্বন্ধে আমাদের কিছুই ধারণা নেই। স্থির করলাম আমরা খুব ছোটো দেখে একটা গাই কিনব। তাহলে দামও কম পড়বে, আর গাইটেকে খেতেও বেশী দিতে হবেনা।

একদিন আমরা এক সরাইওয়ালাকে আমাদের মতলবের কথা বললাম। সে তো আমাদের কথা শুনে হেসেই আকুল। হাসতে হাসতে সে সকলকে ডেকে বলল—"শুনছ হে, এই ছোকরা বলছে একটা গাই কিনবে। গাইটা ছোট হবে, খাবে কম কিন্তু দুধ খুব দিবে। হাঃ হাঃ হাঃ ছোকরার পছন্দটা বেশ। ওহে ছোকরা, পঞ্চাশ টাকার কমে যে গাই হয় না তা কি জান?"

পঞ্চাশ টাকা! আমাদের পকেটে তখন দশ টাকার বেশী ছিলনা। তা হ'ক। শোভানো পৌঁছতে এখনো অনেক দেরী। এই সময়ের মধ্যে কি আমরা পঞ্চাশ টাকা উপার্জ্জন করতে পারব না?

১৯

এবার রাস্তায় চলবার সময় আমি মেটিয়াকে গান ও লেখাপড়া শেখাতে আরম্ভ করলাম। আমি ভিটেলিসের নিকট যে-সকল গান শিখেছিলাম সে তা অল্পদিনের মধ্যেই শিখে ফেলল। পূর্ব্বে সে আর কখনো কা'রো নিকট গান বাজনা শেখেনি। তবু তার রাগ রাগিণীর জ্ঞান দেখে আমি এক এক সময় আশ্চর্য্য হয়ে যেতাম। কিন্তু লেখাপড়ার দিকে তার মোটেই মন ছিলনা। সে দিকে তার বুদ্ধিও কম ছিল। পড়াতে পড়াতে আমি এক এক দিন রাগ ক'রে বলতাম—"তোমার মাথায় কিচ্ছু নেই।"

সে হেসে উত্তর দিত—"তাই হবে। সেজন্যই বোধ হয় আমার মাথাটাব উপরই গেরোফেলির আক্রোশ বেশী ছিল।"

বেচারা! গেরোফেলির কাছে সে কী মারটাই না খেয়েছে। সে-কথা মনে ক'রে আমি তাকে আর কিছু বলতে পারতাম না।

লেখাপড়ার দিকে তার মন না থাকলেও গানের প্রতি তার অনুরাগ দেখে আমি অবাক হয়ে যেতাম। সে প্রতিদিনই আমাকে গান সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করত। আমি তার গানের শিক্ষক হলেও তাব অনেক প্রশ্নেরই উত্তর দিতে পারতাম না।

আমি একদিন ম্যাপ দেখে বললাম—"নিকটেই মঁদে বলে একটা সহর আছে। চল, আমরা সেখানে যাই। সেখানে কোন গুণী ব্যক্তির নিকট গিয়ে গান সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নগুলির মীমাংসা ক'রে নেব।"

সেদিনই আমরা মঁদের দিকে যাত্রা করলাম এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে সেখানে গিয়ে পৌছলাম। মঁদে বিশেষ বড় সহর নয়। আমরা রাত্রিতে আহারের সময় হোটেলওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলাম "এখানে গানের কোন বড় ওস্তাদ আছে কি।"

হোটেলওয়ালা এই কথা শুনে কিছুক্ষণ হাঁ ক'রে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর জিজ্ঞাসা করল—"তোমরা কি অনেক দূর থেকে এসেছ ?"

"হাঁ, আমরা অনেকদূর থেকে এসেছি।"

"তাই হবে। নইলে মঁশিয়ে এস্‌পানিস্থর নাম তোমরা জান না, এও কখনো সম্ভব ?"

"তিনি কি খুব বড় একজন ওস্তাদ ?"

"বড় ওস্তাদ বললে তাঁর সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় না। এত বড় সঙ্গীতবিদ্ এখন এদেশে একজনও নেই।"

আমরা হোটেলওয়ালার কথা শুনে একটু দমে গেলাম। এত বড় একজন ওস্তাদ্ কি আমাদের মত ছেলেমানুষকে আমল দিবেন ? আর আমাদের এত টাকাই বা কোথায় যে আমরা তাঁর কাছে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে যাব ?"

হোটেলওয়ালা আমাদের আশ্বাস দিয়ে বললেন—"তোমরা ভেবনা, তাঁকে খুসী করতে পারলে তিনি তোমাদের সকল প্রশ্নেরই উত্তর দেবেন।"

আমরা রাত্রিতে শোবার পূর্ব্বে আমাদের প্রশ্নগুলি বেশ ভাল ক'রে ভেবে চিন্তে ঠিক ক'রে রাখলাম। সে রাত্রি আনন্দে মেটিয়া ভাল ক'রে ঘুমোতে পারল না।

পরদিন ভোর হতে না হতেই মেটিয়া বেহালা ও আমি হার্প ঘাড়ে ক'রে মঁশিয়ে এস্‌পানিস্থর বাড়ির দিকে যাত্রা করলাম। হোটেলওয়ালার নিকট আমরা পূর্ব্ব হতেই তার ঠিকানা জেনে নিয়েছিলাম। কাজেই তার বাড়ি খুঁজে বের করতে আমাদের বেশী দেরী হলনা।

বাড়ির কাছে এসে দেখি, এ যে একটা দোকান ? বাড়ির গায়

একটা সাইন্‌বোর্ড টাঙানো আছে। তাতে লেখা আছে "এখানে চুল ছাঁটা ও দাড়ি কামানো হয়।"

আমি মেটিয়ার মুখের দিকে তাকালাম। সে আমাকে ইসারায় দোকানে প্রবেশ করতে ইঙ্গিত করল।

দোকানে প্রবেশ ক'রে দেখি একজন লোক একটা চেয়ারে ব'সে আছে ও অন্য একজন লোক সামনে দাঁড়িয়ে তার দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছে। ঘরের এক পাশে নানা রকমের বাদ্যযন্ত্রও সাজানো আছে দেখতে পেলাম।

মেটিয়া ঘরে প্রবেশ করেই যে লোকটি দাড়ি কামিয়ে দিচ্ছিল তাকে মঁশিয়ে এস্‌পানিস্থর কথা জিজ্ঞাসা করল। সেলোকটি দাড়ি কামিয়ে দিতে দিতে বলল তারি নাম এস্‌পানিস্থ।

এই এস্‌পানিস্থ? আমি মেটিয়ার মুখের দিকে তাকালাম। ইসারায় বললাম—"চল, আর কেন, কতগুলি পয়সা নষ্ট ক'রে কি হবে?"

সেও আমাকে চোখের ইসারায় বলল—"একটু সবুর কর।"

সে এস্‌পানিস্থর পাশে একটা চেয়ারে ব'সে তার সঙ্গে গল্প জুড়ে দিল।

যে-লোকটি দাড়ি কামাচ্ছিল তার কামানো শেষ হ'লে মেটিয়া বলল—"মঁশিয়ে, আমার চুলটা কি ছেঁটে দিবেন?"

এস্‌পানিস্থ বলল—"চুল কেন, বলতো দাড়িও ছেঁটে দিতে পারি।"

দেখতে দেখতে এস্‌পানিস্থর সঙ্গে মেটিয়ার গল্প বেশ জমে উঠল।

গল্প করতে করতে মেটিয়া বলল—"দেখুন মঁশিয়ে, আমার এই বন্ধুটির সঙ্গে গান সম্বন্ধে আমার ভারি তর্ক বেধে গেছে। কিন্তু কিছুতেই তর্কের মীমাংসা হচ্ছে না। আপনার নাম শুনে আমরা এখানে এসেছি। আপনি কি আমাদের তর্কের একটা মীমাংসা ক'রে দেবেন?"

"তর্কের বিষয় কি না-জানলে আমি কি ক'রে মীমাংসা করব ?"

এইবার মেটিয়ার মতলব কি বুঝতে পারলাম। সে চুলও ছাঁটবে, বিনি পয়সায় সে তার প্রশ্নগুলির উত্তরও আদায় করবে।

সে এক একটি ক'রে তার প্রশ্নগুলি মঁশিয়ে এস্‌পানিয়্‌কে জিজ্ঞাসা করতে লাগল। অতটুকু ছেলের মুখে গান সম্বন্ধে এমন সব প্রশ্ন শুনে তিনি প্রথমটায় খুবই আশ্চর্য্য হ'য়ে গেলেন। তার পর খুসী হ'য়ে তিনি মেটিয়ার সকল প্রশ্নের উত্তর তো দিলেনই, তাছাড়া সঙ্গীত সম্বন্ধে এমন সব বিষয় তিনি আমাদের বলতে লাগলেন যে, তা শুনে আমাদের বুঝতে বাকি রইল না তিনি যেমন তেমন একজন গুণীলোক নন্। সঙ্গীত সম্বন্ধে তিনি যে একজন অসাধারণ গুণী সে-সম্বন্ধে আমাদের মনে আর কিছুমাত্র সন্দেহ রইল না।

মেটিয়ার হাতে বেহালা দেখে মঁশিয়ে এস্‌পানিয়্‌ তাকে বেহালা বাজিয়ে শোনাতে বললেন। এত বড় একজন ওস্তাদের সামনে বেহালা বাজাতে মেটিয়ার প্রথমটায় খুবই ভয় হচ্ছিল। কিন্তু একটু পরেই তার ভয় কেটে গেল। তখন সে সমস্ত মন দিয়ে বেহালা বাজাতে লাগল। এস্‌পানিয়্‌র মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম তিনি তন্ময় হ'য়ে মেটিয়ার বাজনা শুনছেন। মেটিয়ার বাজনা শেষ হ'লে তিনি আবেগ ভরে মেটিয়ার হাত দুটি ধরে বললেন—"তুমি ছেলেমানুষ কিন্তু কোন বড় ওস্তাদের হাতেও আমি এমন বেহালা শুনিনি। তুমি কি অন্য কোন যন্ত্র বাজাতে পার ?"

মেটিয়া বলল সে বাঁশীও বাজাতে পারে।

তখন এস্‌পানিয়্‌ তার হাতে একটা বাঁশী দিয়ে বলল—"বাজাও।"

মেটিয়ার বাঁশী শুনেও তিনি খুব খুসী হলেন। তারপর তাকে বললেন—"তুমি কি আমার কাছে থাকবে ? তোমার মত ছাত্র পেলে মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার সব বিদ্যে আমি তোমাকে শিখিয়ে যেতে পারব।"

সে কি উত্তর দেয় জানবার জন্য আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। মেটিয়া কি এমন সুযোগ হারাবে? অবশেষে মেটিয়াকেও হারাতে হলো? হায় আবার আমাকে পথে একা বের হ'তে হবে!

মেটিয়া আমার মনের ভাব বুঝতে পেরে আমার কাছে এসে আমার দুহাত ধ'রে বলল—"আমার বন্ধুকে আমি ত্যাগ করব? এ জীবনে নয়।"

মঁশিয়ে এস্‌পানিস্থর নিকট হ'তে বিদায় নেবার সময় হ'লে তিনি একখানা ছেঁড়া গানের বই মেটিয়ার হাতে দিয়ে বললেন—"আমার স্নেহের নিদর্শন স্বরূপ তোমাকে এই বইখানা দিলাম। এই বইখানা তোমার অনেক কাজে লাগবে।"

বইয়ের উপরের পাতা উল্টিয়ে দেখলাম ভিতরে লেখা আছে—"ভবিষ্যতে এই বালক সঙ্গীতের দ্বারা বিশ্বের লোককে মুগ্ধ করবে।"

২০

প্রথম যেদিন মেটিয়াকে দেখি সেদিন থেকেই তার প্রতি আমার কেমন ভালবাসা জন্মেছিল। সেও যে আমাকে কত ভালবাসে তার পরিচয় আজ আমি পেলাম। আমাকে সে ভালবাসে বলেই এস্‌পানিস্থর নিকট থেকে সঙ্গীত শিখবার এমন সুযোগ সে আজ ত্যাগ করল। আমি তাকে দুহাতে জড়িয়ে ধ'রে বললাম—"মেটিয়া, মৃত্যু ভিন্ন আমাদের আর কেউ পৃথক করতে পারবে না।"

সে একটু হেসে উত্তর করল—"সেতো আমি প্রথম থেকেই জানি।"

পথে আমরা শুনলাম উসেলে একটি গরুর মেলা হবে। শোভানো যেতে হ'লে উসেল্ হ'য়েই যেতে হয়। সুতরাং আমরা স্থির

করলাম উসেলের মেলাতেই আমরা মা-বারবেঁরের জন্য গাই কিনব। এতদিনে আমাদের পকেটে আরও টাকা জমেছে। টাকার জন্যও আমাদের আর ভাবনা নেই।

এখন থেকে রাস্তায় আমাদের মধ্যে কেবলি গাইটে-সম্বন্ধে কথা হ'তে লাগল। মেটিয়ার ইচ্ছে গাইটে সাদা হয়। আমি বললাম—"না মেটিয়া, মা বারবেঁরের গাইটে লাল ছিল। লাল গাই পেলেই তিনি বেশী খুসী হবেন।" কিন্তু গাইটে যে খুব দুধ দেবে, খুব ঠাণ্ডা হবে, আর দেখতেও খুব সুন্দর হবে সে-সম্বন্ধে আমাদের দুজনেরই একমত।

কিন্তু গাইটে কিনে দেবে কে? আমাদের ছেলেমানুষ দেখে যদি গাই-বিক্রেতা আমাদের ঠকিয়ে দেয়? শুনেছি গাই-বিক্রেতাগণ নাকি অতিশয় ধূর্ত্ত; সুবিধে পেলেই তারা লোকদের ঠকায়। শুনেছি একবার একজন লোক মেলা থেকে একটা গাই কিনে নিয়ে আসে। বাড়ি এসে সে যেমন লেজ ধরে টান দিয়েছে অমনি ঝুটো লেজ খসে গেল।

আমরা স্থির করলাম উসেলে গিয়ে আমরা একজন পশু-চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণ করব। তাকে কিছু দিতে হলেও ক্ষতি নেই।

মেটিয়া বলল—"আমাকে গরু-বিক্রেতাগণ ঠকাতে পারবে না। আমি গাই কিনে প্রথমেই লেজ ধ'রে টেনে দেখব।"

আমি বললাম—"তা হ'লে মাথায়ও তোমাকে গরুর লাথ্ খেতে হবে।"

মাথায় না হয়ে অন্যত্র লাথ্ খেতে হ'লে তার বিশেষ আপত্তি ছিল না। কিন্তু মাথায় লাথ্ খাবার কথা শুনে সে দমে গেল।

প্রথম বাড়ি হ'তে বের হ'য়ে আমি একদিন ভিটেলিসের সঙ্গে এই উসেলেই এসেছিলাম। এই উসেলেই ভিটেলিস্ আমার জন্য নূতন জামা, কাপড়, জুতো কিনে দিয়েছিলেন। হায়, আজ তিনি কোথায়!

তার দলের মধ্যে আজ আমি ও কাপি মাত্র জীবিত। ভিটেলিসের সঙ্গে সেদিন আমরা যে-হোটেলে উঠেছিলাম আজও আমি সেই হোটেলে মেটিয়াকে নিয়ে উঠলাম।

হোটেলে জিনিষ পত্র রেখে প্রথমেই আমরা একজন পশু-চিকিৎসকের খোঁজে বের হলাম। হোটেলওয়ালা আমাদের একজন পশু-চিকিৎসকের সন্ধান বলে দিলেন। আমরা তার কাছে গিয়ে আমাদের মতলবের কথা বললাম। তিনি তো আমাদের কথা শুনে প্রথমে হেসেই অস্থির। তিনি হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন—"গাই কিনবে, কত টাকা হাতে আছে ?"

আমাদের পকেটে কত টাকা আছে সে কথা তো আমরা তাকে বললামই, তাছাড়া আমরা যে কি ক'রে সে টাকা উপার্জ্জন করেছি সে-কথাও তাকে বললাম। আমাদের কথা শুনে তিনি খুবই খুসী হলেন। তিনি যদি আমাদের একটা গাই কিনে দেন তাহলে তাকে কত দিতে হবে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন তাকে এজন্য কিছুই দিতে হবে না: মেলায় গিয়ে তিনি নিজে আমাদের জন্য একটা ভাল দেখে গাই কিনে দিবেন। তার এ কথায় আমরা খুবই খুসী হলাম।

পরদিন ভোর হতে না হতেই হোটেলে বসেই দেখতে পেলাম রাস্তা দিয়া দলে দলে লোক মেলায় চলেছে। কা'রো মাথায় মুরগী, কা'রো মাথায় ডিমের ঝুড়ি, কা'রো মাথায় তরীতরকারী। গরু, ঘোড়া, ভেড়া, ছাগলও যে কত চলেছে তার অন্ত নেই। আমরা আর দেরী না ক'রে না খেয়ে তখনি মেলায় রওনা দিলাম।

মেলায় গিয়ে দেখি গরুতে মেলা প্রায় ভরে গেছে। এত গরু এক সঙ্গে আমরা কখনও দেখিনি। কোন্‌টা আমরা পছন্দ করব ? যেটার দিকে তাকাই সেটাই আমাদের পছন্দ হয়। মেটিয়া দুএকটা

গরুর লেজ মলেও দেখলো এবং তার ফলে দুএকটা লাথ্‌ও খেল। তবে সৌভাগ্যের বিষয় মাথায় লাথি লাগেনি। আমাদের পছন্দ মত একটা গাই ঠিক ক'রে পশু-চিকিৎসকের জন্য আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি আসলেন। আমরা গাইটে তাকে দেখালে তিনি ঘাড় নেড়ে বললেন—"না, এটা ভাল গাই নয়, চল, ভাল গাই খুঁজে দেখছি।"

তিনি অনেক দেখে দেখে অবশেষে একটা গাই পছন্দ করলেন। দামের কথা জিজ্ঞাসা করলে যার গাই সে দেড়শত টাকা হেঁকে বসল।

আমি পশু-চিকিৎসকের মুখের দিকে তাকিয়ে ইসারায় বললাম—"আর কেন, চলুন অন্য গাই দেখি।"

তিনিও তেমনি ইসারায় বললেন—"সবুর কর, অত ব্যস্ত কেন?"

তিনি গাইটের চারিদিক ঘুরে গাইটেকে ভাল ক'রে দেখতে লাগলেন। গলায় হাত দিয়ে বললেন—"গলাটা উটের মত বড় লম্বা"। শিং এ হাত দিয়ে বললেন—"শিং দুটো বড় ছোট।" পেটে এক গুঁতো দিয়ে বললেন—"ও বাবা, পেটভরা যে পিলে! না এ গাই কিনে কি হবে? চল হে ...... "

যার গাই সে দেখলে সর্ব্বনাশ! এ যে একেবারে পশু-চিকিৎসক স্বয়ং নিজে? তিনি যদি গাইটে পছন্দ না করেন তাহলে তার গাই কে কিনবে?

সে তাড়াতাড়ি বলল—"হুজুর না হয় পঁচিশ টাকা কম দিবেন।"

"ওসব দামাদামি ক'রে কিছু লাভ নেই; আমার এক কথা। আশী টাকায় দেবে?" এই বলে তিনি অন্য দিকে যেতে উদ্যত হলেন।

গাই-বিক্রেতা তাড়াতাড়ি তার সম্মুখে এসে বলল—"হুজুর শুনুন, আপনি না হয় আরো পঁচিশটাকা কম দেবেন। এই একশত টাকায় আপনি গাইটা নিয়ে যান। আপনাকে বলেই এত কমে দিলাম।"

তিনি আমাদের আড়ালে ডেকে বললেন—"একশত টাকায় গাইটে কিনে ফেল। অমন ভাল গাই এ-দামে আর পাবে না।"

আমি বললাম—"এই না আপনি বললেন গাইটে ভাল নয়, পেটভরা পিলে ?"

"ও কিছু নয়, ওকে ভয় দেখাবার জন্য আমি এ-সব কথা বলেছি। তা না হলে ও কি দাম কমাত ?"

আমি অমনি টাকা বের ক'রে গুণে তার হাতে দিলাম। গাই কিনে আমরা যখন মেলা থেকে হোটেলে ফিরে এলাম তখন আমাদের আনন্দ দেখে কে ?

পরদিন খুব সকালেই আমরা গাইটে নিয়ে হোটেল থেকে বের হয়ে পড়লাম। শোভানো আর বেশী দূরে নয়। সমস্ত দিন হাঁটলে সন্ধ্যের মধ্যেই আমরা সেখানে গিয়ে পৌঁছতে পারব। কিন্তু প্রথম দিনেই গাইটেকে একটানা অতটা পথ হাঁটাতে আমাদের ইচ্ছে হ'লনা। দুপুরের দিকে আমরা একটা বনের ধারে গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করতে লাগলাম। চারিদিকে বেশ কচি ঘাস জন্মেছে। গাইটাকে সেই ঘাসের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে আমরা আহার করতে লাগলাম। গাইটেও ছাড়া পেয়ে মনের আনন্দে ঘাস খেতে লাগল।

মেটিয়া বলল—"জায়গাটি খুব সুন্দর ; চল, দিনটা আজ এখানে বসে বসেই কাটাই। সন্ধ্যে হ'লে গ্রামে গিয়ে আশ্রয় নেব।"

কিছুক্ষণ বসে থেকে থেকে মেটিয়া তার পুঁটলির ভিতর থেকে বাঁশী বের করল। চারিদিক এমন সুন্দর, সে কি বাঁশী না বাজিয়ে থাকতে পারে ?

গাইটে বনের ধারে মনের সুখে ঘাস খাচ্ছিল। বাঁশীর শব্দ শুনে সে খাওয়া বন্ধ ক'রে কানখাড়া ক'রে থমকে দাঁড়াল। তারপর হঠাৎ

লেজ তুলে কোন দিকে না তাকিয়ে মাঠের ভিতর দিয়ে সোজা ছুটতে লাগল।

মেটিয়ার বাঁশী বাজানো বন্ধ হয়ে গেল। আমরা দুজনেই প্রাণপণে

মেটিয়ার বাঁশী শুনে গাইটে ছুটচে

গাইটের পিছু পিছু ছুটতে লাগলাম। আমাদের পিছু পিছু ছুটতে দেখে গাইটেও ভয় পেয়ে আরো জোরে ছুটতে লাগল।

মাঠে কতগুলি লোক কাজ করছিল। তারা একটা গাইকে এ ভাবে ছুটতে দেখে তাড়াতাড়ি সেই দিকে ছুটে এল। এবং চারিদিক ঘিরে তারা গাইটেকে ধরে ফেলল। আমরা কাছে গেলে তারা আমাদের গাইটে তো দিলেই না বরং চোর বলে আমাদের থানায় ধ'রে নিয়ে গেল।

থানায় গিয়ে যখন পৌছলাম তখন সন্ধ্যে হ'য়ে এসেছে। সে রাত্রি আমাদের থানার হাজত-ঘরে বাস করতে হল।

রাত্রিতে মেটিয়া বলল—"ভাই রিমি, কাল সকালে তো ডেপুটি বাবুর নিকট আমাদের বিচার হবে। তখন আমরা কি বলব ?"

"কেন, সত্যি কথাই বলব। সত্যি সত্যি গাইতো আমরা আর চুরী করি নি ?"

"কিন্তু তারা তো আমাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করবে ?"

"তা তো করবেই।"

"তখন তো তোমাকে মা-বারবেঁরের কথা বলতে হবে ?"

"হঁা, বলতে তো হবেই।"

"তাহ'লেই তো মুস্কিল। ডেপুটিবাবু কি তোমার কথা বিশ্বাস করবেন ? তারা হয় তো মা-বারবেঁরেকে আনবার জন্য লোক পাঠাবে।"

"মা-বারবেঁরে আসলে তো ভালই হবে।"

"ভাল আর কি হবে ? তিনি আসলে আগে থেকেই তো সব কথা জেনে ফেলবেন। রাজপুত্রের গাই নিয়ে আমি তার কাছে কি করে যাব ?"

কিন্তু পরদিন বিচারের সময় মা-বারবেঁরেকে আর ডাকবার প্রয়োজন হল না। আমরা উসেলের পশু-চিকিৎসকের কথা বলতেই ডেপুটিবাবু বললেন—"আমি তাকে চিনি। তিনি যদি বলেন এ গাই তোমাদের তাহলে তোমাদের আর কোন ভয় নেই।" তিনি তখনই পশু-চিকিৎসকের জন্য উসেলে লোক পাঠালেন।

উসেল্ থেকে পশু-চিকিৎসক মহাশয় এলে তার মুখে সকল কথা শুনে ডেপুটিবাবু তখনই আমাদের ছেড়ে দিলেন।

হাজত থেকে ছাড়া পেয়ে গাইটেকে দুয়িয়ে আমরা পেটভরে

দুধ খেলাম। মেটিয়া দুধ খেতে খেতে বলল—"আঃ কি মিষ্টি দুধ!"

আমি মেটিয়াকে সাবধান ক'রে দিলাম আর যেন সে গাইটের সামনে বাঁশী না বাজায়।

আমরা আর দেরী না ক'রে সে দিনই শোভানোর দিকে যাত্রা করলাম। ডেপুটীবাবুর নিকট শুনলাম মা-বারবেঁরে জীবিত আছেন; তাঁর স্বামীও বাড়ী নেই, কি-কাজে প্যারী নগরীতে গেছেন। তবে আর ভাবনা কি? মেটিয়াকে তাড়া দিয়ে বললাম—"মেটিয়া, চল, চল ...."

সমস্ত দিন হেঁটে সন্ধ্যের পূর্ব্বেই আমরা শোভানোতে গিয়ে পৌছলাম। এই তো সেই রাস্তা? রাস্তার সেই মোড় যেখান থেকে মা-বারবেঁরেকে দেখে আমি 'মা' 'মা' বলে চিৎকার ক'রে উঠেছিলাম। আমি সেই মোড়ে দাঁড়িয়ে চারিদিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। সবই পূর্ব্বের মত আছে। দূরে আমাদের চিরপরিচিত ঘরটিও আমি দেখতে পেলাম। ঘরটি তেমনি আছে; তার ভিতর দিয়ে তেমনি ধোঁয়া উঠছে; ধোঁয়ায় সেই ওক্ কাঠের গন্ধ। মনের আনন্দে আমি মেটিয়াকে দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম।

মেটিয়া বলল—"গাইটে কী বোকা, বাঁশী শুনলেই ছুটে পালাবে, তা না হলে বাঁশী ও হার্প বাজিয়ে কী বিজয়গর্ব্বেই না আমরা গ্রামে প্রবেশ করতাম। গ্রামের লোক আমাদের অবাক হয়ে দেখত।"

বাড়ির কাছাকাছি আসলে দেখতে পেলাম মা-বারবেঁরে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। তারপর দরজাটা বন্ধ ক'রে বেরিয়ে গেলেন।

মা-বারবেঁরে বাড়ি না থাকায় ভালই হল। আমরা দুজনে চুপি চুপি বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলাম। মা-বারবেঁরের গরুর ঘরটা খালি প'ড়ে আছে। সেখানে তিনি কাঠ জমিয়ে রেখেছেন। আমরা

গাইটেকে সেই ঘরে বেঁধে রেখে মা-বারবেঁরের ঘরের ভিতর প্রবেশ করলাম। ঘরটি পূর্ব্বের মতই আছে। জানালার কাচ ভেঙ্গে গেলে যেখানে আমি কাগজ দিয়ে জুড়ে দিয়েছিলাম আজও সে-জায়গায় সেই কাগজ রয়েছে। কাপি আমাদের সঙ্গেই ছিল। তাকে গরুর ঘরে বেঁধে রাখলাম। মেটিয়াকে বললাম বিছানার ভিতর লুকিয়ে থাকতে, আর আমি অন্ধকারে ঘরের এক কোণে মাথাগুঁজে খুব ছোট হয়ে বসে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেলাম। আমি মেটিয়াকে ইসারা ক'রে মাথাগুঁজে নিঃশ্বাস বন্ধ ক'রে চুপ ক'রে বসে রইলাম।

মা-বারবেঁরে ঘরে প্রবেশ ক'রে প্রথম আমাদের দেখতে পাননি; ঘর অন্ধকার ছিল। কিন্তু খোলা-দরজা দিয়ে বাইরের আলো ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি আমাকে দেখতে পেলেন। কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলেন—"কে ওখানে?"

আমি তখন ঘাড় উঁচু করে বসলাম। তিনি একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর চোখ উজ্জল হয়ে উঠল, তাঁর গা কাঁপতে লাগল। তারপর তিনি নিজে নিজেই আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন—"একি, এ যে রিমি, আমার রিমি!"

আমি আর থাকতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি উঠে ছুটে গিয়ে তাঁর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়লাম। মা-বারবেঁরে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মাথায় ঘন ঘন চুমু খেতে লাগলেন। তারপর তিনি দুহাতে আমার মুখ ধরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—"রিমি, এখন তুমি কত বড় হয়েছ! তোমার শরীর কেমন সুস্থ সবল হয়েছে! দেখতেও তুমি কত সুন্দর হয়েছ। আমি তো প্রথম তোমাকে দেখে চিনতেই পারিনি।"

হঠাৎ মেটিয়ার কথা আমার মনে পড়ল। তাকে ডাকতেই সে তাড়াতাড়ি বিছানার ভিতর হতে বের হয়ে এল। আমি মা-বারবেঁরেকে বললাম—"এ আমার ভাই মেটিয়া।"

মা-বারবেঁরে অতিশয় আগ্রহের সঙ্গে বললেন—"তাহলে তুমি তোমার মা-ভাই-বোনদের খুঁজে পেয়েছ?"

আমি বললাম—"না, মেটিয়া আমার আপন ভাই নয়, কিন্তু আপন ভাই অপেক্ষাও অধিক প্রিয়; সে আমার বন্ধু।"

তারপর কাপিকেও মা-বারবেঁরের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। কাপিকে বললাম—"কাপি, মা-বারবেঁরেকে সেলাম কর্।"

অমনি কাপি সামনের দুপা তুলে মাথা নীচু ক'রে মা-বারবেঁরেকে সেলাম করল।

তারপর মা-বারবেঁরের সঙ্গে বহুদিনের পুরানো গল্প হতে লাগল।

মা-বারবেঁরেকে বললাম—"চল, তোমার গরুর ঘরটা দেখে আসি।"

মা-বারবেঁরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বললেন—"সেখানে গিয়ে আর কি হবে? গাইটে তো আর নেই, এখন সেখানে আমি কাঠ রাখি।"

এই ব'লে মা-বারবেঁরে গাইটের জন্য কত দুঃখ করতে লাগলেন। তিনি বলতে লাগলেন—"গাইটে থাকতে আমার কোন দুঃখ কষ্টই ছিল না, তখন কি আর দুধ মাখনের জন্য আমাদের কষ্ট পেতে হত? এতদিন পর তুমি এসেছ, গাইটে থাকলে তোমাকে কত পিঠে তৈরী ক'রে খাওয়াতাম।"

ঠিক সেই সময় ঘরের ভিতর থেকে গাইটে হাম্বা ক'রে ডেকে উঠল।

মা-বারবেঁরে অবাক হয়ে বলে উঠলেন—"ঘরে গাই কোত্থেকে এল?"

এই বলেই তিনি তাড়াতাড়ি ঘরের ভিতর ঢুকলেন ও গাইটে

দেখে আশ্চর্য্য হ'য়ে ব'লে উঠলেন—"ওমা, এ কার গাই? কী সুন্দর গাইটে! কে এখানে একটা গাই বেঁধে রেখে গেল?"

এ কথায় আমি ও মেটিয়া এক সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলাম। আমরা

গাইটে হাম্বা ক'রে ডেকে উঠল।

তখন গাইটের ইতিহাস সব তাকে বললাম। এমন সুন্দর একটা গাই যে আমরা তাঁর জন্য কিনে এনেছি একথা শুনে তাঁর মনে আনন্দের আর সীমা রইল না।

আমি বললাম—"মা-বারবেঁরে, এবার পিঠে ভাজতে বসো। মেটিয়া কিন্তু অতদূর থেকে তোমার পিঠের লোভেই এখানে এসেছে; পিঠে না খেয়ে কিন্তু সে এখান থেকে নড়ছে না।"

মা-বারবেঁরে খুসী হয়ে বললেন—"পিঠে আমি এখনি ভাজছি, আগে গাইটে দোয়াই।"

তিনি নিজেই গাইটে দোয়াতে বসে গেলেন। দেখতে দেখতে একটা বালতি দুধে ভরে গেল।

মা-বারবেঁরের মুখে আর আনন্দ ধরে না। তিনি বারবার বলতে লাগলেন—"কী চমৎকার দুধ!" "কী চমৎকার দুধ!"

আমি পূর্ব্বেই দোকান থেকে চিনি, মাখন, ময়দা, প্রভৃতি কিনে এনেছিলাম। মা-বারবেঁরেকে তা দিলে তিনি তখনই পিঠে তৈরি করতে বসে গেলেন।

পিঠে তৈরী করতে করতে তিনি বললেন—"আমার স্বামী যে এখানে নেই, তিনি যে প্যারী নগরীতে গেছেন সে-কথা তুমি হয় তো জান না?"

আমি বললাম—"হাঁ, আমি জানি।"

"কিন্তু কেন যে তিনি প্যারী নগরীতে গেছেন তা কি তুমি জান?"

"না, সে-কথা এখন থাক; পরে শুনব। এখন তুমি পিঠে ভাজ।"

পিঠে তৈরী হ'তে লাগল আর মেটিয়া ও আমি গরম গরম পিঠে উনুনের ধারে বসে খেতে লাগলাম।

মেটিয়া পিঠে খেতে খেতে বলল এমন পিঠে সে জীবনে কখনো খায় নি।

কিছুক্ষণ পর মেটিয়া বাইরে গেলে মা-বারবেঁরে বললেন—"রিমি, তোমার মা-বাপের সন্ধান পাওয়া গেছে।"

আমার মা-বাপের সন্ধান পাওয়া গেছে? আমি আনন্দে অধীর হয়ে ব'লে উঠলাম—"তারা বেঁচে আছেন?"

"হাঁ, তারা বেঁচে আছেন। তোমার আত্মীয়েরাই আমার স্বামীকে খবর দিয়ে প্যারী নগরীতে নিয়ে গেছেন।"

আমার পিতামাতার সন্ধান পাওয়া গেছে, তাঁরা জীবিত আছেন! কী-আনন্দ।

কিন্তু তখনি আমার ভয় হতে লাগল এর মধ্যে জেরমের কোন দুষ্ট অভিসন্ধি নেই তো? আমাকে খুঁজে বের করবার জন্য সে প্যারী নগরীতে যায় নি তো? হয় তো আমাকে খুঁজে বের ক'রে অন্য কা'রো নিকট আমাকে বিক্রয় করা তার ইচ্ছে।

মা-বারবেঁরেক আমার ভয়ের কথা বললে তিনি আশ্বাস দিয়ে বললেন—"না, তোমার সেরূপ ভয়ের কোন কারণ নেই। তোমার আত্মীয়েরা তোমাকে পাবার জন্য খুব ব্যস্ত হ'য়ে আমার স্বামীর নিকট লোক পাঠিয়ে ছিলেন। তারা তোমাকে খুঁজে বের করবার জন্য আমার স্বামীকে অনেক টাকাও দিয়েছেন, তাতেই বুঝেছি তোমার পিতা মাতা খুব ধনী।"

মেটিয়া ঠিক সেই সময়ে ঘরে প্রবেশ করতেই আমি তাকে এই আনন্দের সংবাদ দিলাম। আমি আশা করেছিলাম সে এ-সংবাদে আমারই মত খুসী হবে। কিন্তু তার মুখে আনন্দের কোন লক্ষণই দেখতে পেলাম না, বরং সেদিন থেকে তাকে বেশী বিমর্ষ দেখাতে লাগল। তার মন থেকে সমস্ত স্ফূর্ত্তি যেন কোথায় চলে গেল।

মা-বারবেঁরে বললেন—"তুমি আর এখানে দেরী করোনা। প্যারী নগরীতে আমার স্বামী আছেন। সেখানে গিয়ে তাকে খুঁজে বের করতেও তোমার দুচার দিন দেরী হবে। কারণ তার ঠিকানা আমার জানা নেই। এখান থেকে চলে যাবার পর তার আর কোন খবরও পাই নি।"

এত শীঘ্র মা-বারবেঁরেকে ছেড়ে যাবার আমার মোটেই ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু মা-বারবেঁরের কথায় আমি আর দেরী না ক'রে প্যারী যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম। স্থির করলাম পথে একবার লিসার সঙ্গে দেখা ক'রে যাব। তাকেও আমি এ সংবাদ দেব। সে এ-সংবাদ শুনে কত খুসী হবে।

লিসা তখন প্যারী নগরীর পথেই তার কাকার সঙ্গে একটা খালের ধারে বাস করছিল। খালের জল খোলবার ও বন্ধ করবার ভার তার কাকার উপর ছিল। আমরা সেই খালের ধার দিয়ে চলতে লাগলাম।

এই খালেই একদিন নৌকোর মধ্যে আর্থার ও আর্থারের মার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। খালের ধার দিয়ে চলবার সময় তাদের কথা আমার বারবার মনে পড়তে লাগল।

লিসার কাকা খালের ধারে কোথায় বাস করেন তা আমি পথে জেনে নিয়েছিলাম। আমরা সেই পথ ধরে ক্রমাগত চলতে লাগলাম। পথে চলবার সময় আমার পিতামাতা সম্বন্ধে আমার কত কথা মনে হতে লাগল। তাঁরা কেমন, তাঁরা কি আমাকে ভালবাসবেন? মা-বারবেঁরে আমাকে যেমন ভালবাসেন আমার মাও কি আমাকে তেমনি ভালবাসবেন? তারপর লিসার কথাও মনে হ'তে লাগল। তার কি আমার কথা মনে আছে? সে কি আমাকে দেখে পূর্ব্বের মতই খুশী হবে?

যেদিন প্রথম দূর থেকে লিসার কাকার বাড়ী দেখতে পেলাম সেদিন আমার আনন্দ দেখে? আমি কেবলি মেটিয়াকে তাড়া দিতে লাগলাম চল, চল চল।

তাদের বাড়ির কাছাকাছি আসলে মনে হতে লাগল পথ যেন আর ফুরোচ্ছে না। আমি ছুটতে লাগলাম। কাপি ও মেটিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে ছুটতে লাগল।

যখন বাড়ির কাছে এসে পৌছলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। খোলা জানলার ভিতর দিয়ে আমি ঘরের আলো দেখতে পেলাম। আমি তাড়াতাড়ি জানলার ধারে এসে দাঁড়ালাম। জানালাটা উঁচু থাকায় ঘরের কেউ আমাকে দেখতে পায়নি। আমি ঘাড় উঁচু ক'রে উঁকিমেরে দেখলাম টেবিলের ধারে সকলে আহারে বসেছে। আমি মেটিয়া ও কাপিকে কোন রকম শব্দ করতে বারণ ক'রে ঘাড় থেকে হার্পটা নামিয়ে টুং টাং ক'রে

বাজাতে লাগলাম। প্রথমে লিসা সে-শব্দ শুনতে পেল বলে মনে হলনা। তখন আমি হার্পে তার প্রিয় সুরটি বাজাতে আরম্ভ করলাম। এক মুহূর্তে লিসা খাওয়া বন্ধ ক'রে কান খাড়া ক'রে হার্পের সুর শুনতে লাগল। আমি আর একটা সুর বাজাতে আরম্ভ করতেই লিসা আর বসে থাকতে পারলনা। তাড়াতাড়ি টেবিল হ'তে উঠে জানলার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর জানলার উপর ঝুঁকে নীচের দিকে তাকাতেই আমার উপর তার চোখ পড়ল, আর অমনি আমাকে চিনতে পেরে আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠল। তখন লিসার কাকাও তাড়াতাড়ি জানলার কাছে এসে দাঁড়ালেন ও আমাকে চিনতে পেরে ঘরের ভিতর ডেকে নিলেন। টেবিলের ধারে আমাদের দু'জনের জন্য জায়গা হ'ল।

আমি বললাম—"আমরা তিনজন। আর একটা জায়গা যদি করেন বড় ভাল হয়।"

এই বলে আমি আমার ঝোলার ভিতর থেকে একটা প্রকাণ্ড পুতুল বের ক'রে লিসার সামনে টেবিলের উপর বসিয়ে দিলাম। লিসা কথা বলতে পারেনা। কিন্তু তার চোখের দিকে তাকিয়ে সে যে পুতুল পেয়ে কত খুসী হয়েছে তা বুঝতে আমার দেরী হলনা।

২৭

এতদিন পর লিসার সঙ্গে দেখা হলেও বেশী দিন তার কাছে আমার থাকা হলনা। যে-কয়দিন সেখানে ছিলাম প্রতিদিন আমি লিসার সঙ্গে খালের ধারে বেড়াতে যেতাম। সে কথা বলতে না পারলেও তার চোখের দিকে তাকালেই আমি তার মনের সমস্ত কথা বুঝতে পারতাম।

আমি তাকে আমার পিতামাতার কথা বললাম। তাদের খোঁজেই আমি প্যারী নগরীতে যাচ্ছি। তাঁদের সঙ্গে যখন আমার দেখা হবে তখন তার পিতাকে জেল থেকে মুক্ত ক'রে আনবার জন্য আমি আমার পিতামাতাকে অনুরোধ করব। তাঁরা খুব বড়লোক। তাঁরা নিশ্চয়ই আমার অনুরোধ রাখবেন। তখন লিসা আবার তার পিতার কাছেই থাকতে পারবে।

এ সব কথা শুনে লিসা কতই না খুসী হ'ল। একদিন লিসাকে বললাম কাল আমরা যাত্রা করব। আমার পিতামাতার সঙ্গে দেখা হ'লে আবার আমি তার কাছে আসব। তখন আর পায়ে হেঁটে নয়, একেবারে চার ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে আসব। এসে, সেই গাড়িতে ক'রেই আমি লিসাকে প্যারী নগরীতে আমার পিতামাতার কাছে নিয়ে যাব। আমার পিতামাতা তখন তাকে কত আদর যত্ন করবেন।

পরদিন লিসার নিকট বিদায় নিয়ে আমরা প্যারী নগরীর দিকে যাত্রা করলাম। এবার আর পথে পয়সা উপার্জ্জনের দিকে আমার কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। পয়সা উপার্জ্জনের আর প্রয়োজনই বা কি? আমার পিতামাতা ধনী। প্যারী নগরীতে তাদের সঙ্গে দেখা হলেই তো আমার আর কোন অভাব থাকবে না।

কিন্তু মেটিয়া আমার কথা শুনত না। সে বলত—"প্যারী নগরীতে গিয়েই যে তোমার পিতামাতার সঙ্গে দেখা হবে তার নিশ্চয়তা কি? তুমি তাদের ঠিকানা জান না। প্যারী নগরী তো ছোট খাট সহর নয়? যদি সেই প্রকাণ্ড সহরে তাঁদের খুঁজে বের করতে তোমার দেরী হয়? তখন পকেটে পয়সা না থাকলে কি তোমাকে অনাহারে মরতে হবে না? একবার এই সহরেই যে না খেয়ে মরতে বসেছিলে সে-কথা কি ভুলে গেছ?"

মেটিয়ার কথায় আমরা পথে কিছু কিছু উপার্জ্জন করতে লাগলাম।

কিন্তু সে নিতান্তই অনিচ্ছার সঙ্গে। মেটিয়া আমার সঙ্গে না থাকলে প্যারী সহরে পৌঁছবার পূর্ব্বে পথেই আমাদের সমস্ত পুঁজি নিঃশেষ হ'য়ে যেত।

প্যারী নগরীর নিকটবর্ত্তী হ'লে আমার যত বেশী আনন্দ হ'তে লাগল মেটিয়ার মন থেকে স্ফূর্ত্তি ততই কমতে লাগল। একদিন তাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে বলল—"প্যারী নগরীতে গেলেই তো আবার আমাকে গেরোফেলির হাতে পড়তে হবে। তখন আমাকে তার কাছেই আবার থাকতে হবে।"

আমি তাকে আশ্বাস দিয়ে বললাম—"তোমার ভয় নেই, সহরে গিয়ে তুমি কোথাও লুকিয়ে থাকবে। আমি একাই আমার পিতা-মাতাকে খুঁজে বের করব।"

সহরে এসে মা-বারবেঁরে আমাকে যে-সব ঠিকানা দিয়েছিলেন আমি একে একে সে-সব জায়গায় জেরমের খোঁজ করতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও তার সন্ধান পাওয়া গেল না। সকলেই বলল অনেক-দিন যাবৎ সে সে-সব জায়গা ছেড়ে চলে গেছে।

আর একটি মাত্র ঠিকানা খুঁজতে বাকী আছে। যদি সেখানেও জেরমের খোঁজ না পাই? এখন মেটিয়ার কথা আমার মনে পড়ল। তার কথায় যদি পথে কিছু কিছু উপার্জ্জন না করতাম তাহলে আমাদের আজ কি উপায় হ'ত?

শেষ ঠিকানায় গিয়েও জেরমের খোঁজ পেলাম না। হোটেলওয়ালা আমাকে 'হোটেল কোঁতেলের' ঠিকানা দিয়ে বলল—"এখান থেকে সে 'হোটেল কোঁতেলে' গেছে। সেখানে গেলেই তার সঙ্গে তোমার দেখা হবে।"

আমি আর দেরী না ক'রে তখনই 'হোটেল কোঁতেলের' দিকে রওনা দিলাম। পথে একবার ভাবলাম গেরোফেলির খোঁজ নিয়ে যাই। যদি

মেটিয়াকে কোন সুসংবাদ দিতে পারি তাহলে সে খুবই খুসী হবে।

সুসংবাদই বটে। সেখানে গিয়ে গেরোফেলির খোঁজ নিয়ে জানলাম সে এখন জেলে আছে। আমি আর দেরী না ক'রে 'হোটেল কোঁতেলের' দিকে ছুটে চললাম। সেখানে গেলেই তো জেরমের সঙ্গে দেখা হবে। আজই আমার পিতামাতাকে দেখতে পাব। মেটিয়াকেও গেরোফেলির সংবাদ দিতে পারব। কী আনন্দ!

হোটেলের দরজায় দেখলাম একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক বসে আছে। তাকে জেরমের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে বলল—"তুমি কি এখানে থাকবে?"

আমি বললাম—"না। আমি এখানে জেরমের খোঁজ নিতে এসেছি।"

আমার কথার উত্তরে সে বলল—"খুব ভাল হোটেল। আর সস্তাও খুব।"

আমার সন্দেহ হল বৃদ্ধা নিশ্চয়ই কালা, কানে শুনতে পায় না। তখন আমি তাকে খুব জোরে চেঁচিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"জেরম্ কি এখানে আছে?"

আমার চিৎকারের উত্তরেও বৃদ্ধা তার হোটেলের গুণগান আরো বেশী ক'রে করতে লাগল। আমি দেখলাম আমার চিৎকারও তার কানে পৌছায় নি। তখন আমি তার কানের কাছে মুখ এনে প্রাণপণে চিৎকার ক'রে জেরমের কথা জিজ্ঞাসা করলাম।

এবার সে আমার কথা বুঝতে পারল। সে দুহাত উপরের দিকে তুলে নিতান্ত হতাশভাবে বলল—"হায় হায়, দেরী হয়ে গেছে। সে যে তোমাকেই খুঁজছিল!"

আমি তেমনি তার কানের কাছে মুখ নিয়ে ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করলাম—"সে কোথায়?"

বৃদ্ধা তেমনি হতাশভাবে বলল—"সে কি আর আছে ?"

"সে নেই ? কোথায় গেছে ?"

"সে যে মরে গেছে গো, মরে গেছে ।"

জেরম্ মরে গেছে ? তবে আমার পিতামাতার সন্ধান কে দেবে ? আমি অতি কষ্টে কান্না চেপে রেখে তাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"মরবার সময় সে কি তোমাকে কিছু বলে গেছে ?"

"বলে গেছে বই কি ? সে যে মরবার সময় কেবল তোমার মা বাবার কথাই আমাকে বলেছে । তারা যে খুব বড়লোক ।"

"কিন্তু তারা কোথায় ? সে-কথা কি সে তোমাকে কিছু বলেনি ?"

"তোমার পিতামাতার নাম পর্য্যন্ত সে আমাদের কাছে উচ্চারণ করেনি, পাছে তার অগোচরে তোমাকে খুঁজে বের ক'রে পুরস্কারের টাকাটা আমরা আত্মসাৎ করি ।"

"সে কি কাগজ পত্র কিছু রেখে গেছে ?

"কিছুই না । এক টুকরো কাগজে শুধু তার বাড়ির ঠিকানাটা লিখে রেখেছিল । তার মৃত্যুর পর সেই ঠিকানায় তার স্ত্রীকে তার মৃত্যুর সংবাদ জানিয়েছি । সেটুকু না থাকলে তাও পারতাম না ।"

তার কাছে আমার আর কিছুই জানবার রইল না । এখন আমার কর্ত্তব্য কি কিছুই স্থির ক'রে উঠতে পারলাম না । তখন মনে পড়ল মেটিয়াকে গেরোফেলির সংবাদ দিতে হবে । আমি আর দেরী না ক'রে মেটিয়ার সঙ্গে দেখা করতে চললাম ।

কথা ছিল একটা গির্জ্জার পাশে সে আমার জন্য অপেক্ষা করবে । সেখানে আসতেই সে আমার কাছে ছুটে এল এবং গেরোফেলির সংবাদ জানবার জন্য আমার মুখের দিকে ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে রইল । আমি প্রথম মেটিয়াকে গেরোফেলির জেলের কথা বললাম । তারপর

জেরমের যে মৃত্যু হয়েছে, তার কাছ থেকে আমার পিতার সংবাদ জানবার যে আর কোনই উপায় নেই সে-কথাও তাকে বললাম। আমার কথা শুনে সে কিছুমাত্র নিরাশ হ'ল না। সে আমাকে উৎসাহ দিয়ে বলল— "ভয় কি, প্যারী নগরীর সমস্ত রাস্তা, সমস্ত বাড়ি খুঁজে তোমার পিতা-মাতার সন্ধান করব।"

সে রাত্রিতে আশ্রয়ের জন্য আবার আমরা 'হোটেল কোঁতেলে' ফিরে এলাম। বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি খুব যত্নের সঙ্গে তার হোটেলে আমাদের থাকবার জায়গা ক'রে দিল।

আমি পরদিন মা-বারবেঁরেকে তার স্বামীর মৃত্যু সংবাদ দিয়ে জেরমের সঙ্গে আমার দেখা না হওয়ায় আমার পিতামাতাকে যে আমি খুঁজে পাইনি সে-কথা তাকে জানালাম।

আমার চিঠি পেয়ে মা-বারবেঁরে আমাকে লিখলেন—"রিমি, তোমার চিঠি পেলাম। আমার স্বামীর সঙ্গে তোমার দেখা না হওয়ায় তুমি নিরাশ হয়ো না। মৃত্যুর পূর্ব্বে আমার স্বামী আমাকে লিখে জানিয়েছেন তোমার পিতামাতা লণ্ডন সহরে আছেন। সেখানে গিয়ে গার্থ-এণ্ড-গেলি নামক উকিলের অপিসে খোঁজ করলেই তোমার পিতা-মাতার সন্ধান পাবে। গার্থ-এণ্ড-গেলির আপিস লণ্ডনে লিঙ্কন্‌স্কোয়ারে। প্যারী সহরে তুমি দেরী না ক'রে অবিলম্বে সেখানে চলে যাবে। সেখানে নিশ্চয় তোমার পিতামাতার সন্ধান পাবে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

সেদিনই আমরা লণ্ডন যাত্রা করলাম। আমি ইংরেজি ভাষা জানিনে। সৌভাগ্যের বিষয় সার্কাসের দলে থাকবার সময় মেটিয়া ইংরেজি ভাষা বলতে ও বুঝতে পারত। তা না হ'লে লণ্ডনে পৌঁছে আমাদের অনেক অসুবিধায় পড়তে হ'ত।

প্যারী হ'তে লণ্ডন পৌঁছতে আমাদের আট দিন লাগল।

জাহাজে ইংলিশ-চ্যানেল্ পার হয়ে লণ্ডন পৌঁছে আমরা একটা ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া ক'রে গাড়োয়ানকে গার্থ-এণ্ড-গেলির আপিসের ঠিকানা ব'লে দিলাম।

গাড়িতে ব'সে বসে আমার কেবলি আমার পিতামাতার কথা মনে হ'তে লাগল। আজই যদি তাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়? এতদিন পর আমাকে দেখে তাঁরা না জানি কতই খুসী হবেন। আমাকে কত আদর যত্ন করবেন! এতদিন পর কি আমার সকল দুঃখের অবসান হবে?

এমন সময় এক জায়গায় এসে গাড়ি থেমে গেল। গাড়োয়ান বলল আমরা গন্তব্য স্থানে এসেছি। এবার আমাদের গাড়ি থেকে নাবতে হবে।

গাড়ি থেকে নেমে আমি গাড়োয়ানের ভাড়া চুকিয়ে দিলাম। অপিসে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে আমার বুক ডুব্ ডুব্ করে কাঁপতে লাগল। একজন লোক আমাদের কাছে এসে আমরা কি চাই জিজ্ঞাসা করল। আমরা আমাদের অভিপ্রায়ের কথা বললে সে ভিতরে চলে গেল। কিছুক্ষণ পর সে এসে আমাদের ঘরের ভিতর যেতে বলল।

ঘরে প্রবেশ করে দেখলাম একজন লোক একটা টেবিলের ধারে একটা চেয়ারে বসে আছেন। তার চোখে চশমা। আমরা ঘরে প্রবেশ করতেই তিনি আমাদের দুজনকে তার কাছে চেয়ারে বসতে বললেন। আমরা বসলে তিনি ফরাশী ভাষায় আমাদের প্রশ্ন করতে লাগলেন। আমি একটির পর একটি তার প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলাম। আমার উত্তরে তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—"হাঁ, তোমাদের খোঁজেই আমি প্যারী নগরীতে লোক পাঠিয়েছিলাম। তোমার পিতামাতা লণ্ডন নগরীতেই আছেন।"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"আমার পিতামাতা দুই কি আছেন?"

"শুধু পিতামাতা নয় তোমার ভাই বোনও কয়েকটি আছে।"

কী আনন্দ! আমি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করলাম—"কখন আমি তাদের দেখতে পাব?"

"আজ এখনই তোমাদের তাদের কাছে নিয়ে যাওয়া হবে।" এই বলে তিনি টেবিলের উপর একটা ঘণ্টা বাজাতেই একজন লোক ঘরের ভিতরে প্রবেশ করল। তাদের মধ্যে কিছুক্ষণ ইংরেজিতে কি কথা-বার্ত্তা হ'ল আমি বুঝতে পারলাম না। তবে এইটুকু বুঝলাম এই ব্যক্তিই আমাদের আমার পিতামাতার নিকট নিয়ে যাবে।

আমি যখন ঘর হতে বের হব তখন চশমা-পরা সেই ব্যক্তি আমাকে বলল—"আমি বলতে ভুলে গেছি, তোমার নাম ড্রিস্‌কল্; তোমার পিতার নাম জন্ ড্রিস্‌কল্।"

২২

এক ব্যক্তি রাস্তা থেকে একটা গাড়ি ডেকে আনল। আমরা সেই ব্যক্তির সঙ্গে গাড়িতে উঠে বসলে গাড়ি চলতে লাগল।

তিনি গাড়োয়ানকে যে-ঠিকানা দিলেন তা শুনে আমার মনে হ'ল আমার পিতা খুব বড় একটা পার্কের মধ্যে বাস করেন। কিন্তু গাড়োয়ান ঠিকানা শুনে বিশেষ খুসী হ'ল ব'লে মনে হ'ল না।

কিন্তু কোথায় পার্ক? গাড়ি কেবল চলতেই লাগল। সহরের বড় বড় রাস্তা পার হ'য়ে এইবার যত পচা নোংরা গলির ভিতর দিয়ে গাড়ি চলতে লাগল। কোথাও রাস্তার কাদায় গাড়ির চাকা বসে যেতে লাগল। কোথাও রাস্তার দুধারে আবর্জ্জনার স্তূপ জমে আছে! রাস্তার দুধারের বাড়িগুলিই বা কী নোংরা! কোন কোন জায়গায় দেখতে পেলাম মেয়ে পুরুষ উভয়েই অতিরিক্ত মদ্যপান ক'রে রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছে।

কোথাও বারান্দায় ছেঁড়া কম্বলের উপর ব'সে মেয়ে পুরুষ উভয়েই ঢুলছে ও আপন মনে বিড়্ বিড়্ ক'রে বকছে। অবশেষে এক জায়গায় এসে গাড়ি থামল। গাড়োয়ান উপর থেকে হেঁকে বলল সে আর অগ্রসর হ'তে পারবে না। এখানেই আমাদের নাবতে হবে।

তখন গাড়োয়ান ও আমাদের সঙ্গের লোকটির সঙ্গে প্রথম বচসা তারপর রীতিমত ঝগড়া বেধে গেল। তাদের ঝগড়া থেকে আমরা এই-টুকু বুঝলাম গাড়োয়ান এখানকার রাস্তা চেনেনা, সে কোন জন্মেও এদিকে আসে নি। আমাদের সঙ্গের লোকটিও চোখ রাঙিয়ে বলল সেও কি রাস্তা চেনে নাকি? এই সব চোর বাটপাড়ের আড্ডায় সেও কি পূর্ব্বে কখনো এসেছে নাকি?

এইরূপ কিছুক্ষণ বকাবকির পর আমদের গাড়ি হতে নাবতে হ'ল। গাড়োয়ান গাড়ির ভাড়া নিয়ে আমাদের সেই স্থানে রেখে চলে গেল।

আমাদের সঙ্গের লোকটি রাস্তায় দুএকজনকে আমার পিতামাতার ঠিকানা জিজ্ঞাসা করল। কিন্তু কেউ ঠিকানা বলতে পারল না। সেই রাস্তায় আমরা একজনও ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পেলাম না। দুধারের লোকের চেহারা দেখে মনে হল চুরী ডাকাতি করাই যেন এদের ব্যবসা। আমার প্রতি মুহূর্ত্তে ভয় হতে লাগল কে কখন পিছন থেকে পিঠে ছোরা বসিয়ে দেয়। স্ত্রীলোকদের চেহারাও তেমনি। কেউ মদ খেয়ে ঢুলছে, তাদের চোখ বসে গেছে, চোখ রক্ত বর্ণ, মাথায় উস্কখুস্কু চুল, মুখময় কালিঝুলমাখা। মানুষের যে এমন বীভৎস মূর্ত্তি হতে পারে তা পূর্ব্বে আমি কখনো ভাবতে পারিনি।

সৌভাগ্যের বিষয় কিছুদূর অগ্রসর হ'তেই একজন পাহারাওয়ালার সঙ্গে আমাদের দেখা হল। সঙ্গের ভদ্রলোকটি তাকে রাস্তা ও বাড়ির ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলে সে আমাদের সে-স্থানে নিয়ে যেতে সম্মত হল।

অনেক রাস্তা ঘুরে অবশেষে পাহারাওয়ালা আমাদের নিয়ে একটা

বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল ও আমাদের সঙ্গের লোকটিকে বলল—"এই বাড়ি।"

এই আমার পিতার বাড়ি? আমি যে বাগানবাড়ি আশা ক'রে ছিলাম তা কোথায়? বাড়ির সামনে ছোট একটি আঙ্গিনা, তার একধারে ছোট একটি পুকুর, ডোবা বললেই হয়। তার জল কালো ও দুর্গন্ধময়।

সঙ্গের লোকটি আমাদের নিয়ে রাস্তা থেকে বাড়ির আঙ্গিনায় এসে দাঁড়াল। বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করবার দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আমাদের সঙ্গের লোকটি দরজায় জোরে ধাক্কা দিতে লাগলেন। কয়েকবার ধাক্কা দিতেই দরজা খুলে গেল। ভিতরে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে আমি মেটিয়ার হাত শক্ত ক'রে ধরলাম, মেটিয়াও আমার হাত শক্ত ক'রে ধরল। তখন আমাদের দুজনের মনে কী হচ্ছিল তা কেবল আমরা দুজনেই জানি।

আমরা আমাদের সঙ্গীর সঙ্গে একটা ঘরে প্রবেশ করলাম। ঘরের মধ্যে একধারে আগুন জ্বলছে। আগুনের ধারে একটি বৃদ্ধ একটা বেতের চেয়ারে বসে আছেন, তাঁর মুখময় পাকা দাড়ি গোঁফ, মাথায় একটা কালোটুপি। একটু দূরে একটা টেবিলের ধারে একটি স্ত্রীলোক ও একটি পুরুষ বসে আছে দেখতে পেলাম। স্ত্রীলোকটিকে দেখে মনে হল পূর্ব্বে তিনি সুন্দরী ছিলেন, কিন্তু এখন তাহার চেহারায় সে-সৌন্দর্য্য নেই; মুখ ফ্যাকাশে, চোখ বসা, দৃষ্টি মাতালের দৃষ্টির ন্যায় লক্ষ্যহীন। আমাদের সঙ্গের লোকটির সঙ্গে তার কিছুক্ষণ ধরে কি কথাবার্ত্তা হল, আমি সব বুঝতে পারলাম না, কেবল 'ড্রিস্কল্' কথাটি বারবার তাদের মুখে শুনতে পেলাম। তারা কথাবার্ত্তা বলবার সময় স্ত্রীলোকটি বারবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। পুরুষটি একবার আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল—"তোমাদের মধ্যে রেমি কার নাম?"

আমি তার দিকে অগ্রসর হ'য়ে বললাম—"আমার নাম.রিমি।"

সে বলল—"তুমি আমার কাছে এস, আমিই তোমার পিতা।"

এই আমার পিতা? যাদের দেখবার জন্য আমি এতদিন ব্যাকুল হয়ে ছিলাম কই তাদের দেখে আমি তো আজ মনে একটুও আনন্দ অনুভব করলাম না?

আমার পিতা তখন আমাকে আমার মা ও আমার ভাই বোনদের সঙ্গে একে একে পরিচয় করিয়ে দিলেন।

আমার ভাই বোনরা তখন আমার পিতার কাছেই বসে ছিল। তারা সংখ্যায় চার জন; দুটি ভাই ও দুটি বোন। তাদের মধ্যে যে-ভাইটি সকলের বড় তার বয়স এগারো ও যে-বোনটি সকলের ছোট তার বয়স তিনের বেশী হবে না।

মার সঙ্গে পরিচয় হ'তেই আমি তার গলা জড়িয়ে ধরে আদর করতে গেলাম। কিন্তু তিনি কেমন বিরক্তির সঙ্গে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন ও আমার পিতাকে লক্ষ্য ক'রে ইংরেজিতে দুএকটি কথা কি বললেন বুঝতে পারলাম না।

আগুনের ধারে যে-বৃদ্ধটি বসে ছিলেন তার সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়ে আমার পিতা বললেন—"ইনি তোমার ঠাকুরদাদা; বাতের রোগ থাকায় নড়তে চড়তে পারেন না।"

আমি তখন উঠে আমার ভাই বোনদের কাছে গেলাম, কিন্তু তারা তখন কাপিকে নিয়ে ব্যস্ত; তারা আমার দিকে ফিরেও তাকালনা। আমি আবার আমার নিজের জায়গায় এসে বসলাম। আমার কেবলি মনে হতে লাগল আমার এ কি হল? এতদিন ধ'রে আমি যা চেয়ে ছিলাম আজ আমি তো সবই পেয়েছি; মা, বাপ, ভাই, বোনদের সকলকেই পেলাম, তবু আমার মনে আনন্দ নেই কেন? তাঁরা ধনী নয়, গরীব সেইজন্যই কি আমার এমন হল? ছিঃ ছিঃ আমি এমন নীচ,

এমন হীন? না, আমি কখনো নিজকে এমন নীচ, এমন হীন হতে দেবনা। তারা ধনী নন, কিন্তু তারা তো আমার পিতামাতা, ভাই বোন! আমি আবার অগ্রসর হ'য়ে আমার মাকে আদর করতে গেলাম। কিন্তু এবারও তিনি তেমনি বিরক্তিভরে মুখ ঘুরিয়ে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসিতে আমার পিতার দিকে তাকালেন।

মাতার এই প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের হাসিতে আমি মনে অত্যন্ত আঘাত পেলাম। এতদিন পর দেখা তবু তাঁরা তো আমাকে একটুও আদর করলেন না, একটি মিষ্টি কথাও বললেন না। আমি তো তাদের নিকট কোন অপরাধ করিনি!

আমার পিতা মেটিয়াকে দেখিয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"এ ছোকরা কে?"

আমি বললাম—"আমার বন্ধু মেটিয়া।" তারপর মেটিয়াকে যে আমি কত ভালবাসি, সে-যে আমার কত প্রিয় সে-কথা আমি আমার পিতাকে বললাম।

আমার পিতা জিজ্ঞাসা করলেন—"তোমার বন্ধু কি তোমার সঙ্গেই থাকবে?"

আমি উত্তর দেবার পূর্ব্বেই মেটিয়া তাড়াতাড়ি বলল—"না, আমি সহর দেখতে এসেছি।"

তখন আমার পিতা আমাকে জেরমের কথা জিজ্ঞাসা করলেন। সে কেন এল না, সে এখন কোথায় জিজ্ঞাসা করায় আমি বললাম "তার মৃত্যু হয়েছে।"

এ সংবাদে আমার পিতা যেন খুসীই হলেন। আমার মাকেও তিনি এ সংবাদ জানালেন।

তারপর তিনি আমাকে বললেন—"এতদিন কেন তোমার খোঁজ করিনি তা জানতে হয় তো তোমার কৌতূহল হয়েছে?"

আমি বললাম—"হাঁ, আমার নিজের কথা জানতে আমার খুবই ইচ্ছে হয়।"

"তবে শোন।" এই ব'লে তিনি আমার জন্ম-বিবরণ ও আমার চুরীর কাহিনী আমাকে শোনালেন। তার মুখে শুনলাম আমি আমার পিতার প্রথম সন্তান। তাঁর বিবাহের এক বৎসর পরেই আমার জন্ম হয়। আমার মাতার সঙ্গে বিবাহের পূর্ব্বে আমার পিতা অন্য একটি স্ত্রীলোককে ভালবাসতেন। আমার পিতা তাকে বিবাহ না করায় ক্রোধ বশতঃ সেই স্ত্রীলোকটি আমার জন্মের পরেই আমাকে আমার মায়ের কোল থেকে চুরী করে নিয়ে যায়। তখন আমার পিতা-মাতা আমার অনেক অনুসন্ধান করেন কিন্তু কোথাও আমাকে খুঁজে পাননি। তাঁরা আমাকে ইংলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থানেই খুঁজেছিলেন। কিন্তু সেই স্ত্রীলোকটি যে আমাকে ইংলণ্ড হ'তে প্যারী নগরীতে এনে রাস্তায় ফেলে রেখে যাবে তা তাঁরা কল্পনাও করতে পারেননি। আমাকে খুঁজে না পেয়ে নিতান্ত হতাশ হয়ে তাঁরা আমার আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনমাস হ'ল তাঁরা আমার সন্ধান পান। যে-স্ত্রীলোকটি আমাকে চুরী করেছিল সম্প্রতি সে প্যারী নগরীর একটি হাঁসপাতালে মারা গেছে। মৃত্যুকালে সে হাঁসপাতালের অধ্যক্ষের নিকট তার সমস্ত অপরাধ স্বীকার করেছে। সেই হাঁসপাতালের অধ্যক্ষের নিকটই আমার পিতামাতা জানতে পারেন আমি প্যারী নগরীতে আছি। তখনই আমার পিতা আমাকে খোঁজবার জন্য প্যারী নগরীতে আসেন। সেখানে এসে পুলিশের সাহায্যে জানতে পারেন শোভানোতে মা-বারবেঁরের নিকট আমি মানুষ হয়েছি। কিন্তু আমার পিতা শোভানোতে এসে আমার দেখা পাননি। কারণ তখন আমি মেটিয়ার সঙ্গে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। জেরমের উপর আমার অনুসন্ধানের ভার দিয়ে আমার পিতা আবার লণ্ডনে ফিরে যান।

আমার পিতা বলতে লাগলেন—"আমরা একস্থানে বেশী দিন থাকিনে ব'লে, জেরম্‌কে ব'লে এসেছিলাম, তোমার খোঁজ পেলে সে যেন লণ্ডনের "গার্থ-এণ্ড-গেলির" আপিসে আমাদের জানায়। আমরা শীতকালটা শুধু লণ্ডনে থাকি। অন্য সময় আমরা নানা রকম জিনিস ফেরি ক'রে ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়াই। তোমাকে যখন পেলাম, তখন এখন থেকে তুমিও আমাদের সঙ্গে দেশ বিদেশে জিনিস ফেরি ক'রে বেড়াবে। তুমি এতদিন বিদেশে ছিলে; আমাদের ভাষাও তুমি এখন বলতে বা বুঝতে পারনা। কিন্তু কিছু দিন আমাদের সঙ্গে থাকলেই তুমি আমাদের ভাষা শিখে নেবে। তখন আমাদের সকলের সঙ্গে তুমি নিঃসঙ্কোচে কথা বলতে পারবে। তোমার ভাই বোনরাও তখন তোমাকে ভালবাসবে।"

মা-বারবেঁরের নিকট শুনেছিলেম আমার পিতামাতা খুব ধনী। কিন্তু এখানে এসে যা দেখলাম তাতে আমার মনে কোন সন্দেহ রইল না যে তাঁরা ধনী নন। তাঁরা ধনী নন্ কিন্তু তাঁরা তো আমার পিতামাতা? তাঁদের স্নেহ ভালবাসা কি তাঁদের ধন সম্পদের চেয়েও বেশী প্রিয় নয়? আমি স্থির করলাম সমস্ত প্রাণ দিয়ে আমি আমার পিতামাতাকে ভালবাসব।

আহারের সময় আমি আমার ভাই বোনদের সঙ্গে এক টেবিলে খেতে বসলাম। কিন্তু খেতে বসেই তারা পরস্পরে ঝগড়া করতে লাগল। নিম্নশ্রেণীর ছেলেদের ন্যায় ছুরি, কাঁটা, চামচ এ ওর গায়ে ছুঁড়ে মারতে লাগল। আমার পিতামাতা সামনে বসে সবই দেখতে লাগলেন, কিন্তু তাঁরা কিছুই বললেন না।

খাওয়া হ'য়ে গেলে আমি মনে করলাম এবার হয় তো সকলে এক সঙ্গে বসে আমার কাছ থেকে আমার-কথা শুনতে চাইবে। এতদিন আমি কোথায় ছিলাম, কি ভাবে আমার দিন কেটেছে

সে-সব কথা তারা নিশ্চয়ই জানতে চাইবে। কিন্তু আমাদের খাওয়া হতেই আমার পিতা আমাকে আমার শোবার ঘর দেখাতে নিয়ে চললেন। তিনি আমাকে নিয়ে যে-ঘরে প্রবেশ করলেন সেটা দেখতে একটা আস্তাবলের মত। তার ভিতর প্রকাণ্ড দুটো কাঠের গাড়ি। গাড়ি দুটোর ভিতর উপর-নীচে কয়েক সারী বেঞ্চ পাতা। এই গাড়ি দুটিতে জিনিস বোঝাই ক'রেই আমার পিতামাতা দেশ বিদেশে জিনিষ ফেরি ক'রে বেড়ান। তখন উহাতে চাকা বসানো হয় ও টানবার জন্য দুটো ঘোড়া জোড়া হয়। এরি একটা গাড়ির মধ্যে আমাদের দুজনের শোবার জায়গা হল। দুটো বেঞ্চে দুজনকে শুতে ব'লে আমার পিতা ঘরে একটা মোম বাতি রেখে ঘর হ'তে বের হয়ে গেলেন।

২৩

আমার পিতা ঘর হতে বের হ'য়ে যেতেই আমি উপরের একটা বেঞ্চে উঠে শুয়ে পড়লাম। মেটিয়াও ঠিক আমার নীচের বেঞ্চটিতেই শুয়ে পড়ল। আমি ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম কিন্তু আমার ঘুম এলনা।

দুজনে চুপ ক'রে শুয়ে আছি, দুজনেরই চোখে ঘুম নেই। আমি শুয়ে শুয়ে আমার অদৃষ্টের কথা ভাবতে লাগলাম।

অনেক রাত্রি হয়ে গেল তবু ঘুম আসল না মেটিয়াও ঘুমোয়নি। তার এপাশ-ওপাশ ফিরবার শব্দ আমি শুনতে পেলাম। একবার ইচ্ছে হ'ল মেটিয়াকে ডেকে গল্প করি। কিন্তু মুখ ফুটে কথা বলতে আমার কেমন ভয় হ'তে লাগল।

এভাবে কিছুক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ একটা শব্দ শুনে আমি চমকে উঠলাম। আমি কানখাড়া ক'রে শুনতে লাগলাম আস্তাবলের পিছন

দিকের দরজায় কে যেন আস্তে আস্তে কড়া নাড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা আলোর ক্ষীণ রশ্মি ও ঘরের মধ্যে এসে পড়ল। আমি বিছানায় উঠে বসলাম। কাপি আমার পাশেই শুয়েছিল। সে শব্দ শুনে গোঁ গোঁ করে উঠল।

আমার মাথার পাশেই একটি ছোট জানলা ছিল। পূর্ব্বে আমি সেটা দেখতে পাইনি। আলোর রেখাটি উহার ভিতর দিয়ে গাড়ির ভিতর এসে পড়াতে জানালাটি এবার আমার নজরে পড়ল। পাছে কাপি চ্যাঁচামেচি ক'রে বাড়ি শুদ্ধ লোক জাগিয়ে তোলে, সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি উহার মুখ চেপে ধ'রে চিৎকাব বন্ধ করলাম।

আলোর রশ্মিটি কোথা হতে আসছে জানবার জন্য আমার কৌতূহল হল। আমি আস্তে আস্তে আমার মাথার পাশের জানলাটি একটু ফাঁক ক'রে তাকালাম। কাঠের গাড়িটি একটা আস্তাবলের ভিতর ছিল। আমি দেখলাম আমার পিতা একটা আলো হাতে আস্তাবলের ভিতর দাঁড়িয়ে আছেন। সে-সময় তাঁকে এ-স্থানে দেখে আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। একটুপরে তিনি আলো হাতে রাস্তার দিকের দরজাটা খুলে দিলেন। অমনি দুজন লোক ঘরে প্রবেশ করল; তাদের দুজনের পিঠে মস্ত দুটো বোচ্‌কা। তারা ঘরে প্রবেশ করতেই আমার পিতা খুব সাবধানে দরজাটা বন্ধ ক'রে দিলেন ও মুখে আঙুল দিয়ে তাদের কথা বলতে নিষেধ করলেন। তারপর অতি সাবধানে ভিতর দিকের দরজাটা খুলে তিনি বের হয়ে গেলেন। আমি আমার পিতার অত সতর্কতার কারণ কিছুই বুঝতে পারলাম না। একটু পরেই তিনি আবার ফিরে এলেন; সঙ্গে আমার মা।

সেই বোচ্‌কা দুটোর ভিতর কি আছে জানবার জন্য আমার কৌতূহল হল। প্রথম মনে করেছিলাম উহার ভিতর কাপড় আছে, হয়তো ধোপা বাড়ির কাপড়। কিন্তু অত রাত্রিতে অত সাবধানে চোরের

মত চুপি চুপি ধোপাতো কখনো কাপড় নিয়ে আসে না? আমার কৌতূহল নিবৃত্তি হ'তে বেশী দেরী হল না। আমার মা ঘরে প্রবেশ করতেই লোক দুটি বোচ্‌কা দুটি খুলে ফেলল। তখন দেখি উহার ভিতর শুধু কাপড় নয়, কাপড়, জামা, মোজা, গেঞ্জি হ'তে আরম্ভ ক'রে টুপি, জুতো, সাবান, ছুরি, কাঁচি, পুতুল, খেলনা প্রভৃতি এমন জিনিস নেই যা বোচ্‌কা দুটির ভিতর নেই। আমার মা কাঁচি দিয়ে কাপড়ের টিকিট্‌গুলি কেটে ফেলতে লাগলেন। অত রাত্রিতে অমন সাবধানে কাপড়ের টিকিট কাটবার কারণ আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। আমার পিতা লোক দুটিকে মাঝে মাঝে কি যেন বলছিলেন। আমি তাদের সব কথা বুঝতে পারলাম না। তবে পুলিশ কথাটি বারবারই তাদের মুখে শুনতে পেলাম। কিছুক্ষণ পর লোক দুটি কাপড়ের বোচকা দুটি ঘরে রেখে পিছনের দরজা দিয়ে রাস্তায় বের হ'য়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমার মা ও বাবা ভিতরের দরজা দিয়ে আস্তাবল থেকে বের হয়ে গেলেন। আবার ঘর অন্ধকার হ'ল।

আমি ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু ঘুম এলনা, শুয়ে শুয়ে আমি নানা কথা ভাবতে লাগলাম। এই লোক দুটি কে? তারা কেন অতরাত্রিতে অমন চুপি চুপি ঘরে ঢুকলো? সদর দরজা দিয়ে না ঢুকে পিছনের দরজা দিয়ে তাদের ঘরে ঢুকবারই বা কারণ কি? আমার পিতাই বা মুখে আঙ্গুল দিয়ে তাদের কথা বলতে নিষেধ করলেন কেন? কাপড়ের বোচ্‌কায় এত কাপড়, অত সব জিনিসই বা কোথা থেকে এল? অত রাত্রিতে কাপড়ের টিকিটগুলিই বা কাটবার কারণ কি? পুলিশকেই বা তাদের এত ভয় কেন?

হঠাৎ আবার কাঠের ঘরটির ভিতর আলো এসে পড়ল। আমি স্থির করলাম সেদিকে তাকাবনা; চোখ বুঁজে শুয়ে থাকব। কিন্তু বেশীক্ষণ আমি আমার প্রতিজ্ঞা রাখতে পারলাম না।

এবার শুধু আমার বাবা ও মা ঘরে প্রবেশ করলেন। আমার পিতার হাতে একটা আলো। আমার মা কাপড়ের বোচ্কা দুটি থেকে কাপড় বের ক'রে ছোট ছোট তিন চারটি বোচ্কা করলেন। আমার পিতা ঘরের মেজে খুঁড়তে লাগলেন। খানিকটা খুঁড়তেই দেখা গেল নীচে একটা কাঠের দরজা। আমার পিতা যখন সেই দরজাটা খুললেন তখন দেখি নীচে রীতিমত একটি কাঠের ঘর। আমার মা আলো ধরলেন আর আমার পিতা মাটির নীচের কাঠের ঘরটিতে ছোট ছোট বোচ্কাগুলি ফেলতে লাগলেন। বোচ্কাগুলি ফেলা হ'য়ে গেলে আমার পিতা দরজাটি বন্ধ ক'রে তার উপর আবার মাটি চাপা দিলেন। তারপর দুজনেই আলো হাতে আস্তাবল হতে বের হয়ে গেলেন।

ঠিক সেই সময়ে আমার তলার বেঞ্চে শব্দ শুনতে পেলাম; পাশ ফিরে শোবার শব্দ। এই বেঞ্চিতেই মেটিয়া শুয়েছিল। তাহলে মেটিয়াতো সব দেখেছে? কাল কী ক'রে আমি তাকে মুখ দেখাব? সে যদি আমাকে রাত্রির ঘটনার কথা জিজ্ঞাসা ক'রে তাহ'লে আমি কি উত্তর দেব? আমি ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু ঘুম এল না। সমস্ত রাত্রি এপাশ-ওপাশ ফিরে ভোরের দিকে কখন এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম জানতে পারলাম না।

সকালে মেটিয়ার ডাকে আমি বিছানা ছেড়ে উঠে বসলাম। সে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করল না। কিন্তু আমার মুখের দিকে বারবার তাকিয়ে দেখতে লাগল। কাপড় প'রে আমরা দুজনেই ঘর থেকে বের হ'য়ে খাবার ঘরে গেলাম। সেখানে আমার বাবা বা মা কাউকে দেখতে পেলাম না। আমার ছোট বোন্ য়্যানি তখন টেবিল পরিষ্কার করছিল। এলেন্ ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। আমি ঘরে প্রবেশ করলে তারা আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। আমার ঠাকুরদাদা তখন ঘরের এক পাশে

আগুনের ধারে একটা চেয়ারে বসেছিলেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে তাঁকে প্রাতঃপ্রণাম জানালাম। তিনি আমার দিকে না তাকিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলেন।

আমি ইংরেজি বলতে পারিনে। মেটিয়াকে বললাম আমার ঠাকুরদাদাকে জিজ্ঞাসা করতে আমার মা ও বাবা কোথায়। মেটিয়া আমার ঠাকুরদাদাকে ইংরেজিতে মা ও বাবার কথা জিজ্ঞাসা করতেই তিনি খুসী হ'য়ে মেটিয়ার সঙ্গে ইংরেজিতে গল্প জুড়ে দিলেন। আমি তাদের কোন কথাই বুঝতে পারলাম না।

মেটিয়া আমাকে বলল—"তোমার ঠাকুরদাদা বললেন তোমার বাবা বাড়ি নেই, তোমার মা ঘুমোচ্ছেন। আমরা ইচ্ছে করলে একটু ঘুরে আসতে পারি।"

দু বন্ধুতে ঘর হ'তে বের হয়ে পড়লাম। লণ্ডন সহরের রাস্তা ঘাট সবই আমাদের নিকট অপরিচিত। কাজেই পাছে রাস্তা হারিয়ে ফেলি সেই ভয়ে বেশী দূর যেতে আমাদের সাহস হল না।

প্রায় দু ঘণ্টা আমরা দুজনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ালাম। কিন্তু কা'রো মুখে কথা নেই। দুজনেই দুজনের হাত ধ'রে রইলাম।

বাড়ি ফিরে দেখি মার ঘুম ভেঙ্গেছে। তিনি খাবার ঘরে টেবিলের উপর মাথা রেখে চোখ বুঁজে বসে আছেন। তিনি কি অসুস্থ? হয়তো সেই জন্যই ঘুম হ'তে উঠতে তাঁর দেরী হয়েছে। আমি তাড়াতাড়ি মার গলা ধরে তাঁকে চুমু খেতে গেলাম। তাঁর মুখের কাছে মুখ এনে আমি জিজ্ঞাসা করলাম তিনি কেমন আছেন। আমার প্রশ্নে তিনি চোখ খুলে আমার দিকে তাকালেন। কিন্তু বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে পারলেন না, আবার তার চোখ বুঁজে এল। তার নিঃশ্বাসের সঙ্গে কেমন একটা গন্ধ অনুভব করলাম। মুখের কাছে মুখ নিতেই বুঝতে পারলাম উহা মদের গন্ধ। আমি আর সেখানে দাঁড়াতে পারলাম না,

তাড়াতাড়ি দূরে সরে এলাম। আমার মা তেমনি টেবিলের উপর মাথা রেখে চোখ বুঁজে ঢুলতে লাগলেন।

আমার সমস্ত শরীর হিমের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল, হাত পা অবশ, আমার কথা বলবারও যেন আর শক্তি নেই। পাথরের মূর্ত্তির মত এক জায়গায় আমি স্থির হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কতক্ষণ এইভাবে দাঁড়িয়ে ছিলাম জানিনে। একবার মেটিয়ার দিকে দৃষ্টি পড়ল। সে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। তার দৃষ্টি কী করুণ, কী বিষাদ পূর্ণ! আমি তাকে ইসারা ক'রে ঘর হ'তে বের হয়ে এলাম। সেও আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘর হ'তে বের হয়ে এল। তারপর আবার দুজনে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। দুজনের কা'রো মুখে কথা নেই।

এক জায়গায় এসে মেটিয়া আমার হাত ধ'রে করুণস্বরে জিজ্ঞাসা করল—"রিমি ভাই, কোথায় যাচ্ছ?"

আমি বললাম—"জানিনে, চল, কোথাও এক জায়গায় গিয়ে বসি। তোমাকে অনেক কথা বলবার আছে।" ঘুরতে ঘুরতে এক জায়গায় এসে একটা পার্ক দেখতে পেলাম। তখন সেখানে বেশী লোক ছিল না। আমরা দুজনে তার ভিতর ঢুকে পড়লাম। আমি গাছের তলায় একটা খালি বেঞ্চ দেখে মেটিয়াকে তার উপর বসতে বললাম। মেটিয়া আমার পাশে বসতেই আমি তার হাত চেপে ধরলাম। মেটিয়া করুণভাবে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

আমি মেটিয়াকে বললাম—"মেটিয়া, আমি তোমাকে কত ভালবাসি তা তুমি জান। আমার ভালবাসায় তুমি অবিশ্বাস করবে না?

আমার কথায় মেটিয়ার চোখ জলে ভরে এল। সে ছলছল্ চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—"তোমাকে অবিশ্বাস করব?"

আমি আবেগভরে তাকে আমার আরো কাছে টেনে ধ'রে বললাম—

"তোমাকে আমার কথা রাখতে হবে, আজই তুমি এস্থান ত্যাগ ক'রে ফ্রান্সে চলে যাও।"

"তোমাকে ছেড়ে যাব ? কখনো না।"

"না মেটিয়া, তোমাকে আমার কথা রাখতেই হবে। তুমি জান না, তোমাকে এ-কথা বলতে আমার কত কষ্ট হচ্ছে ? তবু তোমাকে এ জায়গা ছেড়ে যেতেই হবে।"

"তুমি কেন এ-কথা বলছ আগে আমাকে তা বল ?"

"তুমি তো কাল রাত্রে সবই দেখেছ ?"

"হঁা, আমি জেগেছিলাম, আমি সবই দেখেছি।"

"তবে আর আমাকে জিজ্ঞাসা করছ কেন ? তুমি তো সবই বুঝতে পেরেছ !"

"হঁা, আমি সবই বুঝতে পেরেছি। বোচ্‌কায় ক'রে দুটি লোক যে-সব জিনিষ এনেছিল সবই চোরাই মাল। লোক দুটি সদর দরজা দিয়ে না এসে পিছনের দরজা দিয়ে আসায় তোমার বাবা তাদের উপর খুবই রাগ করছিলেন। তিনি বলছিলেন পুলিশের নজর নাকি তাদের উপর পড়েছে। আমি তাদের কথাবার্ত্তা সবই বুঝতে পেরেছি।"

"তাহলে আমাকে আর কেন জিজ্ঞাসা করছ ?"

"তুমিও আমার সঙ্গে চল। আমাকে এ-জায়গা ছাড়তে হলে, তোমারও ছাড়া উচিত।"

"না, মেটিয়া তারা আমার পিতামাতা, তোমার কে ? প্যারীতে গেরোফোলির সঙ্গে দেখা হলে, তুমি কি আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে বলতে ?"

এ কথায় মেটিয়া চুপ ক'রে রইল।

আমি আবার তাকে বললাম—"মেটিয়া, আজই তুমি ফ্রান্সে চলে যাও। তুমি সেখানে লিসার সঙ্গে দেখা করো। তাকে বলো আমার

সঙ্গে তার আর দেখা হবে না। তার পিতাকেও আমি আর জেল থেকে মুক্ত ক'রে আনতে পারব না।"

মেটিয়া দৃঢ়স্বরে বলল—"তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাব না। রিমি, এখনো সময় আছে, চল আমরা দুজনে আজই ফ্রান্সে চলে যাই।"

"না, মেটিয়া, তা কিছুতেই হতে পারে না। আমার পিতামাতাকে ছেড়ে আমি কোথায় যাব? তারা ভালই হ'ক, আর মন্দই হ'ক আমি তো তাদেরই সন্তান?"

"যে-লোক রাত্রিতে গোপনে চোরাই মাল ঘরে রাখে, যে-স্ত্রীলোক মদ খেয়ে সকালেও বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না, তুমি তাদের সন্তান? কখনো না!" আমি মেটিয়ার দুহাত শক্ত করে ধ'রে দৃঢ়স্বরে বললাম—"মেটিয়া, তুমি ভুলে যাচ্ছ কাদের সম্বন্ধে আমার সামনে কথা বলছ। তুমি আমার বন্ধু কিন্তু তুমি যদি আমারই সামনে আমার পিতামাতার প্রতি অসম্মান দেখাও তাহলে আমি কখনো তোমাকে ক্ষমা করব না। যেদিন পিতামাতার প্রতি সম্মান হারাব সেদিন যেন আমার মৃত্যু হয়।"

মেটিয়া বলল—"রিমি, তোমার পিতামাতাকে আমি কখনই অসম্মান করতে পারিনে। তোমার পিতামাতা তো আমারও পিতামাতা। কিন্তু এরা সত্যি সত্যি তোমার পিতামাতা কিনা তাকি একবার ভেবে দেখবে না?"

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"তোমার এরূপ সন্দেহের কারণ কি?"

"তাঁরা তোমার পিতামাতা হ'লে, তোমার ভাই বোনদের সঙ্গে তোমার চেহারার কোন সাদৃশ্য নেই কেন? যারা এরূপ গরীব তাঁরা তোমাকে অনুসন্ধান করবার জন্য এত অর্থই বা পাবে কোথায়? আজই তুমি মা-বারবেঁরেকে চিঠি লিখো। তোমাকে যখন তাঁরা রাস্তায় কুড়িয়ে পান তখন তোমার গায় কি কি জামা কাপড় ছিল তা যেন

তিনি তোমাকে অবিলম্বে লিখে জানান। তারপর তোমার মা বাবাকে তুমি সে-কথা জিজ্ঞাসা করো। তাঁরা যদি বলতে পারে কি কি জামা কাপড় তোমার গায় ছিল, তাহ'লেই বুঝব তুমি তাঁদের সন্তান। তার পূর্ব্বে তুমি তাঁদের সন্তান একথা কিছুতেই আমি বিশ্বাস করব না।"

বাড়ি ফিরতে আমাদের অনেক দেরী হ'ল। আমরা মনে করেছিলাম এজন্য হয় তো আমার পিতামাতা আমাদের উপর রাগ করবেন। কিন্তু তাঁরা আমাদের কিছুই বললেন না।

আহারের পর আমরা সকলে মিলে আগুনের ধারে গিয়ে বসলাম। আমার পিতা এতদিন আমি কোথায় ছিলাম, কি ভাবে দিন কাটিয়েছি জিজ্ঞাসা করলেন।

আমি ভিটেলিসের সঙ্গে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়াবার কথা তাঁদের বললাম। তারপর তাঁর মৃত্যু, মেটিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ, মেটিয়া যে খুব সুন্দর বেহালা বাজাতে পারে, আমরা যে গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে কাপির কসরৎ দেখিয়ে রাস্তায় রাস্তায় পয়সা উপার্জ্জন করেছি সে-সব কথাও তাদের বললাম।

আমার পিতা বললেন—"তোমার বন্ধু এখানে থাকলে তাকে কিছু কিছু উপার্জ্জন করতে হবে। দেখতেই পাচ্ছ আমরা ধনী নই। গ্রীষ্মের সময়টাই আমাদের উপার্জ্জনের সময়। তখন আমরা গ্রামে গ্রামে জিনিষ ফেরি ক'রে বেড়াই। শীতকালটায় আমাদের কোন কাজ-কর্ম্ম থাকবে না। এখন তোমরা দুজনে সহরের রাস্তায় গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে কিছু কিছু উপার্জ্জন করতে পারবে। নেড্ ও এলেন্ তোমার কুকুরটাকে রাস্তায় নিয়ে কসরৎ দেখাবে। তাতেও কিছু কিছু পাওয়া যাবে। এইরূপে সকলে মিলে উপার্জ্জন করলে শীত-কালটায় আমাদের কোন কষ্ট থাকবে না।"

আমি বললাম—"কাপি অচেনা লোকের সঙ্গে যাবে না। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে যাব।"

"প্রথম দুএকদিন হয় তো ওদের সঙ্গে যেতে চাইবে না। তারপর দুচার দিনের মধ্যেই চেনা হয়ে যাবে। তখন আর যেতে আপত্তি করবে না।"

"কাপি আমার সঙ্গে থাকলেই বেশী উপার্জ্জন করতে পারবে। ও আমার সঙ্গেই থাকবে।"

আমার পিতা এবার কর্কশ স্বরে বল্‌লেন—"আমি বলছি কাপি নেড্‌ ও এলেনের সঙ্গে যাবে। আমার কথার উপর কথা বলো না।"

আমি আর কিছু না বলে চুপ ক'রে রইলাম। রাত্রিতে আমরা পূর্ব্বের জায়গায় গিয়ে শুয়ে পড়লাম। মেটিয়া বলল—"তুমি আর দেরী করো না। কালই মা-বারবেরেকে চিঠি লিখে দাও।"

আমি রাত্রিতে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম হায় মেটিয়া আমাকে এ কী সন্দেহের মধ্যে ফেলল! আমার জীবনের সন্দেহ কি কোন দিনই ঘুচবে না?

আমি ও মেটিয়া রোজ সকালে বাড়ি হ'তে বের হতাম। তারপর সমস্ত দিন রাস্তায় রাস্তায় গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে সন্ধ্যের সময় বাসায় ফিরে আসতাম। সমস্ত দিনে যা উপার্জ্জন করতাম তা সবই সন্ধ্যের সময় আমার পিতার হাতে তুলে দিতাম। সমস্ত দিনের পর সন্ধ্যের সময় আমার পিতার সঙ্গে সেইটুকু মাত্র সম্বন্ধ ছিল। নতুবা সমস্ত দিনে তাঁর সঙ্গে আমার আর দেখা সাক্ষাৎ হত না।

একদিন আমার পিতা কাপিকে আমাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে বললেন। নেড্‌ ও এলেনের আজ অন্যত্র কি কাজ আছে। তাই তারা আজ কাপিকে নিয়ে যেতে পারবে না।

আমার পিতার এই প্রস্তাবে আমি ও মেটিয়া দুজনেই খুব খুসী হলাম। আমরা স্থির করলাম যেরূপেই হ'ক আজ আমাদের বেশী ক'রে উপার্জ্জন করতে হবে। তাহ'লে আমার পিতা কাপিকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেতে আর আপত্তি করবেন না।

সেদিন সকাল হতেই খুব কুয়াশা করেছিল। আমরা রাস্তায় যখন বের হলাম তখন কুয়াশায় চারিদিক এমন অন্ধকার যে নিজের হাত পা ভাল ক'রে দেখা যাচ্ছিল না। এই কুয়াশায় কাপির কসরৎ কে দেখবে? আমাদের দুজনেরই মন দমে গেল। কিন্তু তখন কি জানতাম সেদিন কুয়াশা না করলে আমাদের কী বিপদেই না পড়তে হ'ত?

রাস্তায় চলতে চলতে হঠাৎ দেখি কাপি আমাদের সঙ্গে নেই। এমন তো কখনো হয় না? এতদিন সে আমাদের সঙ্গে রাস্তায় চলেছে, কিন্তু একদিনের জন্যও তো সে আমাদের ছেড়ে কোথাও যায় নি। নিকটেই সে হয় তো কোথাও আছে মনে ক'রে এক জায়গায় দাঁড়িয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম।

অনেকক্ষণ কেটে গেল তবু তার দেখা নেই। আমার ভয় হ'তে লাগল কুয়াশার মধ্যে সে রাস্তা হারিয়ে ফেলেনি তো? না কেউ তাকে চুরি ক'রে নিয়ে গেল? এমন সময় হঠাৎ দেখি পাশের একটা ছোট গলি হ'তে সে ছুটতে ছুটতে আমাদের দিকে আসছে। সে ছুটে এসে সগর্ব্বে আমার পায়ের কাছে কি-একটা ফেলে দিল। আমি সেটা হাতে তুলে দেখি এক জোড়া মোজা। আমি অবাক হ'য়ে কাপির দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু মেটিয়া আমাকে সেখানে আর এক মুহূর্ত্তও দাঁড়াতে না দিয়ে আমার হাত ধরে সজোরে টেনে নিয়ে অন্যদিকে চলল।

একটু দূরে এসে মেটিয়া আমার কানের কাছে মুখ এনে বলল—

"আর একটু হ'লেই কাপি ধরা পড়েছিল আর কি। একটু আগেই একজন লোক মোজার কথা বলতে বলতে আমাদের সামনে দিয়ে চলে গেল। আজ কুয়াশা না থাকলে কাপির সঙ্গে আমাদেরও অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'ত।"

কাপির এই অধঃপতনের জন্য দায়ী কে তা বুঝতে আমার দেরী হ'ল না। আমি তখনই কাপিকে নিয়ে বাড়ি চলে এলাম।

আমার মা ও বাবা খাবার ঘরে ব'সে ছিলেন। আমি পকেট হ'তে মোজা জোড়া বের ক'রে তাদের তুজনের সামনে সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। নেড্ও এলেন্ তখন সেখানে ছিল। তারা আমার রাগ দেখে হো হো ক'রে হেসে উঠল।

আমি তাদের দিকে তাকিয়ে কঠোর স্বরে বললাম—"তোমরা আমার কাপিকে চুরি করতে শিখিয়েছ?"

আমার রাগ দেখে আমার পিতা আমার দিকে তাকিয়ে কঠোর স্বরে বললেন—"যদি চুরি করতে শিখিয়ে থাকে তাতে কি হয়েছে? তুমি কি করবে শুনি?"

"যেদিন কাপি চুরী করতে শিখবে সেদিন তাকে গলায় দড়ি বেঁধে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলব। আমি নিজেও কোন দিন চুরী করিনি, চুরী করবও না। যেদিন চুরী করতে শিখব সেদিন আমিও নিজে গলায় দড়ি দিয়ে জলে ডুবে মরব।"

আমার কথা শুনে আমার পিতার মূর্ত্তি ভীষণ হ'য়ে উঠল। রাগে তার সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। মনে হ'ল তিনি আমার গলা টিপে আমাকে এখনি মেরে ফেলবেন। কিন্তু আমি এক পাও নড়লাম না, স্থির হয়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ এই ভাবে কেটে গেল। অবশেষে আমার পিতা রাগ সামলিয়ে নিয়ে বললেন—"বেশ, আজ থেকে কাপি তোমার

সঙ্গেই থাকবে। নেড্ ও এলেন্ তাকে আর সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবে না।"

আমার ভাই বোনরা সেদিন থেকে আমার সঙ্গে কথা বলা এক রকম বন্ধ করল। নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে তারা আমার কাছেও আসত না। আমার পিতামাতাও আমার কোন খোঁজ খবর নিতেন না। আমার মনে হ'তে লাগল আমি যেন তাদের কেউ নই, আমি যেন একজন অপরিচিত বাইরের লোক।

আমার কেবলি মনে হ'তে লাগল মেটিয়া যা সন্দেহ করেছে তাই কি সত্য? আমি কি তাদের সন্তান নই? সন্তানের প্রতি কি পিতা মাতা কখনো এরূপ ব্যবহার করতে পারে? হায়, আমার এ সন্দেহ কে দূর করবে? আমি মেটিয়ার কথামত সেদিনই মা-বারবেঁরেকে চিঠি লিখলাম।

যথাসময়ে চিঠির উত্তর আসল। মা-বারবেঁরে লিখেছেন—"বাছা রিমি, তোমার চিঠি পড়ে আমি খুবই আশ্চয্য হলাম। আমার স্বামী বারবার আমাকে বলেছেন তোমার পিতামাতা খুব ধনী। তোমাকে কুড়িয়ে পাবার সময় তোমার গায়ে যে-সব জামা কাপড় ছিল তা দেখে আমারও তাই মনে হ'য়েছিল। সেই সকল জামা কাপড় এখনও আমার নিকট আছে। আমি তাদের একটা ফর্দ্দ তোমাকে পাঠালাম। তোমার পিতামাতা ধনী নয় ব'লে কিছু মনে করো না। তোমার প্রতি আমার স্নেহ ভালবাসা কোনো দিন কমবে না। তোমার দেওয়া-গাইটি যখনি দেখি তখনই তোমার কথা আমার মনে পড়ে। তুমি আমার ভালবাসা জেনো। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।"

মেটিয়া বলল—"আজই তুমি তোমার পিতামাতাকে জামা কাপড়ের কথা জিজ্ঞাসা কর।"

"কিন্তু তাঁরা যদি এতদিনের কথা ভুলে গিয়ে থাকেন?"

"তাও কি হয়? হারানো ছেলেকে খুঁজে বের করবার সেই তো একমাত্র নিদর্শন।"

কিন্তু একথা আমি আমার পিতামাতাকে কি করেই বা জিজ্ঞাসা করি? তাঁদের প্রতি আমার সন্দেহ জন্মেছে একথা জানতে পারলে তাঁরা কি মনে করবেন?

অবশেষে একদিন সাহস ক'রে আমার পিতাকে আমি সে-কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি আমার প্রশ্ন শুনে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর ঈষৎ হেসে একটি একটি ক'রে জামা কাপড়ের নাম ক'রে গেলেন। আমি দেখলাম মা-বারবেঁরের ফর্দ্দের সঙ্গে সব মিলে গেছে!

আর তো আমি সন্দেহ করতে পারিনে! রাত্রিতে মেটিয়াকে সে-কথা বললে সে বলল—"তুমি তাঁদের সন্তান কখনই নও। তাঁরাই তোমাকে তোমার মা বাপের কাছ থেকে চুরী ক'রে রাস্তায় ফেলে রেখে গিয়েছিল।"

আমি কিছু বলবার পূর্ব্বেই সে তাড়াতাড়ি তার বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল।

২৪

সেদিন রবিবার। আমার পিতা আমাকে বাড়ি ছেড়ে কোথাও যেতে বারণ করলেন। মেটিয়ার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন তার বাড়ি থাকবার কোনো প্রয়োজন নেই। সে বাইরে যেতে পারে।

আমার পিতা আমাকে নিয়ে বসবার ঘরে এসে বসলেন। সেদিন আমার মা ভাই বোনরাও কেউ বাড়ি ছিল না।

কিছুক্ষণ বসে থাকবার পর দরজায় কে যেন ধাক্কা দিচ্ছে বলে মনে হল। আমার পিতা উঠে দরজা খুলে দিতেই একজন ভদ্রলোক ঘরে প্রবেশ করলেন। আমার পিতার নিকট যারা আসে তাদের সঙ্গে এই ভদ্রলোকটির চেহারার বা পোষাকের কোন মিল নেই। এই ভদ্রলোকটির গায় দামী পোষাক, চোখে সোনার চশমা, আঙুলে বহুমূল্যের সোনার আংটি। কিন্তু তার মুখের দাঁতগুলির দিকে তাকিয়ে মনে হল সেগুলি যেন এক একটি কুকুরের দাঁত, তেমনি দৃঢ়, তেমনি ধারাল। হাসবার সময় তিনি সেই দাঁত বারবার ঠোঁট দিয়ে চেপে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

সেই ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমার পিতার অনেকক্ষণ ধ'রে কি কথাবার্ত্তা হ'তে লাগল। আমি তখনো ভাল ক'রে ইংরাজি বুঝতে পারতাম না ব'লে তাদের কথা আমি সব বুঝতে পারলাম না। সেই ভদ্রলোকটি আমার পিতার সঙ্গে কথা বলবার সময় বারবার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন।

কিছুক্ষণ পর ভদ্রলোকটি আমার পিতার সঙ্গে ফরাশী ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু তার উচ্চারণ শুনেই বুঝলাম ফরাশী তাঁর মাতৃভাষা নয়।

আমাকে দেখিয়ে আমার পিতাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—"এই ছেলেটির কথাই তুমি বলছিলে? একে দেখে তো বেশ সুস্থ সবল বলেই মনে হচ্ছে।" তারপর আমাকে সম্বোধন করে বললেন—"তোমার কি কখনো কোন অসুখ করেছিল"?

আমার পিতা বললেন—"ভদ্রলোকটির কথার উত্তর দাও।"

আমি বললাম—"না, আমার কোনো অসুখ করেনি।"

"কোন রকম শক্ত অসুখ কি কখনো তোমার হয়নি?"

"হাঁ, একবার আমার নিমোনিয়া হয়েছিল।"

"সে কবে ?"

"প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে।"

"একবার এস তো আমার কাছে ; তোমার বুক পিঠ ভাল করে পরীক্ষা করে দেখি।"

তিনি আমার বুক পিঠ পরীক্ষা ক'রে দেখে কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার মনে হ'ল তীক্ষ্ণ, ধারাল দাঁত দিয়ে আমাকে ছিঁড়ে খাবার যেন তাঁর ইচ্ছে। তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে আমার কেমন ভয় হতে লাগল। আমার পিতার সঙ্গে তাঁর আর বিশেষ কোন কথাবার্ত্তা হ'ল না। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠলে আমার পিতা তাঁর সঙ্গে বাইরে চলে গেলেন।

আমি একা ঘরে বসে রইলাম। ভাবতে লাগলাম এ লোকটি কে ? আমার বুক পিঠ এমন করেই বা পরীক্ষা করলেন কেন ? আমার পিতা আমাকে কি আবার বিক্রি করবেন ? মেটিয়া ও কাপিকে ছেড়ে কি আবার আমাকে অপরিচিত লোকের সঙ্গে যেতে হবে ? আমি স্থির করলাম আমি আর কখনো পরের অধীনতা স্বীকার করব না। বিশেষ ভাবে এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমি কিছুতেই কোথাও যাব না।

কিছুক্ষণ পর আমার পিতা ফিরে এসে বললেন আমি ইচ্ছে করলে এখন বাইরে যেতে পারি। আমার আর এখানে কোন কাজ নেই।

কিন্তু আমার আজ আর বাইরে যাবার মন ছিল না। শুয়ে পড়বার জন্য কাঠের ঘরটিতে এলাম। কিন্তু সেখানে গিয়ে দেখি মেটিয়া শুয়ে আছে। আমি তাকে সেখানে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। আমি কিছু বলবার পূর্ব্বেই সে মুখে আঙ্গুল দিয়ে আমাকে কথা বলতে নিষেধ করল। আমার কানের কাছে মুখ এনে আস্তে আস্তে বলল—"চল, বাইরে যাই। তোমাকে অনেক কথা বলবার আছে।"

রাস্তায় এসে সে বলল—"জান, যে-ভদ্রলোকটি তোমাকে দেখতে এসেছিলেন তিনি কে ?"

আমি কোন কথা না বলে অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে তখন নিজে নিজেই বলল—"এই ভদ্রলোকটি তোমারই বন্ধু আর্থারের কাকা—নাম জেমস্ মিলিগান্।"

তার কথা শুনে আমার মুখ দিয়ে কোন কথা বের হল না। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

সে বলতে লাগল—"তোমার বাবা আমাকে বাইরে যেতে বললে আমি বাইরে না গিয়ে এখানে এসে বিছানায় শুয়ে পড়ি। কিছুক্ষণ পর তোমার বাবা ভদ্রলোকটিকে নিয়ে এখানে আসল। আমি যে উপরের বেঞ্চে শুয়ে আছি তা তাঁরা জানত না। ভদ্রলোকটি ঘরে এসেই বলল—'ছেলেটা কি সুস্থ, সবল ? গা, হাত, পা যেন লোহার মত শক্ত। নিমোনিয়ায় ভুগেও বেঁচে উঠল, আমারই অদৃষ্ট খারাপ বলতে হবে।'

"তোমার বাবা বলল—'আপনার অন্য ভাইপোটি কেমন আছে।'

'আর্থার ? তার কথাও আর বলো না, তিনমাস পূর্ব্বে তো ডাক্তার এক রকম জবাবই দিয়েছিল, কিন্তু তার মার সেবা শুশ্রূষায় এখন সে দিব্যি ভালই আছে।' তুমি তো বুঝতেই পারছ, আর্থার ও তার মার কথা শুনবামাত্রই আমি কান খাড়া ক'রে তাদের কথা শুনতে লাগলাম।

"তোমার বাবা বলল—'আপনার অন্য ভাইপোটি বেঁচে থাকলে তো আপনার সম্পত্তি পাবার কোন আশা নেই।'

"আর্থারের কাকা বলল—'আপাততঃ তাই মনে হচ্ছে। কিন্তু আর্থার বেশী দিন বাঁচবেনা। তখন সমস্ত সম্পত্তি আমারই হবে।'

"তখন তোমার বাবা বলল—'আপনার অন্য বাধাটি আমি দূর করব, সে-সম্বন্ধে আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'"

মেটিয়ার নিকট সব-কথা শুনে আমার তখনই ইচ্ছে হচ্ছিল আমার বাবাকে সব-কথা জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু মেটিয়া আমাকে বারণ করল। সে বলল—"তাহলে তাঁরা সতর্ক হয়ে যাবে। আর্থারের কাকাও আর এখানে আসবেনা। তাঁদের কোন পরামর্শ আর জানতে পারবনা।" আমি মেটিয়ার পরামর্শ মত আমার পিতাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলাম না।

এর কিছুদিন পরে একদিন সহরের একটি রাস্তা দিয়ে চলবার সময় হঠাৎ মেটিয়ার বন্ধু ববের সঙ্গে দেখা হল। এই ববের সঙ্গেই সে পূর্ব্বে সার্কাসের দলে কাজ করত। মেটিয়াকে দেখে বব্ যেরূপ খুসী হ'ল তা দেখেই বুঝতে পারলাম বব্ মেটিয়াকে খুব ভালবাসে। কিছুদিনের মধ্যে ববের সঙ্গে আমারও বন্ধুত্ব জন্মে গেল।

২৫

শীত শেষ হ'য়ে আসল। সঙ্গে সঙ্গে আমার পিতাও জিনিষপত্র নিয়ে বিদেশে বের হবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগলেন। কাঠের ঘরটিতে নূতন ক'রে রং দেওয়া হ'ল। আমার পিতা উহার খোপেখাপে জিনিষ সাজাতে লাগলেন। জামা, কাপড়, মোজা, গেঞ্জি প্রভৃতি হ'তে আরম্ভ ক'রে ছুরি, কাঁচি, সাবান প্রভৃতি কিছুই বাদ গেলনা।

একদিন দেখলাম দুটো ঘোড়াও আঙ্গিনায় বাঁধা আছে। ঘোড়া দুটি কখন, কার কাছ থেকে কেনা হ'ল কিছুই জানতে পারলাম না।

যাত্রা করবার আর বেশী দিন দেরী নেই। আমাদের এখানেই

থাকতে হবে কি তাদের সঙ্গে যেতে হবে তখনো জানতে পারলাম না। অবশেষে যাত্রার ঠিক পূর্ব্বদিন আমার পিতা বললেন আমাদেরও তাঁদের সঙ্গে যেতে হবে। সে কথা শুনে মেটিয়া বলল—"রিমি, এখনো সময় আছে, চল পালাই।"

আমি বললাম—"তাঁদের সঙ্গে গেলে অনেক নূতন নূতন দেশ দেখতে পাব।"

মেটিয়া বলল—"আমার কিন্তু মোটেই ভাল ঠেকছেনা। আমার কেবলি মনে হচ্ছে কি যেন একটা বিপদ ঘনিয়ে আসছে। চল, ফ্রান্সে চলে যাই। সেখানে আর্থার ও তার মাকে আমরা খুঁজে বের করব।"

আমি মেটিয়ার কথায় সম্মত হলাম না।

পরদিন সকালে দুটি চাকার উপর কাঠের ঘরটিকে বসানো হল। তারপর ঘোড়া দুটি জুড়ে যথাসময়ে আমার পিতা যাত্রা করলেন। আমার মা, ভাই বোনরাও সঙ্গে চলল।

সমস্ত দিন চলে বিকেলের দিকে আমরা একটা গ্রামে এসে উপস্থিত হলাম। দেখতে দেখতে আমাদের চারিদিকে লোক জমতে লাগল। আমার পিতা তাড়াতাড়ি ঘোড়া দুটি খুলে জিনিসপত্র সাজাতে লাগলেন।

দোকান সাজানো হয়ে গেলে আমার পিতা ঘণ্টা নেড়ে জোরে জোরে হাঁকতে লাগলেন—"সস্তা জিনিষ, আজ না কিনলে আর পাবে না।"

গ্রামের লোকেরা জিনিসের দাম শুনে পরস্পর বলাবলি করতে লাগল—"এ নিশ্চয়ই চোরাই মাল, সস্তায় কিনে শেষে পুলিশের হাঙ্গামায় না পড়ি।"

আমি ও মেটিয়া তাদের কথা শুনে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি

করতে লাগলাম। মুখ তুলে লোকের মুখের দিকে তাকাতেও আমাদের সঙ্কোচ হ'তে লাগল।

মেটিয়া করুণস্বরে বলল—"রিমি, এখনো সময় আছে, চল পালাই। নতুবা আমাদের ও পুলিশের হাতে পড়তে হবে।"

আমি প্রতিদিন যে কী মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করছিলাম তা আমি কি ক'রে তাকে বুঝাব? তবু আমি বললাম—"মেটিয়া, আমাকে আরো কয়েকটা দিন ভাবতে দাও।"

দুদিন পর সেখান থেকে যাত্রা ক'রে একদিন সন্ধ্যের সময় আমরা বেশ একটা বড় জায়গায় এসে উপস্থিত হলাম। সেখানে ঘোড়দৌড়ের মাঠে কয়েকদিন থেকে একটা মেলা বসেছিল। মেলায় সব রকম স্ফূর্ত্তিরই ব্যবস্থা হয়েছে। কোথাও নাগরদোলা, কোথাও থিয়েটার, কোথাও বা সিনেমা বসেছে। তার চারিদিকে দলে দলে লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমি ও মেটিয়া ঘুরে ঘুরে মেলা দেখছি এমন সময় হঠাৎ দেখি বব্ এক জায়গায় একটা তাঁবু খাটাতে ব্যস্ত। সে তার সার্কাসের দল নিয়ে মেলায় এসেছে। আমাদের দেখে খুসী হ'য়ে সে আমাদের দিকে ছুটে আসল। আমাদের বলল আমাদেরও তার সার্কাসের দলে যোগ দিতে হবে। তার সঙ্গে গাইবার বা বাজাবার লোক নেই। গান ও বাজনা না থাকলে তার সার্কাস মোটেই জমবে না।

মেটিয়া বলল—"ভয় কি, দেখনা, আমরা গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে তোমার সর্কাসে কত লোক জমাচ্ছি।"

আমি তখনি গিয়ে আমার পিতাকে এ-কথা বললাম। আমার পিতা সহজেই রাজি হলেন, কিন্তু কাপিকে সঙ্গে নিতে দিলেন না। তিনি বললেন কাপি না থাকলে লোকের ভিড়ে জিনিষপত্র চুরি যাবার সম্ভাবনা আছে। আর বলে দিলেন রাত্রিতে ফিরে এসে তাদের এ

জায়গায় দেখতে না পেলে আমরা যেন ওল্ড-ওক্-টেভার্ণে (একটা হোটেলের নাম) তাদের খোঁজ করি।

আমি ও মেটিয়া তখনই মেলায় গিয়ে ববের সঙ্গে জুটে গেলাম।

সন্ধ্যা হতে না হতেই বব্ তার তাঁবুর সামনে একটা প্রকাণ্ড আলো জালিয়ে দিল। তাঁবুর তুদিকে তুটা মঞ্চে আমাদের জন্য জায়গা করা হয়েছিল। আমরা তার উপরে উঠে গান ও বাজনা বাজিয়ে লোক জমাতে আরম্ভ করলাম। মেটিয়া প্রথম বেহালা ধরল। তার বেহালার তীব্র স্বর লোকের কোলাহল ছাড়িয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে গেল। মেটিয়ার বেহালা শুনবার জন্য দলে দলে লোকে তাঁবুর সামনে এসে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো। তাঁবুর ভিতর বব্ জিম্‌নাষ্টিকের নানারকম কসরৎ দেখাচ্ছিল। সার্কাস দেখবার জন্য দলে দলে লোক তাঁবুর ভিতর ঢুকতে লাগল। আমাদের রাত্রি বারোটা অবধি থাকবার কথা। বারোটার পর যেমন আমরা তাঁবু হ'তে বের হব ঠিক সেই সময় একটা লোহার ডাণ্ডা ববের পায়ের উপর পড়ে গেল। ববের আর উঠবার শক্তি রইলনা। আমাদের ভয় হতে লাগল ববের পা বুঝিবা ভেঙ্গে গেছে। মেটিয়া ছুটে ডাক্তার ডাকতে গেল। ডাক্তার এসে বলল আঘাত তেমন গুরুতর নয়, একটু বিশ্রামেই পা সেরে যাবে। ডাক্তার ববের পা বেঁধে দিয়ে চলে গেলেন।

আমাকে রাত্রিতে আমার পিতামাতার নিকট ফিরে যেতে হবে। কাজেই বেশী রাত্রি হলে তাদের খুঁজে বের করতে কষ্ট হবে ব'লে আমি তখনই রওনা দিলাম। মেটিয়া ববের নিকট রইল।

পাঁচমাইল হেঁটে ওল্ড-ওক্-টেভার্ণে আসলাম। তখন রাত্রি প্রায় তুটা। দরজায় কয়েকবার ধাক্কা দিতেই লণ্ঠন হাতে একজন বুড়ি দরজা খুলে দিল। আমার পিতামাতার কথা তাকে জিজ্ঞাসা করলে

সে বলল তাঁরা সেখান থেকে চলে গেছে। আমাকে তাদের ঠিকানা বলে দিয়ে, বুড়ি দরজা বন্ধ ক'রে দিল।

বুড়ি যে-জায়গার নাম করল তা আমার নিকট সম্পূর্ণ অপরিচিত। তখন রাত্রিও অনেক হয়েছে। কাজেই আমি আমার পিতামাতার খোঁজে না গিয়ে পাঁচমাইল হেঁটে আবার মেলায় ফিরে আসলাম। ঠিক করলাম কাল সকালে মেটিয়াকে নিয়ে আমার পিতামাতাকে খুঁজে বের করব।

পরদিন সকালে মেটিয়াকে নিয়ে তাঁবু হ'তে বের হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছি, এমন সময় লাল-পাগড়ি-পরা এক কনেষ্টবল্ এসে আমাদের সামনে দাঁড়াল। তার হাতে কাপি শিকলে বাঁধা।

কাপি আমাকে দেখেই আমার নিকট আসবার জন্য ছট্‌ফট্ করতে লাগল। পুলিশ হাতের শিকল ছেড়ে দিতেই কাপি ছুটে এসে আমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

তখন সেই পাহারাওয়ালা গম্ভীর স্বরে আমাকে জিজ্ঞাসা করল —"এই কুকুর কি তোমার?"

আমি বললাম—"হাঁ।"

"আমার সঙ্গে চল, তোমাকে থানায় যেতে হবে।" এই ব'লে পাহারাওয়ালা আমার হাত শক্ত করে ধরল।

বব্ তাড়াতাড়ি তাঁবু হতে বের হয়ে পাহারাওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল—"একে তুমি কেন ধরলে?"

পাহারাওয়ালা তাকে এক ধমক দিয়ে বলল—"এ ছোকরা তোর কে হয়?"

"এ আমার বন্ধু।"

"তোর বন্ধুকে এখন আমার সঙ্গে থানায় যেতে হবে। কাল রাত্রি একটার সময় সেণ্ট জর্জ্জের গির্জ্জায় চুরী হয়ে গেছে। চোর কুকুরটাকে

রেখেছিল পাহারায়। কিন্তু ভিতরের লোক জেগে পড়ায় চোর কুকুরটাকে ফেলেই পালিয়ে যায়। কুকুরটাকে দিয়ে চোর-ধরা সহজ হবে মনে ক'রে আমি ওটাকে নিয়ে চোরের সন্ধানে মেলায় আসি। তোর বন্ধুকে দেখেই কুকুরটা তার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কাজেই চোর যে কে আমার আর বুঝতে কষ্ট হয়নি। এবার ঠিক চোর ধরা পড়েছে।"

বব্ বলল—"মিথ্যে কথা, আমার বন্ধু কখনো চুরী করে নি। কাল সমস্ত রাত্রি সে এখানেই ছিল।"

"সে-কথা থানায় গিয়ে হবে।" এই বলে প্রহরী আমাকে টেনে নিয়ে চলল। ঠিক সেই সময় মেটিয়া আমার কাছে এসে আমার গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর সে তাড়াতাড়ি আমার কানের কাছে মুখ এনে মৃদুস্বরে বলল—"ভয় করোনা, তোমাকে আমরা ঠিক পাহারাওয়ালার হাত থেকে ছাড়িয়ে আনব।"

রাস্তায় সকলেই আমাকে হাঁ ক'রে তাকিয়ে দেখতে লাগল। আমি লজ্জায় মাথা হেঁট করে চলতে লাগলাম। থানায় এসে জেলের প্রকাণ্ড লোহার দরজা দেখে আমার বুক কেঁপে উঠল। এর ভিতর একবার ঢুকলে আর কি কখনো বের হতে পারব?

২৬

পরদিন সকালে জেলের ভিতর জানলার ধারে বসে আছি এমন সময় একটা বাঁশির সুর আমার কানে এসে প্রবেশ করল। এ সুরতো আমার অপরিচিত নয়! এযে মেটিয়ার বাঁশি। বেচারা! আমাকে ছেড়ে থাকতে না পেরে জেলের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ তার বাঁশি বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে সে ফরাসী ভাষায় চিৎকার ক'রে

বলে উঠল—"কাল সকালে"। তারপরেই সে আবার বাঁশী বাজাতে লাগল।

'কাল সকালে' এই কথা দুটি যে মেটিয়া আমাকে লক্ষ্য করেই বলেছে তা বুঝতে আমার দেরী হলনা। তা না হলে লণ্ডন সহরের রাস্তায় ফরাশী ভাষায় সে কেন এমন ক'রে চিৎকার ক'রে উঠবে? এখানে তার ফরাশী ভাষা আর কে বুঝবে? কিন্তু 'কাল সকালে' কি? মেটিয়ার এই চিৎকারের উদ্দেশ্য আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না। তবু আমি স্থির করলাম কাল সকালে আমাকে প্রস্তুত হয়ে থাকতে হবে।

সে রাত্রিতে আমার ভাল ক'রে ঘুম হলনা। আমি বারবার উঠে জানলার ভিতর দিয়ে উঁকি মেরে দেখতে লাগলাম ভোর হতে আর কত বাকি। সকালের দিকে পাখীর কোলাহল শুনে বুঝলাম ভোর হতে আর বেশী দেরী নেই। আমি বিছানা ছেড়ে উঠে জানালার ধারে গিয়ে বসলাম। ধীরে ধীরে অন্ধকার কেটে গিয়ে পূব দিকে প্রভাতের আলো দেখা দিল। একটা অনিশ্চিত আশায় আমার বুক দুর্ দুর্ করতে লাগল।

হঠাৎ জানলার নীচে কেমন একটা খস্ খস্ শব্দ শুনতে পেলাম। আমি কান পেতে রইলাম। একটু পরেই দেখি জানলার উপরে একটা মাথা দেখা যাচ্ছে। যদিও তখন যথেষ্ট অন্ধকার ছিল তবু মাথাটা যে ববের তা চিনতে আমার দেরী হ'ল না। সে জানালার লোহার একটা শিক চেপে ধরে খানিকটা উপরে উঠে আমাকে হাতের ইসারায় কথা বলতে নিষেধ করল। জানালাটা অনেক উপরে ছিল। বব্ জানলার গরাদের ভিতর দিয়ে মুখ থেকে কি-একটা আমার দিকে ছুড়ে ফেলে দিল। আমি তাড়াতাড়ি সেটা কুড়িয়ে দেখি কাগজের একটা গুলি। তারপর উপরের দিকে তাকাতেই দেখি বব্ অদৃশ্য হ'য়ে গেছে।

সেই কাগজের গুলিটার ভিতর কি আছে দেখবার জন্য আমার কৌতূহল হ'ল। গুলিটার কাগজের ভাঁজ খুলতেই দেখি উহার ভিতরে কি যেন লেখা আছে। আমি জানালার খুব ধারে গিয়ে সেই লেখা পড়তে লাগলাম। তাতে লেখা আছে—"কাল তোমার বিচার হবে। সকালে তোমাকে ট্রেনে ক'রে অন্য এক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। তোমার সঙ্গে একজন প্রহরী থাকবে। তুমি গাড়িতে উঠে দরজার কাছ ঘেঁসে বসবে। গাড়ি ছাড়বার চল্লিশ মিনিট পর গাড়ি ষ্টেশনের কাছে আসলেই গাড়ির গতি অনেকটা কমে আসবে। তখন তুমি আর দেরী না ক'রে দুয়োর খুলে গাড়ি থেকে লাফিয়ে পড়বে। তুমি ভয় করো না। আমরা নিকটেই থাকবো।"

কী আনন্দ! আমাকে আর আদালতে বিচারকের সামনে দাঁড়াতে হবে না। কাল আমি আবার মেটিয়া ও বব্‌কে দেখতে পাব এই মনে ক'রে আমার খুবই আনন্দ হ'তে লাগল।

কিন্তু চলন্ত গাড়ি থেকে লাফিয়ে প'ড়ে যদি হাত পা ভেঙে ফেলি? সেও ভাল। তবু তো আদালতে বিচারকের সামনে আমাকে দাঁড়াতে হবে না। কিন্তু কাপি? সে তো এখনো পাহারাওয়ালার কাছেই আছে। বব্ তাকে পুলিশের হাত থেকে উদ্ধার করতে পারবে কি?

বিকেলের দিকে একজন পাহারাওয়ালা এসে আমাকে কাপড় প'রে প্রস্তুত হতে বলল। আমাকে তার সঙ্গে ষ্টেশনে যেতে হবে। ষ্টেশন বেশী দূরে ছিল না।

ষ্টেশনে এসে দেখি গাড়ি প্রস্তুত। আমরা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। আমি ববের কথা মত দরজার খুব কাছ ঘেঁসে বসলাম। পাহারাওয়ালা আমার সামনেই অন্য বেঞ্চে বলল।

যথা সময়ে গাড়ি ছেড়ে দিল। আমি এক, দুই ক'রে মিনিট গুণতে লাগলাম। পাহারাওয়ালা একটা চুরট মুখে গুঁজে মনের সুখে ধূম পান

করতে লাগল। আমার চল্লিশ গোনা শেষ হ'তে না হ'তেই গাড়ির গতি কমে এল। বুঝলাম এবার গাড়ি ষ্টেশনের কাছে এসেছে। আমি আর দেরী না ক'রে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে চলন্ত গাড়ি থেকে নীচে লাফিয়ে পড়লাম। তারপর যে কি হ'ল আমি কিছুই জানতে পারলাম না। গাড়ি থেকে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমার জ্ঞান লুপ্ত হ'ল।

কিছুক্ষণ পর যখন আমার জ্ঞান হ'ল তখন মনে হ'ল আমি যেন চলছি। চোখ মেলতেই দেখি আমি একটা গরুর গাড়িতে শুয়ে আছি। আমার গাল দুটো যেন ভিজে। পাশ ফিরতেই দেখি একটা বিশ্রী হলদে রঙের কুকুর আমার মাথার পাশে বসে আছে ও থেকে থেকে আমার গাল চেটে দিচ্ছে। সেদিকে তাকাতেই কুকুরটা আনন্দে লেজ নাড়তে নাড়তে আমার বুকের উপর দুপা তুলে দিল। এবার আমি মেটিয়াকেও দেখতে পেলাম। সে এতক্ষণ আমার পায়ের দিকে ব'সে ছিল।

আমি চোখ মেলতেই সে আমার মাথার কাছে এসে বলল—"যাক্, এতক্ষণ পর তোমার জ্ঞান হল, আর কোন ভয় নেই। তোমার জন্য আমাদের খুবই ভয় হয়েছিল।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"এ কার গাড়ি ?"

সে বলল—"ববের। বব্ও গাড়িতে আছে। সে সামনে বসে গাড়ি চালাচ্ছে। গাড়ি থেকে লাফিয়ে প'ড়ে তোমার জ্ঞান ছিল না। আমরা একটু দূরে পাহাড়ের উপর তোমার জন্য অপেক্ষা করছিলাম। অনেকক্ষণ চলে গেলেও তোমাকে দেখতে না পেয়ে আমরা তোমাকে খুঁজতে আসি। এসে দেখি তুমি লাইনের ধারে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছ। তখন আমরা তোমাকে গাড়িতে তুলে নিয়ে আসি।"

কুকুরটার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—"এ কুকুরটা কার? চোখ দুটো কাপির মত কিন্তু রঙটা কী বিশ্রী!"

মেটিয়া হেসে বলল—"কুকুরটা কে চিনতে পারলে না? এ যে কাপি?"

"কাপি? এর রং এমন বিশ্রী হ'ল কি ক'রে?"

"বব্ ওর গায় রং মাখিয়ে দিয়েছে। তা না হ'লে আবার যদি ও পুলিশের হাতে ধরা পড়ে?"

"আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি?"

"সমুদ্রের দিকে। সেখানে ববের ভাইয়ের নৌকো আছে। সে সেই নৌকোয় ক'রে আমাদের ফ্রান্সে পৌঁছিয়ে দেবে।"

গাড়ি চলতে লাগল। তখন প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। এখনো আমাদের আরো অনেক দূর যেতে হবে। তার উপর ধরা পড়বার ভয় ও একেবারে কাটেনি। কাজেই বব খুব তাড়াতাড়ি গাড়ি হাঁকিয়ে চলতে লাগল।

কিছুক্ষণ পর ঠাণ্ডা হাওয়া আমরা নাকে মুখে অনুভব করতে লাগলাম। বুঝলাম সমুদ্র আর বেশী দূরে নেই। দূরে একটা আলোও দেখা যেতে লাগল। বব্ বলল উহা সমুদ্রের ধারের আলো।

একটু পরেই আমরা সমুদ্রের তীরে এসে পৌঁছলাম। আমাদের শব্দ শুনে ববের দাদা নৌকো থেকে তীরে উঠে এল। বব্ তার দাদার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল—"আমি এখান থেকেই তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি। আমার দাদা তার নৌকোয় ক'রে তোমাদের ফ্রান্সে পৌঁছিয়ে দেবেন।"

এই ব'লে বব্ গাড়িতে উঠে গাড়ি ছেড়ে দিল। আমরাও ববের দাদার সঙ্গে তার নৌকোয় গিয়ে উঠলাম। নৌকোয় ববের দাদা আমাদের পেট ভরে রুটি, ডিম, মাখন প্রভৃতি খেতে দিল। তারপর সেই রাত্রিতেই ববের দাদা নৌকো ছেড়ে দিল।

২৭

পরদিন সন্ধ্যের সময় ববের দাদা আমাদের ফ্রান্সের তীরে নামিয়ে দিল। সৌভাগ্যের বিষয় আমাদের পকেট একেবারে শূন্য ছিল না। মেলায় ববের সার্কাসে গান গেয়ে ও বাজনা বাজিয়ে আমরা যা উপার্জ্জন করেছিলাম তার সমুদয় টাকাই আমাদের পকেটে ছিল।

ফ্রান্সে এসে আমরা কোথায় কোন দিকে যাব ভাবতে লাগলাম। মেটিয়া বলল—"চল, খালের ধার দিয়ে চলতে থাকি। তাহলে আর্থারের মা ও আর্থারের সঙ্গে নিশ্চয় আমাদের দেখা হবে। এখন শীতের সময়। আর্থারের মা নিশ্চয় আর্থারকে নিয়ে নৌকোয় ক'রে বেড়াতে বের হয়েছেন।"

লিসার সঙ্গেও একবার দেখা করবার আমার ইচ্ছে হল। লিসার কাকা খালের ধারেই থাকেন। সুতরাং খালের ধার দিয়ে চলাই আমরা স্থির করলাম। আমাদের সঙ্গে ফ্রান্সের একটা ম্যাপ ছিল। সেই ম্যাপেতে দেখলাম 'সেন্' নদী থেকে খাল বের হয়েছে। খালে যেতে হ'লে প্রথম আমাদের 'সেন্' নদীর ধার দিয়ে চলতে হবে।

কয়েক দিন চলার পর দূর হতে সেন্ নদী দেখা যেতে লাগল। তখন আমাদের কী আনন্দ! মেটিয়া বলল—"হয় তো 'সেন্' নদীতেই আর্থারের মার সঙ্গে আমাদের দেখা হবে।"

সেন্ নদীর ধার দিয়ে চলবার সময় পথে যার সঙ্গে দেখা হ'ল তাকেই নৌকোর কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম। কিন্তু কেউ নৌকোর খোঁজ বলতে পারল না। তবু আমরা নিরাশ হলাম না।

এক সপ্তাহ কেটে গেল। কিন্তু তবু আমরা নৌকোর দেখা পেলাম না। কেউ আমাদের নৌকোর খোঁজ বলতেও পারল না।

পাঁচ সপ্তাহ পর নদীর ধারে এক জেলের নিকট প্রথম নৌকোর খোঁজ পেলাম। নদীতে ঐ রকম একটা নৌকো সে দেখেছে। কিন্তু সে প্রায় দুমাস পূর্ব্বেকার কথা। মেটিয়া বলল—"দুমাস? দুমাসে তারা আর কত দূর যাবে? ছুটে চল, নিশ্চয়ই তাদের ধরতে পারব?"

সেদিন থেকে আর হেঁটে নয়, আমরা একেবারে ছুটে চলতে লাগলাম। বেচারা মেটিয়া! সে আবার একটু বেশী ঘুমোতে ভাল বাসে। কিন্তু আমার তাড়ায় সে ভাল ক'রে ঘুমোতেও পারত না। সকাল হতে না হতেই আমি তাকে বিছানা থেকে ডেকে তুলতাম। আর তখনি কিছু-না-খেয়ে বের হয়ে পড়তাম।

কিছু দিনের মধ্যে আমরা খালের ধারে এসে পৌছলাম। খালের ধারে যাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বলে কিছু দিন পূর্ব্বে তারা খালে এইরূপ একটি নৌকো দেখেছে। আমি মেটিয়াকে বললাম—"মেটিয়া চল, চল, চল।"

লিসার কাকার বাড়িও আর বেশী দূরে নয়। আর দুদিনের মধ্যেই আমরা সেখানে পৌছতে পারব। লিসার কাকা নিশ্চয় আমাদের নৌকোর খোঁজ দিতে পারবেন। আর দুদিনের মধ্যে লিসার সঙ্গেও আমাদের দেখা হবে। কি আনন্দ!

তৃতীয় দিনে আমরা লিসার কাকার বাড়িতে এসে পৌছলাম। কিন্তু সেখানে লিসা বা তার কাকা কাউকে দেখতে পেলাম না। তাদের বাড়ির সামনে একটি বৃদ্ধা স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পেলাম। তাকে লিসার কাকার কথা জিজ্ঞাসা করলে বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটি কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল—"তারাতো এখানে থাকে না! অনেকদিন হ'ল তারা এখান থেকে চলে গেছে!"

"চলে গেছে ? কোথায় ?"

"ইজিপ্টে।"

ইজিপ্ট যে কোথায় তা আমিও জানিনে, মেটিয়াও জানে না।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"লিসা ?"

"কে, বোবা মেয়েটি ?"

"হাঁ, সেও কি ইজিপ্টে…… ..?"

"না। সে একটি ইংরেজ মহিলার সঙ্গে গেছে। তারা নৌকোয় ক'রে এখানে এসেছিল।"

আমি বৃদ্ধার মুখে সেই ইংরেজ মহিলা ও নৌকোর বর্ণনা শুনে বুঝলাম, সেই ইংরেজ মহিলাটি আর্থারের মা ভিন্ন আর কেউ নয়। তাহলে লিসাও সেই নৌকোয়!

সেই বৃদ্ধাটি বললেন—"লিসার কাকা হঠাৎ একদিন জলে ডুবে মারা যান। তখন তাঁর বিধবা পত্নী অনেক খুঁজে ইজিপ্টে একটি কাজের সন্ধান করেন। ঠিক সেই সময়েই ইংরেজ মহিলাটি তার রুগ্ন পুত্রটিকে নিয়ে নৌকায় ক'রে এখানে আসে। রুগ্ন পুত্রটির কেউ সঙ্গী না থাকায় তাঁর মা লিসাকে সঙ্গে নিতে চান। লিসার কাকী খুসী হয়েই ইংরেজ মহিলাটির প্রস্তাবে সম্মত হন। সেই থেকে লিসা সেই ইংরেজ মহিলাটির সঙ্গেই আছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম—"সেই ইংরেজ মহিলাটি এখন কোথায় ?"

"তাঁদের স্থলপথে সুইজারল্যাণ্ডে যাবার কথা। সেখানে গিয়ে লিসা আমাকে চিঠি লিখবে বলেছিল। কিন্তু এখনো তার কোন চিঠি পাই নি। তাই তাদের ঠিকানা তোমাকে বলতে পারলাম না।"

বৃদ্ধা স্ত্রীলোকটিকে অনেক ধন্যবাদ দিয়ে, আমরা আর দেরী না ক'রে নৌকোর খোঁজে খালের ধার দিয়ে চলতে লাগলাম।

২৮

লিসাও আর্থারের মার সঙ্গে? তবে আর ভাবনা কি? পৃথিবীর শেষ প্রান্তে থাকলেও আমরা তাদের খুঁজে বের করব। মেটিয়া বলল—"সুইজারল্যেণ্ড থেকে ইটালি বেশী দূরে নয়। আমার বোন ক্রিশ্চিনা সেখানে আছে। তাকে একবার দেখতে গেলে সে কত খুসী হবে!" বেচারা মেটিয়া! বোনটির প্রতি তার কি স্নেহ, কি ভালবাসা! এত কাছে এসে সে বোনটিকে দেখতে পাবে না? আমি বললাম—"চল, আমিও তোমার বোনকে দেখতে যাব।"

এ-কথা শুনে মেটিয়ার কী আনন্দ! কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে আবার আমরা নৌকোর খোঁজ পেলাম। প্রায় দেড়মাস পূর্ব্বে তাঁরা এস্থানে এসেছিল। এতদিনে তাঁরা নিশ্চয়ই স্থলপথে সুইজারল্যেণ্ডে পৌঁছে গেছে। খালের ধারে তাঁদের ধরবার আর কোন আশাই রইল না।

দুদিন পর একদিন দূর থেকে খালের ধারে একটি নৌকো দেখতে পেলাম। নৌকটি তীরে বাঁধা আছে। আর্থারের মার নৌকো নয়তো? আমরা ছুটতে লাগলাম। কাছে আসতেই দেখতে পেলাম আমাদের অনুমান সত্য। এ তো সেই নৌকো! কিন্তু নৌকোটির দুয়োর জানালা সব বন্ধ কেন? বারাণ্ডার সেই ফুলের গাছগুলিই বা কোথায় গেল? আর্থার ভালো আছে তো? ভয়ে, আশঙ্কায় আমার বুক দুর্ দুর্ করতে লাগল। কাছে গিয়ে দেখলাম এক ব্যক্তি নৌকোয় বসে আছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলে সে বলল—"এখানে নৌকো রেখে তাঁরা স্থল-পথে

সুইজারল্যাণ্ডে গেছেন। সেখানে সহরের বাইরে ভিভি নামক স্থানে তাঁরা বাসা নিয়েছেন।" সেদিনই আমরা সুইজারল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করলাম। সেখানে পৌঁছেই যে তাঁদের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'বে সে-সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন সন্দেহ রইল না।

কিন্তু ভিভিতে পৌঁছে দেখলাম সেস্থান থেকে তাঁদের খুঁজে বের করা সহজ নয়। ভিভি বেশ একটি বড় সহর। এই বৃহৎ সহরে কোথায় তাঁরা বাস করছেন কি ক'রে জানব? মেটিয়া আশ্বাস দিয়ে বলল—"ভয় কি, আমরা একটি একটি ক'রে সহরের সব বাড়ি খুঁজে দেখব।"

আমরা প্রতিদিন ভিভির নূতন নূতন রাস্তায় বেহালা বাজিয়ে গান গেয়ে বেড়াতে লাগলাম। পথে কোন ইংরেজ মহিলা দেখতে পেলেই তাকে আর্থারের মার কথা জিজ্ঞাসা করতাম। কিন্তু কেউ আর্থারের মার খোঁজ আমাদের দিতে পারল না। একে একে ভিভির প্রায় সব রাস্তাই আমাদের খোঁজা হয়ে গেল। কিন্তু কোথাও তাঁদের সন্ধান পেলাম না। তবে কি তাঁরা সুইজারল্যাণ্ড ছেড়ে অন্যত্র কোথাও চলে গেলেন?

একদিন আমি ও মেটিয়া ভিভির একটি রাস্তায় বেহালা বাজিয়ে গান গাচ্ছি, তখন প্রায় সন্ধ্যা হ'য়ে এসেছে। রাস্তার ডান দিকে বাগানের মধ্যে গাছের আড়াল দিয়ে একটি বাড়ি দেখতে পেলাম। বাগানটির চারিদিক উঁচু দেয়াল দিয়ে ঘেরা। দেয়ালের ধার দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ বাগানের ভিতর থেকে কে যেন ক্ষীণকণ্ঠে হার্পের সুরে গান গেয়ে উঠল শুনতে পেলাম। আমি অবাক হয়ে মেটিয়ার মুখের দিকে তাকালাম। মেটিয়াও অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল—"আর্থার নয় তো?"

আমি বললাম—"না, এ আর্থার নয়। আর্থারের গলা আমি চিনি।"

হঠাৎ কাপিও কেমন অস্থির হয়ে উঠল। সে কুঁই কুঁই ক'রে

বারবার আমার মুখের দিকে তাকাতে লাগল। আমি আর স্থির থাকতে না পেরে চিৎকার ক'রে বলে উঠলাম—"কে তুমি?"

ভিতর থেকে একটি ক্ষীণকণ্ঠের উত্তর আসল—"তুমি কি রিমি?" রিমি? এ যে আমারই নাম! হঠাৎ দেখি দেয়ালের উপরে একটা রুমাল উড়চে। আমি ও মেটিয়া সেদিকে ছুটে গেলাম। সেস্থানে দেয়াল একটু ভাঙ্গা ছিল। আমি তাড়াতাড়ি ভাঙ্গা দেয়ালে পা দিয়ে উপরে উঠে পড়লাম। নীচের দিকে তাকিয়ে আমার আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ যে লিসা! তাহলে আর্থার ও আর্থারের মা এখানেই আছেন! কিন্তু আমার হার্পের সুরের সঙ্গে কে গান গাইল? লিসা তো কথা বলতে পারে না? লিসাকে জিজ্ঞাসা করলে সে ঘাড় নেড়ে জানালো সে গান গাচ্ছিল।

লিসা গান গাচ্ছিল? তাহলে সে এখন কথা বলতে পারে? ডাক্তার বলেছিলেন হঠাৎ সুখ বা দুঃখের উত্তেজনায় সে হয় তো একদিন কথা বলতে পারবে। আমাদের সঙ্গে সাক্ষাতের আনন্দে কি লিসা আজ বাক্‌শক্তি ফিরে পেল?

আমি তাড়াতাড়ি লিসাকে জিজ্ঞাসা করলাম—"লিসা, আর্থার ও তার মা কোথায়?"

লিসা উত্তর দেবার জন্য জিব্‌ নাড়তে লাগল। কিন্তু তার মুখ দিয়ে কথা বের হল না। মনের উত্তেজনায় একবার মুখ দিয়ে কথা বের হলেও জিবের জড়তা তার একেবারে ঘোচে নি। সে হাতের ইসারায় দূরে বাগানের মধ্যে একটি বাড়ি দেখিয়ে দিল। আমি সেই দিকে তাকিয়ে দেখলাম বাড়ির বারাণ্ডায় আর্থার একটি আরাম কেদারায় শুয়ে আছে। তার মা তার পাশে চেয়ারে বসে আছেন। কিন্তু তিনি তো একা নন্? তার পাশে একটি ভদ্রলোককে দেখে আমি চমকে উঠলাম। এ যে জেমস্ মিলিগান্! তাকে দেখে ভয়ে আমার

মুখ শুকিয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি লিসাকে বললাম—"তুমি এখন যাও। কাল সকালে আবার আমরা আসব।" এই কথা ব'লে আমি আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না ক'রে দেয়াল টপ্‌কিয়ে রাস্তায় এলাম। রাস্তায় মেটিয়া আমাকে বলল—"এ দুষ্ট লোকটিকে এখানে দেখে আমার মোটেই ভাল লাগছে না। সে যে-কোন মুহূর্ত্তে আর্থারের সর্ব্বনাশ করতে পারে। সে আমাকে চেনে না। আমাকে দেখলেও চিনতে পারবে না। আমি এখনি গিয়ে আর্থারের মার সঙ্গে দেখা করব ও তাঁকে সাবধান করে দেব।"

মেটিয়া তখনই দেয়াল টপ্‌কিয়ে বাগানের ভিতর নেমে পড়ল। আমি তার জন্য রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগলাম। কিছুক্ষণপর মেটিয়া ফিরে এল, সঙ্গে আর্থারের মা। আমি অমনি ছুটে গিয়ে আর্থারের মার দুহাত ধরলাম। তিনি দুহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে আমার কপোলে ঘন ঘন চুমো খেতে লাগলেন। অনেক্ষণ পর্য্যন্ত আমি তাকে কোন কথাই বলতে পারলাম না। তিনিও অনেকক্ষণ আমাকে কোনো কথা না ব'লে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে আমার মুখের চুল সরিয়ে দিয়ে আপন মনেই বলতে লাগলেন—"ঠিক, ঠিক!"

তারপর তিনি আমাকে বললেন—"আমি মেটিয়ার নিকট সব শুনেছি। তুমি একবার নিজের মুখে তোমার জীবনের সব-কথা আমাকে বল।"

আমি তখন মা-বারবেঁরে থেকে আরম্ভ ক'রে ভিটেলিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাঁর মৃত্যু, তারপর মেটিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব, আমাদের লণ্ডনে গমন, সেখান থেকে ফ্রান্সে পলায়ন প্রভৃতি সব-কথাই তাঁকেই বললাম। তিনি গভীর মন দিয়ে, একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার সব কথা শুনতে লাগলেন।

আমার সব-কথা শুনে তিনি একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর ধীরে ধীরে বললেন—"তোমার সব-কথা শুনলাম। এখন আমাদের খুব সাবধানে থাকতে হবে। আমি সহরে একটি হোটেল ঠিক ক'রে রেখেছি। তোমরা আজ সেখানে গিয়ে থাক। আজ থেকে তুমি আর্থারকে বন্ধুর মত" এই বলেই আবার তাড়াতাড়ি বললেন—"না, বন্ধুর মত নয়, ভাইয়ের মত দেখবে। এখন তোমরা যাও। পরে তোমাদের সঙ্গে দেখা হবে।" এই ব'লে হোটেলের ঠিকানা দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

আমরা "হোটেল্-দে-আল্প্স্"এ এসে উপস্থিত হলাম। এ উসলের হোটেল নয়। "হোটেল-দে-আল্প্স্" সহরের সর্ব্বাপেক্ষা একটি বড় হোটেল। সেই প্রকাণ্ড বাড়িতে প্রথম আমাদের ঢুকতেই ভয় হচ্ছিল। কিন্তু দরজার কাছে আসতেই দেখলাম দুয়োরে আমাদের জন্য একজন ভৃত্য অপেক্ষা করছে। তার গায়ের ঝক্‌ঝকে পোষাক দেখে আমরা অবাক হয়ে গেলাম। তখনো আমাদের গায় রাস্তার ধুলো-কাদা-মাখা ছেঁড়া জামা। আমরা সেই পোষাকেই ভৃত্যের সঙ্গে হোটেলে প্রবেশ করলাম। হোটেলের ভৃত্যগণ অবাক হয়ে আমাদের দেখতে লাগল। সেই ভৃত্যটি আমাদের হোটেলের যে-ঘরে নিয়ে গেল সেই ঘর দেখে আমাদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ যে একেবারে রাজপ্রাসাদ; কার্পেট টেবিল চেয়ার, আয়না প্রভৃতিতে সমস্ত ঘরটি একেবারে ঝক্‌ঝক্ করছে। আমরা, চেয়ারে বসলে কি খেতে ইচ্ছে করি, সেই ভৃত্যটি আমাদের জিজ্ঞাসা করল।

মেটিয়া তাড়াতাড়ি ব'লে উঠল—"পুডিং আছে?"

ভৃত্য একটু হেসে বলল—"পুডিং আছে বৈ কি!"

তখন মেটিয়া আর কি কি খাবার আছে জিজ্ঞাসা করলে সেই ভৃত্যটি আরো অনেকগুলি খাবারের নাম করল।

মেটিয়া বলল—"সব নিয়ে এস।"

ভৃত্য খাবার আনতে চলে গেল।

কিছুক্ষণ পর একজন দরজি এসে আমাদের গায়ের মাপ নিয়ে গেল। দুঘণ্টা পর সে আমাদের জন্য নূতন পোষাক তৈরী ক'রে নিয়ে এল।

পরদিন সকালে আর্থারের মা আমাদের সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে এলেন। তাঁর সঙ্গে আমাদের অনেক কথা হল। লিসার কথা জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন—"সে এখনো কথা বলতে পারে না। তবে ডাক্তার বলেছেন শীঘ্রই সে কথা বলতে পারবে।" কিছুক্ষণ পর তিনি বাড়ি যাবার জন্য উঠলেন। আমাকে আদর ক'রে আমার কপোলে চুমো খেলেন। মেটিয়াকেও তিনি অনেক আদর করলেন।

হোটেলে আমাদের চারদিন কেটে গেল। আর্থারের মা রোজই একবার ক'রে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। তিনি আমাদের সঙ্গে ব'সে কত গল্প করতেন। যাবার সময় রোজই আমাকে আদর ক'রে চুমো খেতেন।

চারদিন পর একজন পরিচারিকা এসে বলল এখনই আমাদের আর্থারের মার নিকট যেতে হবে। আমাদের জন্য হোটেলের দরজায় গাড়ি প্রস্তুত।

আমি, মেটিয়া ও কাপি গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। গাড়ি চলতে লাগল। কিছুক্ষণ পর গাড়ি একটা বাড়ির ভিতর প্রবেশ করল। সেখানে দরজায় একজন ভৃত্য দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ি প্রবেশ করবামাত্র ভৃত্য এসে গাড়ির দরজা খুলে দিল। আমরা পরিচারিকার সঙ্গে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করলাম।

ঘরের ভিতর প্রবেশ ক'রে দেখলাম আর্থার ও আর্থারের মা চেয়ারে বসে আছেন। লিসাকেও সেখানে দেখতে পেলাম। আর্থার আমাকে

দেখেই দু হাত বাড়িয়ে দিল। আমি ছুটে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। আর্থারের মা আমাকে তার পাশে বসিয়ে আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন। তারপর আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললেন—"এতদিনপর আজ তুমি তোমার যথার্থ পরিচয় জানতে পারবে।"

আমি এ-কথার কোনো অর্থ বুঝতে না পেরে অবাক হ'য়ে আর্থারের মার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আর্থারের মা চেয়ার ছেড়ে উঠে পাশের একটা দরজা খুলে দিলেন। অমনি পাশের ঘর থেকে মা-বারবেঁরে বের হয়ে এলেন। তার হাতে কতগুলি ছোট জামা, কাপড় ও একজোড়া পশমের মোজা। মা-বারবেঁরেকে দেখে অবাক হয়ে গেলাম। আমি তাড়াতাড়ি উঠে দুহাতে তাঁকে জড়িয়ে ধরলাম। তিনিও আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার মাথায় ঘন ঘন চুমো খেতে লাগলেন। আর্থারের মা জেমস্ মিলিগান্‌কে ডেকে আনবার জন্য একজন ভৃত্যকে আদেশ করলেন। জেমস্ মিলিগানের নাম শুনে ভয়ে আমার মুখ শুকিয়ে গেল। আর্থারের মা আমাকে তাঁর পাশে বসিয়ে স্নেহ পূর্ণস্বরে বললেন—"তোমার কোনো ভয় নেই। তুমি আমার পাশে বস।"

একটু পরেই জেমস্ মিলিগান্ হাসতে হাসতে ঘরে প্রবেশ করল। কিন্তু ঘরে প্রবেশ ক'রেই আর্থারের মার পাশে আমাকে দেখে এক মুহূর্ত্তে তার মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। সে ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। আর্থারের মা তীব্রস্বরে জেমস্ মিলিগান্‌কে সম্বোধন করে বললেন—"জেমস্, আশা করি আমার বড় ছেলের সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন হবে না। কারণ যে-ব্যক্তি তাকে শৈশবে চুরী করেছিল তারই বাড়িতে তার সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছে। একবার নয়, বহুবার সেখানে তুমি রিমিকে দেখতে গিয়েছিলে সে-সংবাদ আমি পেয়েছি।"

জেমস্ মিলিগান্ ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল—"এ-সব মিথ্যে কথা। নিশ্চয়ই আমার কোনো শত্রু আমার নামে এ-সব মিথ্যে রটিয়েছে।"

আর্থারের মা ধীর সংযত স্বরে উত্তর করলেন—"জেমস, তুমি হয়তো জান না, যে ব্যক্তি তোমার পরামর্শে আমার পুত্রকে চুরী করেছিল সে একটা গির্জ্জায় চুরী করতে গিয়ে ধরা পড়ে। পুলিশের নিকট তার স্বীকারোক্তিতে তোমার দুষ্কর্ম্মের সকল কথাই প্রকাশ হয়ে পড়েছে। সে স্বীকারোক্তি আমার নিকটেই আছে।"

"তোমার এ গল্প যে কতদূর মিথ্যে তা আদালতেই প্রমাণ হবে।" এই বলে সে হন্ হন্ করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

জেমস্ মিলিগান্ ঘর থেকে বের হয়ে যেতেই আমি এবার আর্থারের মাকে নয়, নিজেরই মাকেই দুহাতে জড়িয়ে ধরলাম।

মেটিয়া তখন হাসতে হাসতে বলল—"রিমি, আমি যে বন্ধুর নিকটও কথা গোপন রাখতে পারি তার প্রমাণ পেলে তো?"

আমি আশ্চর্য্য হয়ে বললাম—"সে কি মেটিয়া, তুমি সব জানতে?"

আমার মা বললেন—"হাঁ, মেটিয়াকে আমি সব বলেছিলাম। তোমাকে সব-কথা বলবার পূর্ব্বে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করা প্রয়োজন ছিল। যদি কোথাও ভুল থেকে যেত তাহলে তোমার দুঃখের আর সীমা থাকত না। আর কোনো ভয় নেই। এখন আর তোমাকে কেউ তোমার মা ও ভাইয়ের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারবে না। তোমার বন্ধু মেটিয়া ও লিসা আজ থেকে তোমার চিরদিনের সঙ্গী হয়ে তোমার কাছে থাকবে।"

২৯

তারপর অনেক দিন কেটে গেছে। এখন আমি আমার পৈতৃক সম্পত্তির মালিক। আমার পৈতৃক বাড়ির নাম 'মিলিগান্ পার্ক'। এই স্থানেই আমি এখন বাস করছি। চলন্ত ট্রেন থেকে যে-স্থানে আমি লাফিয়ে পড়েছিলাম সে-স্থান মিলিগান্ পার্কের অতি নিকটে।

আজ আমার প্রথম পুত্রের নামকরণ। আমার বন্ধুর স্মৃতি স্বরূপ আমি তার নাম মেটিয়া রাখব স্থির করেছি। আজ আমি আমার সব পুরাতন বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করেছি। আজ তারা সকলে একত্র হলে তাদের একখানা ক'রে "কুড়ানো-ছেলে" উপহার দেব। ইহা আমারই জীবনের কাহিনী। আজ ছমাস যাবৎ আমি এই পুস্তক রচনায় ব্যস্ত ছিলাম। আজই এই মাত্র ছাপাখানা হ'তে একখানা বই ছাপা হ'য়ে এসেছে।

আমার স্ত্রী লিসার ভাই বোনদেরও আজ আমি নিমন্ত্রণ করেছি। কিন্তু সে-কথা আমি এখনও তাকে বলিনি।

আজ আমি একজনের অভাব সর্ব্বাপেক্ষা বেশি অনুভব করছি। আমার পিতৃতুল্য বন্ধু ভিটেলিস্ আজ আর ইহ-জগতে নেই। আমার জীবনের কাহিনী লিখবার সময় তাঁর কথা মনে ক'রে কতবার আমার চোখ জলে ভরে এসেছে।

নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের আসবার সময় হয়ে এল। আমার মা আর্থারের কাঁধে ভর দিয়ে বসববার ঘরে এসে আরাম কেদারায় বসছেন। তিনি এখন বৃদ্ধা হয়েছেন—কাউকে অবলম্বন না ক'রে তিনি নিজে নিজে চলতে পারেন না। আমার স্ত্রী লিসা এখন সে কাজের ভার নিয়েছে। আমার মার পিছনে আর একটি বৃদ্ধাও ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি

আমার শৈশবের মা মা-বারবেঁরে। আমার প্রথম পুত্রটিকে পালন করবার ভার তিনিই গ্রহণ করেছেন।

কিছুক্ষণ পর আর্থার একখানা খবরের কাগজ হাতে ঘরে প্রবেশ করল। মেটিয়া সম্বন্ধে কাগজে আজ একটি বিশেষ সংবাদ প্রকাশ হয়েছে; বেহালা বাজাবার জন্য মেটিয়া ইংলণ্ডে নিমন্ত্রিত হয়েছে। আজ মেটিয়ার বেহালা শুনবার জন্য পৃথিবীশুদ্ধ লোক উদ্‌গ্রীব; মঁদের নাপিত-ওস্তাদ এস্‌পানিস্থর ভবিষ্যৎ বাণী আজ সফল হয়েছে।

একজন ভৃত্য আমার হাতে একখানা টেলিগ্রাম দিয়ে গেল। খুলে দেখি মেটিয়ার টেলিগ্রাম। তাতে লেখা আছে—"সমুদ্রপীড়ায় বড় কাতর, ক্রিশ্চিনার (মেটিয়ার বোনের নাম) সঙ্গে দেখা করতে প্যারী গিয়েছিলাম। চারটের সময় ষ্টেশনে গাড়ি পাঠাবে।

'মেটিয়া'

ক্রিশ্চিনার নাম করতেই আর্থারের মুখ লাল হয়ে উঠল। ক্রিশ্চিনার সঙ্গে আর্থারের বিয়ে স্থির হয়ে গেছে।

লিসা আমার মার গলা জড়িয়ে ধরে বলল—"মা, আজ বাড়িতে কিসের যেন একটা আয়োজন হয়েছে কিন্তু কেউ আমাকে কিছু বলছে না।"

আমি হাসতে হাসতে বললাম—"আর দেরী নেই, এখনই সব জানতে পারবে।"

ঠিক এই সময়ে বাইরে গাড়ির শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। আমি তাড়াতাড়ি ঘর হ'তে বাইরে গেলাম।

একে একে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ আসতে লাগলেন। আমি ও লিসা দরজায় দাঁড়িয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা করতে লাগলাম।

প্রথম গাড়ি থেকে নামল লিসার পিতা আঁকিয়ে, পিসিমা ক্যাথেরিন্, আতিনেত্, বেঞ্জামিন্ ও আলেক্‌সি। লিসা তাদের আদর ক'রে ঘরে

নিয়ে বসালো। একটু পরে গাড়ি হতে নামল মেটিয়া ও ক্রিশ্চিনা। আর্থার তাদের আনবার জন্য পূর্ব্বেই ষ্টেশনে গিয়েছিল। বব ও তার দাদাকেও আজ আমি নিমন্ত্রণ করতে ভুলি নি। তারা আসলে আমি তাদের অভ্যর্থনা করে ঘরে নিয়ে বসালাম।

সকলে আসলে মেটিয়া বলল—"রিমি, এতদিন আমরা পথের লোকদের গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে শুনিয়েছি। চল, আজ আমরা আমাদের বন্ধুদের গান গেয়ে, বাজনা বাজিয়ে শোনাই।"

এই বলে সে একটি বহুমূল্যের বাক্সের ভিতর হতে তার সেই পুরাতন বেহালাটি বের করল। এই বেহালাটি বাজিয়েই সে একদিন পথে পথে পয়সা উপার্জ্জন করত। আজ তার সেই দুঃখের দিন কেটে গেছে। এখন দেশ বিদেশে তার কত নাম! কিন্তু তার পুরানো বেহালাটির কথা সে এখনো ভোলে নি। আমি ও আমার সেই পুরাতন হার্পটি বের করলাম। আজ আমরা পুরানো দিনের মতো ভিটেলিসের-নিকট-শেখা সেই পুরানো গান বাজাতে লাগলাম। হঠাৎ একটা কৌচের নীচ হতে কাপি গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে এল। এতক্ষণ সে আরামে কৌচের নীচে নিদ্রা দিচ্ছিল। কিন্তু পুরানো সেই বাজনা শোনা মাত্র সে আর শুয়ে থাকতে পারল না। সে উঠে এসে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে সামনের দুপা তুলে, তালে তালে পা ফেলে নাচতে আরম্ভ করল। বেচারা এখন বুড়ো হয়ে গেছে। কিছুক্ষণ নেচেই সে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। আমি অমনি আমার মাথার টুপিটা তার দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। সে তাড়াতাড়ি টুপিটা লুফে নিয়ে সকলের নিকট হতে পূর্ব্বের মত পয়সা সংগ্রহ করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে সে যখন টুপিটা নিয়ে আমার কাছে ফিরে এল তখন দেখলাম টুপিতে টাকা, আধুলি, সিটিতে প্রায় দেড় শত টাকা জমেছে।

আমি আমার শৈশবের দুঃখের কথা ভুলিনি। একদিন রাত্রিতে

আশ্রয়ের অভাবে ভিটেলিস্ রাস্তায় প্রাণ ত্যাগ করেছিল, আমিও মরতে বসেছিলাম। সেকথা মনে ক'রে নিরাশ্রয় শিশুদের জন্য লণ্ডন সহরে একটি বাড়ি ক'রে দেবার আমার অনেক দিনে ইচ্ছে। এই দেড় শত টাকা সেই কাজে ব্যবহার করবার কথা বলতে সকলেই আনন্দের সঙ্গে তাদের সম্মতি জানাল। মেটিয়া বলল—"প্রথম দিন লণ্ডন সহরে বেহালা বাজিয়ে আমি যা উপার্জ্জন করব তার সবই আমি এই বাড়ি নির্ম্মাণের জন্য দেব।"

পরে তার সেই টাকায় ও আমার টাকায় আমি লণ্ডন সহরে নিরাশ্রয় শিশুদের জন্য একটি বৃহৎ বাড়ি তৈরি ক'রে দিয়েছিলাম।

সমাপ্ত